হস্তীতত্ত্ব

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী।

কর্তৃক প্রণীত।

রঙ্গপুর

শাহিগঞ্জ পদ্মাবতী যন্ত্রে

শ্রীজয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১

ভূমিকা।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কত প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একাগ্র চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, পরম পিতার আশ্চর্য্য মহিমা, অসীম শক্তি, ধ্যান করিতে২ অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানানন্দ উদ্ভূত হইয়া মনুষ্যকে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন করে; তখন সেই যোগাবস্থায় ধীর চিত্ত ব্যক্তির চিত্তে যে সকল মঙ্গলকর বিষয় ধারণা হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই জগত ব্যাপী পঞ্চ ভৌতিক সংমিশ্রণে, যত প্রকার জীবই সৃষ্টহইয়াছে তাহার আদ্যন্ত ভাবনা করিলে, প্রত্যেক প্রাণীরই উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, এই অবস্থাত্রয় জাজ্বল্যমান প্রতীয়মান হয়।

আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় ইহাই পশুর স্বাভাবিক লক্ষণ। একমাত্র জ্ঞানই, মনুষ্যকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক বলিয়া বিভেদ করায় যে অজ্ঞান, সে পূর্ব্বোক্ত চারিটী কার্য্য ব্যতীত তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি, দৈহিক উন্নতি, অথবা সাংসারিক উন্নতি কোন দিকেই চিত্ত ধাবিত হয় না। সুতরাং সে মনুষ্য হইলেও পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

জগদীশ্বর যত প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ জীব ইহাদের আধ্যাত্মিক, দৈহিক, কি সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি ও যাবতীয় অভাব মোচনার্থ, চেষ্টাই এই সকল গুণের পরিচায়ক। অতএব একপ শক্তি সম্পন্ন, প্রাণী, স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, অযথা নিশ্চেষ্টভাবে বহু মূল্য জীবন নষ্ট করিবে ইহা সম্ভবপর নহে।

প্রাণী মাত্রেরই অভাব হইলে তাহা দূর করিবার চেষ্টাই স্বভাবতঃ ধর্ম্ম। মনুষ্যের তদুপযুক্ত শক্তি থাকা হেতু ঐ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

এই সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে মানবের কত প্রকার জড় ও চেতন পদার্থের আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবেনা। আমি যে বিষয় অবলম্বনে এই পুস্তক প্রণয়ণে প্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি ঈশ্বর ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা লোকের কয়েকটী অভাব মোচন হইবেক। হস্তী একটী বৃহৎ প্রাণী; ইহার বলবীর্য্যও অসাধরণ; এই

বৃহৎ প্রাণীকে বশীভূত করিয়া ইহা দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। এই বন্য জন্তু মানব বুদ্ধির প্রভাবে, আজকাল গৃহ পালিত পশু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এবং অনেক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির দ্বারে আবদ্ধ হইয়া তন্নিনিকেতনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই প্রাণীকে গৃহে রাখিতে হইলে ইহার পালন, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাদি আবশ্যক। এই বৃহৎ প্রাণী মনুষ্যের উপকারী। দুষ্প্রাপ্য বিধায় মূল্যবান। হস্তী পালক দিগের এই প্রাণীর রোগ সমূহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বহুমূল্য হেতু, ইহার সামান্য রোগ সমূহও বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসাদি করা আবশ্যক। পাহাড়, জঙ্গলে হস্তীর রোগ অনুভূত হওয়া মাত্র নানা প্রকার গাছড়া ঔষধ খাইয়া রোগ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু এতদ্দেশে এইসকল ঔষধ দুষ্প্রাপ্য। অথবা সহজ লভ্য হইলেও, অধীনতা প্রযুক্ত ইচ্ছা মত ঔষধ সংগ্রহ করিয়া খাইতে সমর্থ হয় না। অতএব গৃহ পালিত হস্তীর রোগ চিকিৎসা তৎপ্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই মূল্যবান প্রাণীর রোগ চিকিৎসা প্রায় কেহই সম্যকরূপে অবগত নহে। যে সমস্ত হস্তী চিকিৎসক দেখা যায় তন্মধ্যে কেহ ২'৪ টা, কেহ বা অপর ২।৪ টা রোগের চিকিৎসা করিতে জানে মাত্র। এরূপ কোনও চিকিৎসা গ্রন্থ প্রকাশিত নাই যে; তদ্দ্বারা অনায়াসে হস্তীর চিকিৎসাদি করা যাইতে পারে। হস্তী সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইহার জন্ম স্থান, ধৃত প্রণালী, দোষ-গুণ' রোগোৎপত্তি কারণ, তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি অভাব দূরীকরণার্থ বিশেষ যত্নের সহিত সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, চিকিৎসা শাস্ত্র সংকলন পূর্ব্বক এবং যাহা যাহা অন্যান্য হস্তী চিকিৎসক দিগের নিকট অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করতঃ এই হস্তীতত্ত্ব নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। সর্ব্বত্রই যে এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবেক, ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এখন ইহা দ্বারা লোকের কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকার হইলেও শ্রম ও চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

পীরগাছা।
মন্থনা বড় তরফ
(রংপুর)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ শর্ম্মা রায় চৌধুরী।

সূচী পত্র।

হস্তীর চিকিৎসা।

সূচী পত্র

হস্তী তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হস্তীর উৎপত্তি।

মহাভারতে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করতঃ বাসুকীকে তাহার মন্থনরজ্জু করিয়া দেবতা ও অসুরগণ যখন সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ সমুদ্র মন্থন সাহায্যে লক্ষ্মী দেবী, ধন্বন্তরী, অমৃত, সুরভী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা লব্ধ হয়। ঐ ঐরাবত হইতেই হস্তী জাতির উৎপত্তি।

সাধারণের বিশ্বাস যে, লোকালয়ে বা তন্নিকটস্থ স্থানে, কিম্বা জঙ্গলে হস্তীগণের সঙ্গম হয় না; যদি হইত, তবে একত্রে হস্তী ও হস্তিনী সচরাচর বিচরণ করিতেছে, অথচ অন্যান্য জন্তুর মত সঙ্গম হইতে দেখা যায় না। ইহার উত্তর এই যে অন্যান্য পশুদিগের কেবল স্ত্রী ঋতু হইলেই তৎক্ষণাৎ পুরুষের মত্ততা জন্মে, হস্তীর সেরূপ নহে। হস্তীর মত্ততা ও হস্তিনীর ঋতু যুগপৎ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। উহা প্রায়ই ঘটনা হয় না বলিয়া, সচরাচর হস্তী সঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় না। হঠাৎ হস্তীর মত্ততা ও হস্তিনীর ঋতু এক সময়ে উপস্থিত হইলে, জঙ্গলে, পর্ব্বতের সমতল ক্ষেত্রে, লোকালয়ে, এমন কি মনুষ্যের সম্মুখে, হস্তী সঙ্গম দেখা গিয়া থাকে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজাগণ, কৌতুহল পরবশ হইয়া হস্তীর সঙ্গম,

প্রসব ও যুদ্ধ দেখিয়া থাকেন। গো, মহিষাদির ন্যায় ইহারাও সঙ্গম করিয়া থাকে। নদী বা অন্যপ্রকার জলাশয় ও আড়ালে; মনুষ্যের মত সঙ্গম করা এবং আটারমাস গর্ভ ধারণ করা যাঁহাদের বিশ্বাস তাহা ভ্রান্তি মূলক। হস্তী ২ বৎসর গর্ভ ধারণান্তর প্রসব করে, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। হস্তীর প্রসবক্রিয়া অন্যান্য জন্তুর ন্যায়, তাহাতে কোন প্রভেদ নাই। নবপ্রসূত হস্তীশাবকের বর্ণ সাধারণতঃ বেগুণে রং, কিন্তু ক্রমে বয়োধিক হইয়া কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। নবপ্রসূত করীশাবক জন্ম হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে। অনেকে বলেন হস্তীশাবক শুণ্ড দ্বারায় মাতৃ স্তন হইতে দুগ্ধ চুষিয়া লইয়া পান করে, অথবা দুগ্ধ পানে অক্ষম হইলে মাতা নিজে শুণ্ড দ্বারায় নিজে স্তন চুষিয়া লইয়া শাবকের মুখে ঢালিয়া দেয়, এরূপ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক। করীশিশু মাতৃস্তনপানকালীন ক্ষুদ্র শুঁড়টী উত্তোলন করিয়া মুখ দিয়া অন্যান্য জন্তুর ন্যায় দুগ্ধ পান করে। ৬ মাস গত হইলে ইহার মাড়ির দন্ত উটিতে থাকে, এবং তৎসময় হইতে তৃণ ও কোমল বস্তু আহার করিতে শিখে। ঐ মাড়ির দন্ত উদ্ভব হইয়া ৬ মাস পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকে, ১ বৎসরের শেষে ঐ দন্ত পড়িয়া নূতন দন্ত বাহির হয়। ঐ দন্তগুলি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত থাকে, এই সময়ে অর্থাৎ প্রথম বৎসরান্তে ইহাদিগের সম্মুখস্থ দন্তদ্বয় বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়া আজীবন সুদৃঢ় থাকে। দন্তাল, মাখনা ও মাদী হস্তী প্রভেদে এই দন্তের তারতম্য হয়। এই সমস্ত বিষয় হস্তীর লক্ষণালক্ষণ বর্ণনাস্থলে বিশেষরূপে বর্ণিত হইল।

হস্তীর জন্মস্থান।

হস্তীর জন্মস্থান নিবীড় উপত্যকার সমতল ক্ষেত্রে। হস্তীশাবক মাতার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে। মাতা হিংস্র জন্তুর আশঙ্কার জন্য সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া, অতি যত্নে ও সাবধানে বাচ্ছাকে রক্ষা করে। এবং ক্রমে ক্রমে কোমল অথচ ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি আহার করিতে শিখায়। জগদীশ্বরপ্রদ বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে, ইহারা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পার্ব্বতীয় বিশেষ ঔষধাদি

বিশিষ্ট ঝরণাস্থানের নিকট বাস করিয়া থাকে। বোধ হয় চন্দ্রের গতিভেদে হাতীর শারিরীক অবস্থার তারতম্য হয় কারণে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে যেখানে প্রায় সর্ব্বপ্রকার পশুপক্ষীস্বাস্থ্যকর 'লুণমাটী' (লবণাক্ত মৃত্তিকা বিশেষ) আছে; তথায় দলবদ্ধ হওতঃ উপস্থিত হইয়া 'লুণমাটী' খাইয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

হস্তীর বাসস্থান।

হস্তী সচরাচর পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করে। ইহার কারণ এই যে পার্ব্বতীয় স্থান শীতল ও নানাবিধ রোগোপশমক স্বাস্থ্যকর আহার্য্যপ্রদ। এবং মনুষ্য জনিত সকলপ্রকার ভয় হইতে নিরাপদ। ইহারা সময়ে সময়ে নিবিড় জঙ্গল হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া তৎপ্রান্তবর্ত্তি অর্দ্ধক্রোশের মধ্যস্থিত গ্রাম সমূহে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের শ্রমোৎপাদিত শস্যাদি ভক্ষণ করে। হস্তী আফ্রিকার কোন কোন দেশে ও ভারতবর্ষে, লঙ্কাদ্বীপে, ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ঋতুভেদে স্থান পরিবর্ত্তন করে, অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিয়া তন্নিকটস্থ নিবিড় জঙ্গলে নামিয়া আসে; শীতে সর্ব্বত্রই বিচরণ করে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া, শীতল প্রদেশে বাস করে। কিন্তু ইহার কারণ এই যে বর্ষায় পর্ব্বত পিচ্ছল হয়। তৎকালে নিচেই অনেক আহার্য্য মিলে; এবং গ্রীষ্মে ও বসন্তে নিচের জঙ্গল ফোরাইতে থাকে, আর আহার মিলে না; এবং নামদানিতে অত্যন্ত গরম অনুভূত হওয়ায়, হস্তী সকল পর্ব্বতোপরি আরোহণ করে।

হস্তীর জাতি প্রভেদ।

হস্তী সাধারণত দুই জাতিভুক্ত। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি। পুংহস্তী তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, দন্তাল, গনেশ ও ও মাখনা।

১। সম্মুখে দুইটী বড় দন্ত থাকিলে তাহাকে দন্তাল বলে। ঐ দন্তাল হস্তী ছয় প্রকার, যথা পালঙ্গ দাঁতাল, ছুরত দাঁতাল, মূলা দাঁতাল, নল দাঁতাল, চোকমা দাঁতাল, আকাশ পাতাল দাঁতাল। যাহার ২টী দন্তই উন্নতাগ্র হইয়া পরস্পর সমভাগে সমবলে থাকে এবং বিলক্ষণ সুশ্রী ও অত্যন্ত মোটা হয়, এই জাতীয় দন্তবিশিষ্ট হস্তীকে পালঙ্গ দাঁতাল বলে। হস্তী মধ্যে ইহাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। রাজারা এই হাতীর দন্তদ্বয়ের উপর আসন পাতিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জাতির দন্ত ৩।৪ ফুটের অধিক লম্বা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দন্ত প্রায়শই অধিক মোটা ও অধিকাংশ স্থান নিরেট হইয়া থাকে।

২। যে সকল হস্তীর দন্ত নিম্নমুখে মৃত্তিকার দিকে বহির্গত হয়, তাহাকে ছুরত দাঁতাল বলে। এই জাতীয় দন্তই সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা এবং মোটা হইয়া থাকে, এমন কি আথরতলার রাজধানীতে এই জাতীয় এইরূপ একটী বৃহৎ দন্ত আছে, যে তন্মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া একজন লোক হামাগুড়ি দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। অনেকেই এসিয়াটিক মিউজিয়ামে (কলিকাতা যাদুঘরে) ৭টী বৃহৎ দন্ত দেখিয়া থাকিবেন, উহা ১৫। ১৬ ফুটের কম লম্বা হইবেক না। এই জাতীয় দন্ত বৎসরের মধ্যে ৩।৪বার সুতীক্ষ্ণ করাত দিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়, নতুবা ঐ দন্ত ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া হস্তীর চলাচল বন্ধ করিতে পারে।

৩। যে হস্তীর দন্ত অধিক স্থূল হইয়া নির্গত হয়, কিন্তু সওয়া ফুট বা দেড় ফুটের অধিক লম্বা হয় না, তাহাকে চোক্‌মা দাঁতাল বলে। এইরূপ দন্ত উন্নতাগ্র ভিন্ন নিম্নগামী হইতে দেখা যায় না।

৪। যে হস্তীর দাঁত ২।৩ ফুট লম্বা হইয়া মূলার মত নিম্নদিকে বহির্গত হয়, তাহাকে মূলা দাঁতাল বলে। এই জাতীয় হস্তী দন্তালের মধ্যে অধম।

৫। যে সকল হস্তীর দন্ত অতিশয় সরু অথচ লম্বা হয় তাহাকে নল দাঁতাল বলে।

৬। যে হস্তীর একটী দাঁত ঊর্দ্ধমুখে ও অপরটী অধোমুখে বহির্গত হয়, এইরূপ দন্তকে আকাশ পাতাল বলে ও সেইরূপ দন্তবিশিষ্ট হস্তীকে আকাশ পাতাল দাঁতাল কহে। এইরূপ হস্তী অত্যন্ত কুলক্ষণাক্রান্ত ও অশুভপ্রদ

হয়। উপরোক্ত প্রকারের দাঁত ভিন্ন হস্তীর অন্য একপ্রকার দাঁত আছে, তাহাতে ঘন ঘন গাঁটের ন্যায় দন্তে বরাবর থাক্ থাক্ চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। ইহার প্রচলিত কোন নাম থাকিলেও গাঁইটা দাঁতাল বলা যাইতে পারে।

যে হাতীর একটীমাত্র দন্ত দক্ষিণপার্শ্বে থাকে তাহাকে গণেশ দাঁতাল বলে, গণেশ দাঁতাল অতি বিরল, দুর্ম্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য বিশেষ আদরণীয়। এই হস্তী সর্ব্বপ্রকার হস্তী মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শুভপ্রদ। এই হস্তী যাহার বাড়ীতে থাকে উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রবাদ আছে, গণেশ দাঁতালকে পূর্ব্বতন রাজারা 'পাট হস্তী' রূপে বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে প্রতিপালন ও প্রতিদিন দেবতাদির ন্যায় অর্চ্চনা করিতেন। বামপার্শ্বস্থ একদন্তবিশিষ্ট হস্তীকেও কেহ কেহ গণেশ বলিয়া থাকেন; কিন্তু শাস্ত্রোক্তমতে তাহাকে গণেশ বলা যাইতে পারে না। উহাকে একদন্তা হস্তী বলাই সঙ্গত। উহা তত শুভপ্রদ নহে।

যে পুরুষ হস্তীর সম্মুখে দন্ত থাকে না বা হস্তিনীর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র দন্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে মাখনা হস্তী বলে। অনেকেই মাখনা হস্তীকে ক্লীব মনে করেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। মাখনা হস্তীর সঙ্গমেও হস্তিশাবক জন্মিয়া থাকে। যেরূপ অনেকেরই গো মেষাদি পশুর মধ্যে 'মেনা,' অর্থাৎ শৃঙ্গ বিহিন পশু দৃষ্ট হয়, অথচ তাহারা ক্লীব নহে, তদ্রূপ মাখনা হস্তীরও বৃহৎ দন্ত হয় না বলিয়া ক্লীব বলা যাইতে পারে না। এই হস্তী অধিকাংশ খুনী ও দুষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু শীকারাদি কার্য্যে হস্তিনীও দাঁতাল হস্তী অপেক্ষা সচরাচর অধিক নির্ভর, পটু, পরিশ্রমী ও অন্যান্য নানাপ্রকার আবশ্যকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। দাঁতাল হস্তী শতকরা ২৫টী শীকারী ও সাহসী হইতে দেখা যায়, কিন্তু মাখনা হস্তী ঐরূপ কার্য্যে শতকরা ৭৫টী উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। দাঁতাল হস্তী বৃক্ষাদি ভগ্নপূর্ব্বক লতা গুল্মাদি দন্ত হইতে ছাড়াইয়া যে সময় মধ্যে যাইতে পারে, মাখনা হস্তী জঙ্গলের মধ্য দিয়া ততদূর পথ উহার অর্দ্ধসময়ে যাইতে সক্ষম হয়। কারণ মাখনা হস্তীর দন্ত না থাকায় লতা গুল্মাদিতে গমনকালে উহার গতিরোধ করিতে পারে না. এই জন্যই ফাঁসী শীকার দ্বারা হস্তী ধরিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মাখনাই,

দাঁতাল বা মাদী হস্তী অপেক্ষা কার্য্যোপোযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ জঙ্গলি হস্তীকে ধৃত করিবার জন্য ধাবিত হইলে লতা গুল্মাদি দ্বারায় জড়িত হইয়া তাহাকে পশ্চাৎ পড়িয়া থাকিতে হয় না। মাখনা হস্তীর দন্ত নাই বলিয়া দেখিতে তত সুশ্রী হয় না, এজন্য দন্তাল হস্তী অপেক্ষাও উহার মূল্য অনেক কমই হইয়া থাকে, এম কি অনেক সময়ে মাদী হস্তীর তুল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়; তবে হস্তী ধৃতকারীগণ, কোন বিশেষ গুণযুক্ত মাখনা পাইলে, কখন কখন দাঁতালের তুল্য অথবা তদাপেক্ষা অধিক মূল্যেও মাখনা হস্তী বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মূল্যে কেহ হস্তীর গুণনিচয়ের পুরস্কার ভিন্ন প্রকৃত মূল্য বলা যাইতে পারে না।

স্ত্রীহস্তী দুই প্রকার। যাহার বাচ্ছা হয় নাই, তাহাকে মেয়ানী বা সারিন্ কহে। আর যাহার বাচ্ছা হইয়াছে, তাহাকে চুই বা বাচ্চাদার কহে। ভোজরাজা কৃত গড়ুর নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ২০৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, হস্তী অষ্ট প্রকার যথা—

(ক) ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামণঃ কুমুদোঽঞ্জন।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমাঃ সুপ্রতিকশ্চদিগ গজাঃ॥
এষাং বংশ প্রসূতত্তাৎ গজানামষ্টজাতয়ঃ।

(খ) যে কুঞ্জরা পাণ্ডুরা সর্ব্বদেহা সুদীর্ঘদন্তাঃ সিতপুষ্পদন্তাঃ,
অলোমসা অল্পভুজো বলাঢ্যামহাপ্রমাণ লঘুপুষ্টলিঙ্গা।
ক্রুদ্ধাসমিকে মৃদবোঽন্য কালেলঘ্বম্বুপানাবহুলোগ্রদানাঃ।
বিস্তীর্ণদানাস্তনুলোম পুচ্ছা ঐরাবতস্যাভিজনপ্রসূতাঃ।
তেষ্বেব সর্ব্বেষু বিশুদ্ধবর্ণা অতীববৃত্তাঃ প্রভবন্তি মুক্তাঃ।
নাম্নেন পুণ্যেন মহীপতীনাং স্পর্শন্তি ভূমণ্ডল মধমেতে।
দন্তাবিভগ্নাঅপি যুদ্ধারঙ্গে পুনঃপ্ররোহন্তিপুরৈব তেষাং।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে সকল হস্তীর সর্ব্বশরীর পিঙ্গল বা পাণ্ডুরবর্ণ এবং সুন্দর অথচ শুক্লপুষ্পের ন্যায় শুভ্র ও দীর্ঘ দন্ত লোম রহিত অল্প খর্ব্ব ভুজ-

বিশিষ্ট আর বলবান ও অত্যুচ্চ শরীর ও লেজ লোমযুক্ত উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, যাহার লিঙ্গ লঘু ও পুচ্ছ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল বহুভূজি, স্বল্প জলপায়ী ও বিশুদ্ধ বর্ণ তাহাকে ঐরাবত বলে। এই গজ শাসনকালে রাগ প্রকাশ করে, কিন্তু অন্য সময় মৃদুস্বভাবী। ইহারা যুদ্ধাদিতে আনন্দের সহিত গাত্র মর্দ্দন করে। এবং সামান্য পুণ্যাত্মার অধীন হইতে ইচ্ছা করে না।

যে কুঞ্জরাঃ কোমল.সর্ব্বদেহাঃ পুচ্ছান দন্তাঃ খরগণ্ডদেশাঃ।
শ্রবন্মদাঃ সন্ততরোষ ভাজোঽমপ্রিয়াঃ সর্ব্বভুজোবলাঢ্যাঃ॥
সুতীক্ষ্ণদন্তারসনা গজানাং তে পুণ্ডরীক প্রবরপ্রসূতাঃ।
তে পদ্মগন্ধং বিসৃজন্তিং রেতোদানঞ্চ নৈষাং বমথুঃ প্রভূতাঃ॥
নতোয়পানেঽভ্যধিকাস্পৃহাচ শ্রমেঽপি নৈতে বলমুৎসৃজন্তি।
অমীতুযেষাং নিবসন্তি রাজ্ঞাং তেবৈ সমস্তক্ষিতিশাসনাহ াঃ।

অর্থাৎ, যে সকল হস্তীর সমস্ত দেহ, লেজ ও দন্ত কোমল, গণ্ডদেশ গর্দ্দভের ন্যায়। গীত, বিবাদ, গল্প শ্রবণে সন্তোষ, সতত রোষযুক্ত, দেবতা-প্রিয়, সবল চরণ চতুষ্টয়, শোভিত তীক্ষ্ণদন্ত ও জিহ্বাবিশিষ্ট এবং যাহার শরীরের গন্ধ পদ্মের ন্যায়, স্বল্পজলপায়ী, শ্রমশীল, আর অধিক মল মূত্র রেচক হয়, তাহারা পুণ্ডরীক গজের বংশজাত। এই হস্তী যিনি পালেন তিনি রাজা হন।

যে কুঞ্জরাঃ কর্কশসর্ব্বদেহাঃ
কদাপি মাদ্যন্তি গমনোন্মাদশ্চ।
আহার যোগাৎ বলবীর্য্য ভাজো
নাত্যম্বু কামা বহুলোমগণ্ডাঃ।
বিরূপ দন্তাস্তনুপুচ্ছকর্ণা
জ্ঞেয়া বুধৈর্ব্বামনবংশজাতাঃ

যে হস্তীর দেহ খর্ব্ব ও কঠিন, যে সর্ব্বদা রাগী, বহ্বাহারী, বলবীর্য্যবান, স্বল্পজলপায়ী, গণ্ডদেশ অধিক লোমযুক্ত ও যাহার দন্ত, শরীর, পুচ্ছ, কর্ণ, কুৎসিত, পণ্ডিতেরা তাহাকে বামণ গজ কহে।

যে দীর্ঘ দেহা স্তনুদীর্ঘ শুণ্ডাঃ
কুদন্তভাজো মলপূর্ণদেহাঃ।
স্থবিষ্ট গণ্ডাঃ কলহপ্রিয়াশ্চ
তে কুঞ্জরাঃ স্যুঃ কুমুদস্য বংশাঃ।
অন্য দ্বিপান্ দর্শন মাত্রতস্ত নিঘ্নন্তি
তে দুর্গমনাশ্চ পুং সাং।

অর্থাৎ, যে সকল গজের শরীর ও শুণ্ড দীর্ঘ, দন্ত বিশ্রী, মলপূর্ণ গাত্র, পুষ্ট গণ্ড, যে কলহপ্রিয় দেশ দেশান্তর দর্শনেচ্ছু, দুর্গাদিনাশকরণশীল ও পুরুষের মনক্লেশপ্রদ, সেই কুমুদবংশ সম্ভূত।

যে স্নিগ্ধ দেহাঃ সলিলাভিলাষা
মহাপ্রমাণাঃ স্তনু শুণ্ড দন্তাঃ।
স্থবিষ্ট দন্তাঃ শ্রমদুঃ সহাশ্চ
তে কুঞ্জরাশ্চাঞ্জন বংশজাতা।

অর্থাৎ, যে সকল হস্তীর শরীর স্নিগ্ধ ও উচ্চ, লেজ দীর্ঘ, দন্ত কঠিন ও স্থূল, এবং যে জল প্রিয়, শ্রম সহিষ্ণু, সেই অঞ্জন বংশজাত।

রেতশ্চ দানশ্চ সৃজন্তি শশ্ব
দানুপদেশ প্রভবন্তি যেতু।
তে পুষ্পদন্তাভিজন প্রসূতা মহা
জবান্তে তনুপুচ্ছ ভাগাঃ।

অর্থাৎ, যে সকল হস্তী বাসস্থানে মল মূত্র ত্যাগের বাসনা করে, এবং শরীরের পশ্চাৎ ভাগ মহাবল যুক্ত তাহারাই পুষ্প দন্ত বংশজাত।

সুদীর্ঘ দন্তা বহু.লোম ভাজো
মহা প্রমাণাশ্চ সুকর্ক শাঙ্গাঃ।
ভ্রাম্যন্তি নাধ্ব ভ্রমনাভি যোগা
নাহার পাদা দিযু চাভি শক্তিঃ॥
মরু প্রদেশে.বিচরন্তিতে বৈ
মুক্তা ফলনা গিহ জন্ম মধ্যে।
মহা শরীবাতি সুকর্ক সাঙ্গা
নারিষ্ট দন্তা স্বহু শুক্লদন্তাঃ॥
মহাশনা ক্ষণে পুরীন মুত্র বিস্তীর্ণ
কর্ণা স্তনু রোম গণ্ডাঃ॥
তে সার্ব্বভৌমাভিজন প্রসূতা
বিশুদ্ধ মুক্তাঃ প্রভবন্তি চৈষু॥

অর্থাৎ যে সকল হস্তীর শরীর লোমশ, উচ্চ বৃহৎ সুকঠিন, ভোজন ও জলপানে ক্ষমতা কম এবং যে মুখ ভ্রমণে ও দ্রুত গমনে পারদর্শী, মরুপ্রদেশে ভ্রমণেচ্ছুক, আজন্ম বিশুদ্ধ মুক্তাবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ ক্ষুদ্র দন্ত যুক্ত, বহু ভ্রমণ বাঞ্ছিত, অল্প মলমূত্র ত্যাগী, আর যাহার কর্ণ বিস্তীর্ণ, গণ্ডস্থলে অধিক লোম, তাহাকে সার্ব্বভৌম গজ জাত বলে।

যে দীর্ঘ শুণ্ডাঃ সুবিভক্ত দেহা
মহা জরাঃ ক্রোধ পরীত কাশ্চ।
বিশুদ্ধ কর্ণা স্তনু পুচ্ছ দন্তাঃ
সদাশনাশ্চৈব বশাঃ প্রিয়াশ্চ।
প্রবৃদ্ধগণ্ডা স্তনু লোম মুক্তাঃ
তে সুপ্রতিক প্রবর প্রসূতাঃ।

মহা প্রমাণামিত মৌক্তি কাণি
ভবন্তি চৈতন্নি জগাদ কাপ্যঃ ॥

যে সকল হস্তীর শরীর উচ্চ, স্ফীত, সুগঠিত ও কোমল, দীর্ঘ শুণ্ড, বিশুদ্ধ কর্ণ, শুক্ল পুষ্পের ন্যায় দন্ত এবং ক্রোধী ভোজনে বস্তু তেজস্বী শরীর ও গণ্ডদেশ লোম যুক্ত অধিক প্রমাণ মুক্তা বিশিষ্ট সেই সুপ্রতিকের বংশ জাত।

একজাতি সমুৎপন্নো গজঃ শুদ্ধা ইতি স্মৃতঃ।
লক্ষণঞ্চ যথা প্রোক্তং শুদ্ধৈঞ্চ তত্র দৃশ্যতে ॥
শুদ্ধ দ্বিজাতি সম্ভূত সুলক্ষণ সমন্বিত।
জারজোনাম বিখ্যাতো যথা স্বং বলবীর্য্যবান্ ॥
দ্বিজাতিদ্বয় জাতোয়ঃ স শূর ইতি কথ্যতে।
দ্বিজাতিজারজোৎপন্নো দুর্দ্দান্ত ইতি কথ্যতে ॥
এবং সংযোগ ভেদেন গজ জাতি রণেকদা।
তাং যো জানাতি তত্ত্বেন সরাজ্ঞঃ পাত্রমর্হতি ॥
ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তেষাং ভেদ চতুর্বিধঃ।
বিশালাক্ষা পবিত্রোশ্চ ব্রাহ্মণাঃ স্বল্পভোজিনঃ ॥
সুরা বিশালা বহ্বাশাঃ ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ, হস্তীর চারিপ্রকার ভেদ করিয়াছেন, তাহাদের নাম ও স্বভাব, যথা ব্রাহ্মণজাতীয় স্বল্পভোজী, ক্ষত্রিয় জাতীয় ক্রোধী, বৈশ্য জাতিয় পবিত্র ও শূদ্র জাতিয় শিথিল ও বহ্বাশীল। এতদ্ভিন্ন দুই জাতীয় হস্তী সম্ভূত লক্ষণ সমন্বিত যে গজ, সে শুদ্ধ, কিন্তু জারজ নামে বিখ্যাত এবং বল বীর্য্যশালী।

হস্তি ও হস্তিনী উভয়ে জারজ হইলে তাঁহার সঙ্গমে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে যোদ্ধা বলিয়া কথিত আছে। এই যোদ্ধা বংশীয় হাতী অত্যন্ত উগ্র স্বভাব

বিশিষ্ট। এইরূপ সংযোগ ভেদ দ্বারা গজজাতি অসংখ্য। ইহার তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি রাজপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দেশভেদে হস্তির আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদ।

আমাদিগের দেশে যে সকল হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় তদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার হস্তী আছে, হস্তীর অবয়বে ও বর্ণের তারতম্যানুসারে এই প্রকার অনেক ভেদ লক্ষিত হয়। হিমালয় পর্ব্বতের অনেকস্থানে নানা অবয়ব নানাবর্ণের হস্তী জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে ভোটান পাহাড়ে যে সমস্ত হস্তী জন্মে তাহারা খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অন্যান্য পাহাড়ের হস্তীর রং যে রূপ কাল দেখা যায় ইহাদের রং তত উলজ্জ্বল নহে। ঈষৎ ধূসর অর্থাৎ শুভ্রবর্ণে ময়লাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। এই পর্ব্বতে হস্তীর যে রূপ আকৃতি, বল ও বিক্রম তদপেক্ষা অধিক। ভোটান পাহাড়ে হস্তী প্রায় কুৎসিত ও খুনিয়া এবং দুর্দ্দণ্ড হইতেও দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত পাহাড়ে বাসী লোকেদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতি সঙ্গে ইহাদের অনেক সামঞ্জস্য আছে। কারণ এই যে ভোটান পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ ও বৃহৎ, এই পাহাড়ে সর্ব্বদা যে হকল জীব জন্তু চলাচল করিয়া থাকে তাহাদিগকে উচ্চ পাহাড়ে ভ্রমণ জনিত অধিকতর শ্রম ভোগ করায় উচিত পরিমাণে শরীর বৃদ্ধি না হইয়া খর্ব্বাকৃতি হয়। অথচ পরিশ্রম জন্য বলশালী হয়। ভূটিয়া ঘোঁড়া, যে রূপ আকৃতি খর্ব্ব কিন্তু বেশ বলবান ও পরিশ্রমী, হস্তীও তদনুরূপ অল্পোচ্চ, খর্ব্বাকার অথচ পরিশ্রমী ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ভোটান পাহাড়ের হস্তী ৭। ৮ ফুটের অধিক উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে শতকরা ৫। ৭টী, ৯ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদিগের পা সম্ভবত খাট হয়। প্রায় সমস্তরই পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বক্র অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অস্থি অতিশয় উচ্চ জন্য কুব্জের ন্যায় দেখায়। খর্ব্ব, বামনাকার খাট মনুষ্যকে যে রূপ দেখা যায় ভোটান পাহাড়ের হস্তীর চেহারা তদ্রূপ। ঐ পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণ হস্তী জন্মিয়া

থাকে। স্বাধীন ভোটানের কোন কোন স্থানে কখন কখন কোন শীকারী হস্তী ধরিবার আদেশ পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বিশেষ দরবার সাপক্ষ। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত স্থানেও বহুতর হস্তী বাস করে। এবং তথায় প্রায় প্রতি বৎসর ফাঁশী শীকার দ্বারা হস্তী ধৃত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। নেপাল পাহাড়ে অল্প পরিমাণে হস্তী জন্মে, ঐ হস্তীর আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ প্রায় ভুটিয়া হস্তীর অনুরূপ, ঐ পাহাড়ে হস্তীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নেপালের মহারাজ অন্যান্য স্থান হইতে হস্তী ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজ রাজ্যস্থ পাহাড় মধ্যে ছাড়িয়া দেন। নেপাল রাজ্যে অন্য কাহারও হস্তী ধরিবার ক্ষমতা নাই। আসামবিভাগের নানাস্থানে বহুতর হস্তী বাস করে। এবং অনেক স্থানে নানাবিধ উপায়ে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। গারো-হিলে অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা হস্তী সংখ্যা অধিকতর দৃষ্ট হয়। এবং ঐ সকল পাহাড়ের হস্তীগুলি অধিকাংশই সুশ্রী এবং বৃহদাকারের হইয়া থাকে। উহার মূল কারণ এই যে, অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা গারোহিলে বাস করিবার জন্য অনেক সমতল ভূমি আছে। ঐ পাহাড়টী অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা অল্প উচ্চ এবং ঐ স্থানে হস্তীর আহারোপযোগী অনেক দ্রব্য আছে বলিয়াই বহুতর হস্তী বাস করে। অধিক পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায় জন্যই হস্তী অধিকতর বলবান ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। এই পাহাড়ে প্রায়ই ৮। ৯। ১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তী দৃষ্টিগোচর হয়, কখন কখন ১২। ১৩ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তীও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের বর্ণ উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নীলাভাযুক্ত, মধ্যে মধ্যে বেগুনিয়া রঙ্গেরও ২।৪টী হস্তী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গারোহিলের হস্তী স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি বলবান ও কর্ম্মঠ। এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেরই উপযোগী হইয়া থাকে। গারোহিলে ২।১টী শ্বেত হস্তীও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বিরল। গারোহিলে হস্তী ধৃত করিবার যে রূপ সুবিধা এরূপ আর কুত্রাপি নাই। এখানে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে খেদা হইয়া ন্যূনকল্পে ৪।৫ শত পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া থাকে এবং পরতলা ফাঁশী শীকার দ্বারাও বহুতর হস্তী ধৃত হয়। গারোহিলে লক্ষ্মীপুরের রাজার তরফ হইতে এবং নলডাঙ্গার জমিদার মহোদয়গণের কড়াইবাড়ী এলাকাস্থ

পার্ব্বতীয় স্থানে এবং সুসঙ্গের মহারাজের এলাকায় পার্ব্বতীয় স্থানে বহুতর হাতী ধৃত হইয়া থাকে। এবং গারোহিলে এরূপ হস্তী ধৃত হওয়া দেখা গিয়াছে তাহার মূল্য পশ্চিম ও দক্ষিণাত্যপ্রদেশে ১৫।২৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, বিজনী, শিলঙ্, মণ্ডগাঁ, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, তেজপুর, রংপুর, জোরহাট, শিবসাগর, ডেব্রুগড়, কাছাড় ও শ্রীহট্টের কতকাংশ স্থানেও বহুতর হস্তী বাস করে। তন্মধ্যে ছিলট, কাছাড়, মণ্ডগাঁ, এই কয় স্থানে কোট, পরতলা ও ফাঁশী শীকার দ্বারা হস্তী ধৃত করার নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত উপরোক্ত স্থান সকলে কেবল মাত্র ফাঁশী শীকার দ্বারা হস্তী ধৃত হয়। ঐ সকল পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, মনুষ্য গমনাগমনের অসুবিধাপ্রযুক্ত কোট হইতে পারে না। কেবল ফাঁশী শীকার দ্বারায় অল্প পরিমাণে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। তেজপুর, শিবসাগর, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, ডেব্রগড়, এই সকলস্থানে পার্ব্বতীয়বাসিন্দারা গর্ত্ত করিয়া একরূপ উপায় দ্বারাও হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ধৃত করার নিয়ম ততদূর প্রশস্ত ও সন্তোষজনক নহে। ঐ সকল হস্তীর আকার, অবয়ব ও প্রকৃতি এবং বর্ণ প্রায়ই গারোহিলের হস্তীর সদৃশ্য। কাছাড়ের হস্তী গারোহিলের হস্তী অপেক্ষা অধিকতর ক্রোধী দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ছিলেটের অন্তর্গত পার্ব্বতীয় স্থানের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও বৃহৎ হয়, ইহাদিগের মধ্যে বার আনা পরিমাণ হস্তীই সুশ্রী ও বৃহদাকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের বর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং নীলাভাযুক্ত কিন্তু ছিলেটে আজ্ কাল হস্তীর সংখ্যা অতি অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ছিলেটে হস্তী থাকিবার স্থান অতি অল্প তজ্জন্য হস্তীর সংখ্যা ও কম। বিশেষতঃ প্রতি বৎসরে কোট করিয়া ঐ স্থানীয় লোকেরা বহুতর হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। এখানে প্রতি বৎসর বড় বেশী ৫০।৬০টী হস্তীর অধিক ধৃত হওয়া শুনা যায় নাই। ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরগড় নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে তাহাতেও মধ্যে মধ্যে ২।১টী হস্তী ফাঁশী শীকার দ্বারা ধৃত হয়, এরূপ শুনা যায়। কিন্তু ঐ স্থানে অতি অল্প পরিমাণে হস্তী আছে। যে ২।১টী ধৃত হয় তাহা প্রায়ই সুশ্রী। মণিপুর পাহাড়েও হস্তী আছে কিন্তু তথায় হস্তী ধরিবার নিয়ম না থাকায় কেহ ধরিতে সক্ষম

হয় না। এই জন্যই এ অঞ্চলে মণিপুরী হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম, পানিসাগর এবং ত্রিপুরার রাজার এলাকাস্থ উর্ম্মবসাগর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় স্থানে বহুতর হস্তী কোট দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের পাহাড়ের হস্তীর সংখ্যা তত বেশী নহে। এবং এই পাহাড়টী অতিশয় উচ্চ তজ্জন্য মনুষ্যের যাতায়াতের অসুবিধা বলিয়া অধিক হস্তী ধৃত হইতে পারে না। কিন্তু ত্রিপুরার এলাকাস্থ উর্ম্মবসাগর প্রভৃতি স্থানে বহুতর হস্তী ধৃত হইয়া থাকে ইহাদিগের অবয়ব প্রভৃতি প্রায়ই ছিলেটের হস্তীর ন্যায়। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে পর্ব্বত সমূহে বহুতর হস্তী বাস করে। কিন্তু ঐ প্রদেশে হস্তী ধরিবার কোন সুবন্দোবস্ত কিম্বা ধৃত প্রণালী বিশেষরূপ জানা না থাকায় প্রায়শই হস্তী ধৃত হয় না, তবে কদাচিত কোন কোন স্থানে ১০।৫টী ধৃত হয়, এরূপ শুনা যায়। ঐ প্রদেশে মলয় পর্ব্বতে বহুতর হস্তী বাস করে। ইহারা অতিশয় বলবান এবং অত্যুচ্চ, কিন্তু অধিক পরিমাণ ধৃত করিবার উপায় নাই। নীলগিরি পর্ব্বতে হস্তী জন্মিয়া থাকে। বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতেও হস্তী পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র ও খর্ব্বাকৃতি। এই পর্ব্বতস্থ হস্তী ৬।৭ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদিগকে লোকে সাধারণতঃ গুজরাটী হস্তী বলিয়া থাকে। এ পাহাড়েও অতি অল্প পরিমাণে হাতী ধৃত হয়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হস্তী প্রায়ই উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া মাটিয়া রঙ্গের হইয়া থাকে। লঙ্কা দ্বীপে আডম্স্পিক ও কোটপকসি প্রভৃতি পর্ব্বতে বহুতর হস্তী বাস করে শুনা যায়। কিন্তু সেখানেও হস্তী ধরিবার কোনরূপ উপায় বা সুবন্দোবস্ত না থাকায় কখনও হস্তী ধৃত করা শুনা যায় না। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হস্তী বাস করে। কিন্তু সেই সকল স্থানে হস্তী ধৃত করার কোন উপায় না থাকায় ঐ স্থানে, সকলের নাম অপ্রকাশ আছে। ব্রহ্মদেশে বিস্তর হস্তী জন্মিয়া থাকে। ঐ স্থানের পর্ব্বত সমূহে অধিকাংশই শ্বেত হস্তী জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল শ্বেত হস্তী কাহারও ধরিবার অধিকার নাই। ঐ দেশের রাজার পাটহস্তী স্বরূপ একটী মাত্র শ্বেত হস্তী অতি যত্ন সহকারে পালন করেন। তাহারও একটীর অধিক ধৃত করিয়া রাখার নিয়ম নাই, পাটহস্তীর অভাব হইলে আর একটী এরূপ শ্বেতহস্তী রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী পালন করেন। এবং ঐ হস্তীকে

প্রতিদিন পূজা করা হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্বেতহস্তী অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃটিশবর্ম্মার অন্তর্গত রেঙ্গুন প্রদেশের পর্ব্বতে এবং শ্যাম রাজ্যের পর্ব্বত সমূহে বহুতর হস্তী বাস করিয়া থাকে। পৃথিবীর সমস্ত স্থানের হস্তী অপেক্ষা শ্যাম ও রেঙ্গুনের হস্তী অধিকাংশই সুশ্রী, বলবান ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। এই সকল হস্তী দৃষ্ট মাত্রেই রেঙ্গুনি হস্তী বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাদিগের কপালের উপরিভাগ হইতে কুম্ভ পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশীয় হস্তীর ন্যায় না হইয়া ইহার ললাটদেশ স্বভাবতঃ অধিকতর নিম্ন অর্থাৎ খাল হইয়া কুম্ভের সহিত যোগ হয়। ইহারা শান্তপ্রকৃতি এবং হস্তী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। রেঙ্গুনি হস্তীর মধ্যে কদাচিত কুৎসিত দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুন ও শ্যামদেশের ফাঁশী শীকার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হস্তী ধরিবার নিয়ম নাই। শ্যাম ও রেঙ্গুন প্রভৃতি ব্রহ্মদেশে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত হস্তী আদি ব্যবহার হইয়া থাকে। ঐ দেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই ৩।৪টী করিয়া হস্তী থাকে। উহারা তদ্দ্বারা হালবহন ও পাহাড় হইতে বৃহৎ বৃহত শগুণ বৃক্ষ বাহির করিয়া লয়। রেঙ্গুনী হস্তী প্রায় ৮।৯ ফুটের ন্যূন উচ্চ দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিকাংশ ৯।১০।১১।১২ ফুট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ব্যতীত আফ্রিকা খণ্ডেও হস্তী পাওয়া গিয়া থাকে। ঐ স্থানের হস্তীর অবয়ব প্রায়ই গণ্ডারের ন্যায়। মস্তক শরীর প্রমাণ ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ণ মস্তকের পরিমাণ অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহৎ। এবং এতদ্দেশীয় হস্তীর ন্যায় না হইয়া, বৃহৎ পদ্মপত্রের ন্যায় গোলাকার হইয়া মস্তকের উপরিভাগে উন্নত হইয়া থাকে। সমস্ত গাত্রে সিমূলের কাঁটার ন্যায় উচুনিচু অর্থাৎ অসমান দেখায়। এতদ্দেশীয় নরহস্তীরই কেবল বৃহৎ দন্ত বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডে নর ও মাদী উভয় প্রকার হস্তীরই বৃহৎ দন্ত বহির্গত হইয়া থাকে। এই সকল হস্তী স্বভাবতঃ ক্রোধী, মাহুতের নিকট প্রকৃতরূপ বশ্যতা স্বীকার করে না। এতদ্দেশীয় হস্তীর ন্যায় সচরাচর শিকার ইত্যাদি কার্য্যের উপযুক্ত হয় না। ইহারা ৮।৯ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। আফ্রিকাখণ্ডে অধিক হস্তী পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর কোটি করিয়া অল্প পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। ইহারা কেবল বৃক্ষের ডাল ও শুষ্ক তৃণ আহার করিয়া থাকে। দানার পরিবর্ত্তে কেবল

কটী খায়। জলীয় ঘাঁস অথবা কদলী বৃক্ষাদি কদাচ ভক্ষণ করে না, করি-লেও অপকার হয়।। উহারা জলে সন্তরণ করিতে অপটু। পাথের খরচ অতিরিক্ত। এমন কি ১৫।১৬ হাজার ন্যূনে একটী হস্তী আনা সুকঠিন, তজ্জন্যই ঐ হস্তী এদেশে অতি বিরল। কেবল মাত্র পশ্চিম প্রদেশ বহরমপুরের মহারাজার পিলখানায় একজোড়া হস্তী দেখা গিয়াছে। এই হস্তীর নাম যেরূপ শুনা যায় কিন্তু কার্য্যে তত প্রশংসনীয় নহে। এবং দেখিতেও বিশ্রী।

বন্য হস্তী কর্ত্তৃক মনুষ্যের উপদ্রব নিবারণের উপায়।

বন্য হস্তী সকল কেবল পর্ব্বতোপরি পার্ব্বত্য জাতিয়দের শ্রমোৎপাদিত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া বিনষ্ট করে এমত নহে উহারা যে পর্ব্বতে বাস করে তাহার অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত নিম্নদেশে দলে দলে আগমন করতঃ মনুষ্যের শ্রমোৎপাদিত শস্যাদি নষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ উপদ্রব প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ এমত সাহসী যে, হস্তীদল ক্ষেত্রে আসিতে দেখিবা মাত্র শুষ্ক কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত প্রজ্বলিত উল্কা ও তল্লা বাঁশ প্রভৃতির খোঁচা ও উচ্চশব্দকারী কোনরূপ বাদ্য-যন্ত্র সহ অগ্রগামী হইয়া প্রবল কোলাহল সহকারে উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। অধিবাসীগণ উপরোক্ত সরঞ্জাম সহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দলের একটীকে পশ্চাদপদ করিতে পারিলেই মেষ পালের মত অবশিষ্টগুলি তদপশ্চাৎ গড্ড-লিকা প্রবাহের ন্যায় ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু দলভ্রষ্ট বৃহৎ গুণ্ডা হস্তীকে এই উপায় দ্বারা তাড়ান নিরাপদ নহে। উহারা সহজে তাড়িত না হইয়া অনেক সময় তাড়নকারীদের আক্রমণ করতঃ শমন ভবনে প্রেরণ করে। বন্দুক বা সুতীক্ষ্ণ তীরের সাহায্য ভিন্ন ঐরূপ হস্তীকে তাড়াইতে গেলে পদে পদে বিপদ আশঙ্কা করা যায়। সুতরাং বন্দুক ও তীর মাত্রই গুণ্ডা হস্তীকে তাড়াইবার ও উহার তাড়না হইতে রক্ষা পাইবার প্রশস্ত অস্ত্র সন্দেহ নাই।

হস্তীর উপকারীতা।

বিশ্বসৃক পরম কারুণীক পরমেশ্বরের এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এমত জীব জন্তুই প্রত্যেক জাতীয় পরস্পর হিতানুষ্ঠানের জন্য সৃজন করিয়া উহার অনুষ্ঠানাদি একরূপ গুহ্যভাবে নিহিত রাখিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব উহা অনেক স্থলে বুঝিতে সক্ষম হয়না। তবে সাধারণতঃ যে দুই চারিটী সহজ বোধ্য, তাহাই মাত্র বর্ণন সাধ্য বিধায় এক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

হস্তীর আকৃতি, প্রকৃতি, বল ও বীর্য্য যেরূপ অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরাকালে সুশিক্ষা প্রভাবে হস্তী সকল সর্ব্বদা শত্রু দমন, দেশ রক্ষা, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যের সহকারী স্বরূপ নিয়োগ হইত। দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্র মন্থনে ঐরাবত জাতীয় হস্তী আবির্ভূত হইয়া শান্তি রক্ষা ও শত্রু দমনের সহকারী স্বরূপ উহা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকাল হইতে পৃথিবীতে হস্তী লক্ষিত হয়। তখন হস্তী সকল একরূপ সুশিক্ষিত হইত যে হস্তীগণ মাহুতের পরিচালনা ব্যতীতও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শত্রু দমনে সক্ষম হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়; শিক্ষা অভাবে এখন সেই হস্তী যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বহিয়াই কালযাপন করিতেছে ব্যাঘ্র, শুকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারে হস্তী প্রধান বাহন। উহা উচ্চ, নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মৃগয়াদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পাবে। এবং স্থল পথে ২। ৪ জন একত্রে গমনাগমন করিতে হইলে হস্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাহন আর দৃষ্ট হয়না। অনেক দেশে হস্তী দ্বারায় গো, মহিষাদি পশুর ন্যায় ভুমিকর্ষণ ও ধান্যের বোঝা ইত্যাদি বহন করিয়া থাকে। বহুলোকের বহনোপযোগী গুরু ভার বহন করিতে ইহারা এমত সক্ষম যে, ৪০। ৫০ জন লোক যে বস্তু বহন করিতে সক্ষম নহে একটী হস্তী দ্বারা অনায়াশে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এইরূপ মহোপকারী হস্তী এখন উপযুক্ত রূপে আহার্য্যাভাবে অস্থি চর্ম্ম সার অনেক মহাত্মার পীলখানায় বিরাজ করিতেছে।

হস্তী ধৃতকারীর বৃত্তান্ত।

পূর্ণিয়া, জলপাইগুরী' আসাম, কাছাড় প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ লোকই হস্তী ধৃত করে ও তাহার ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা ফাঁশী শিকার দ্বারাই হস্তী ধরিয়া থাকে। "সুসঙ্গ-দুর্গাপুর," ছিলেট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নাগহিল, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে, কোট এবং পরতাল করিয়া হস্তী ধরিয়া থাকে। রেঙ্গুণ, শ্যাম, আফ্রিকা এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ফাঁশী শিকার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হস্তী ধরিতে জানেনা। কেবল মাত্র গত ১২৯৫ সালে ঢাকা পীল খানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, পি, সেণ্ডার্সন সাহেব, মহীশুরের নিকটস্থ পর্ব্বতে কোট করিয়া ৮০টী হস্তী ধৃত করিয়াছেন। এবং রাজপৌত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের ভারতে শুভাগমন হইলে, মহীশুরের কোটে "বন্য হস্তীগড়' ইত্যাদি ক্রিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক সেণ্ডার্সন সাহেব এই কার্য্যের অত্যুচ্চ পারগতার পরিচয় দিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যের আয় ব্যয় বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করেন ও যাঁহার পারিষদ সুশীল ও সুবিজ্ঞ, যিনি ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত এবং যাঁহার সাংসারিক ব্যয় সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ উদ্বর্ত্ত হয়, তিনিই হস্তী ধৃত করা ও ব্যবসা করিতে সমর্থ। হস্তী ধরিতে হইলে প্রথমতঃ বন্য হস্তী ধরিতে পারে, এরূপ শিক্ষিত হস্তী, ফাঁন্দাইত ও শিক্ষিত লোক সংগ্রহ করিতে হয়। এবং হস্তী ধৃত কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ফাঁন্দাইত, মাহুত, কুলী, মজুরদের কার্য্য ভাল রূপ পরিদর্শন ও শিকারী হস্তীর শারীরিক অবস্থাদি তত্ত্বাবধান করা বা সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান ভার সাহসী সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী লোকের হস্তে অর্পণ করা বিধেয়।

হস্তী ধৃত করিবার স্থান নিরূপন।

ভূটান, সিকিম, দার্জিলিঙ্গের অন্তর্গত রাকসাদ্বার, কচুবাড়ী, গাড়োহিল, গোয়ালপাড়া, বিজনী, গৌহাটী রংপুর, জোরহাট, শিবসাগর, তেজপুর,

ডেব্রুগড়, নওগাঁ, কাছাড়, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, মধুপুরেরগড়, সিলেট, চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত পানী সাগর, স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত মনু, উমর সাগর, বিন্ধ্যাচল, ব্রহ্মদেশ, রেঙ্গুণ, শ্যাম, আফ্রিকা, লঙ্কাদ্বীপ এই সকল স্থানে হস্তী ধৃত হয়। তন্মধ্যে ভোটান, গাড়োহিল, কাছাড় ত্রিপুরা রেঙ্গুণ শ্যাম এই সকল স্থানেইবহুল পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। কিন্তু গাড়োহিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল পর্ব্বতোপরি নিবিড় জন শূন্য ঝড়না জলাশয় প্রভৃতি নিকট বর্ত্তী সমতল স্থানে দলে দলে হস্তী বাস করে। তাহার অনতি দূরে লোকালয়ের সন্নিকটে আডডা করিয়া পার্ব্বত্য জাতির সাহায্যে হস্তী পালের অনুসন্ধান লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে ঝড়না ও লবণাক্ত মৃত্তিকা বিশিষ্ট স্থানে প্রায়শই হস্তী দলের সমাগম হউয়া থাকে। এই সকল স্থানে পরতলা ও ফাঁশী শিকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ এই সকল স্থানে শিকারী হস্তী, ফাঁন্দাইত প্রভৃতি দ্রুত গমনাগমন করিতে যত সক্ষম হয়, কোট শিকার সম্বন্ধে এই সকল স্থান তত সুবিধা জনক নহে।

ম্যানেজারের অজ্ঞতা ও অনবধানতা ও ফাঁন্দাইতের মূর্খতা ও অসম সাহসীকতা প্রযুক্ত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইলে হঠাৎ বিপদ গ্রস্থ হইতে পারে। মন মতন স্থানে ম্যানেজারের অজ্ঞতা ও অনব ধানতা এবং ফান্দাইতের মূর্খতা ও অসম সাহসীকতা বশতঃ কোট বা ফাঁশী শিকারে অগ্রবর্ত্তী হইলে সচরাচর বিপদ গ্রস্থ হইতে দেখা যায়। সুতরাং হস্তী ধৃত করিবার পক্ষে সমতল স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে যে সমস্ত হস্তী আছে যত দূর প্রকাশ এই গ্রন্থে লিখিত হইল, এতদ্ভিন্নও অনেক স্থানে হস্তী বাস করে কিন্তু তাহা প্রকাশ নাই বিধায় লিখিত হইলনা।

হস্তী ধৃত করিবার বিবিধ উপায়।

কোট শিকার, ফাঁশী শিকার ও পরতালা শিকার, এই ত্রিবিধ উপায়ে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। অনেকেই এই শিকার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকা সত্বে হস্তী বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া নিতান্ত উপহাস জনক অমূলক বৃত্তান্ত সকল লিখিয়া সাধারণের মনে ভ্রম, সংস্কার দৃঢ়ীভূত করেন। সেই অমূলক ভ্রম সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কোট শিকার সম্বন্ধে লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, হস্তী যাতায়াতের পথে কোট করিয়া তন্মধ্যে কদলী বৃক্ষ রোপণ করতঃ হস্তীকে প্রলোভন দেখাইয়া আবদ্ধ করা হয় এবং ঐ আহার্য্য শেষ হইয়া ক্রমে হস্তী সকল অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, কুমকী হস্তীর সাহায্যে অর্থাৎ "কুনকীর পেটের নীচে থাকিবার জন্য ছিকা বান্ধিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া কুনকীর দ্বারা পায়ে শৃঙ্খল পড়াইয়া দেয়," বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ অলীক। ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত নিম্নে বর্ণন করা যাইতেছে।

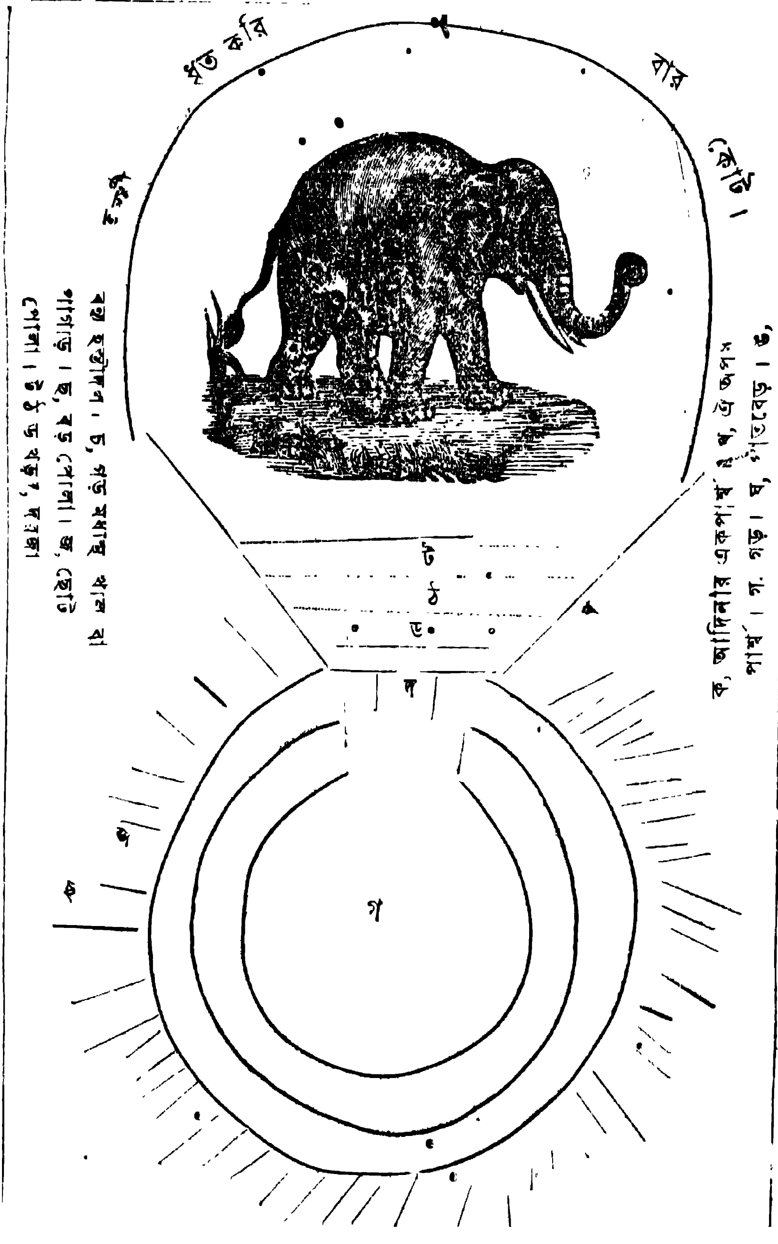
যে পর্ব্বতে হস্তী বাস করে, তাহার নিম্ন দেশে অনতি দূরে সমতল ভূমি যে থানে লোকের আহার্য্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনার সুযোগ থাকে ও যে থানে বহু সংখ্যক হস্তীর খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে, এমন স্থানে "ক্যাম্প" অর্থাৎ আডডা করিতে হয়।

তখন যাশু অর্থাৎ অনুসন্ধানকারী গণ পর্ব্বত মধ্যে নানা দিকে হস্তীর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। হস্তীর পাল দেখিতে পাইলেই তাহার গমনাগমনের পথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক স্থির করতঃ খেদার অধ্যক্ষ নিকট সংবাদ দেয়। খেদার কর্ম্মচারীগণ তৎক্ষণাৎ খেদার কার্য্যের পরিমাণ (৪০০ চারিশত পরিমাণ) কুলী লইয়া যাশুর সহিত হস্তীগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া যে স্থানে হস্তী থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে ১ মাইল পরিমাণ স্থান বেড় করিয়া কুলীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হস্তীগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। ঐ কুলীগণের প্রত্যেক বিশ জনার উপর একজন মাঝী অর্থাৎ প্রধান, বিশজন মাঝির উপর একজন হেড্ মাঝী ও যে সকল সর্দ্দারের উপর একজন খেদা জমাদার ও তথাকার সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও যাবতীয় তত্ত্ব লওয়ার জন্য একজন হেড জমাদার নিযুক্ত থাকে।

এই সকল ব্যক্তি দিগের প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া জাঠা অর্থাৎ বল্লম এক খানা কুঠার, দাঁ, ও একটী অস্ত্র থাকে ও প্রত্যেক মাঝীর হস্তে একটী করিয়া বন্দুক থাকে। এইরূপে হস্তীকে আবদ্ধ করার নাম পাতা বেড়। এই রূপ পাতা বেড় দ্বারায় হস্তী পালকে ঘেড়া হইলে ২। ৩ দিন মধ্যে এই বেড়ের মধ্যে বা বাহিরে পছন্দমত সমতল স্থানে হস্তীর সংখ্যানুসারে দুই, এক কি আধ বিঘা জমিতে গড় প্রস্তুত করিতে হয়।

গড় প্রস্তুতের প্রণালী।

উপরোক্ত পরিমাণ জমিতে চক্রাকারে একহাত অন্তর এক কি দেড় হাত গর্ত্ত করিয়া ৩। ৩॥ ফুট বেড় ১৭। ১৮ ফুট লম্বা সুদৃঢ় কাষ্ঠ প্রোথিত করিতে হয়। ভিতর হইতে হস্তী কোন প্রকারে ঠেলিয়া ঐ গড় ভাঙ্গিতে না পারে, তজ্জন্য বাহিরে প্রোথিত কাষ্ঠের সঙ্গে উপরে ও নীচে দু সারি বাঁশ বান্ধিয়া তৎসহ ৩। ৪ ফুট অন্তর প্যালা বা ঠেশ্ লাগান হয়। গড়ের ভিতর দিকে প্রোথিত বৃক্ষের ৫। ৬ ফুট অন্তর ঐ গড়ের ন্যায় চক্রাকারে ৫। ৬ ফুট প্রস্থে ও ৫। ৬ ফুট খাদ করিয়া একটী কাঁচা অর্থাৎ খাল বা পাগার খনন করিতে হয়। ঐ পাগার থাকায় হস্তী সহসা গড়ের নিকট আসিয়া গড় ভাঙ্গিতে পারে না, কারণ হস্তী সকল আবদ্ধ হইয়া বেড়ের খুঁটিতে ধাক্কা দিতে অগ্রসর হইবা মাত্র সম্মুখ পদদ্বয় ঐ কাঁচাতে পতিত হওয়ায় বেড়ের উপর অধিক জোড় দিতে পারেনা। এই গড়ের এক পার্শ্বপাত বেড়ের দিকে ১২। ১৩ ফুট প্রশস্ত একটী দরজা রাখিতে হয় এবং ঐ দরজার উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটি বৃক্ষশ্রেণী পূর্ব্বোক্ত গড়ের ন্যায় পুতিয়া আঙ্গিনা প্রস্তুত করিতে হয়, ঐ আঙ্গিনা এইপরিমাণে হওয়া আবশ্যক যে ৫০। ৬০ টী হস্তী এককালে দাড়াইতে পারে। এই আঙ্গিনাতে ৩ সারি খড় বিছাইয়া রাখিতে হয়।



ক, আদিনার একপার্শ্ব। খ, ঐ অপর পার্শ্ব। গ, গড়। ঘ, পাঁচবেড়। ঙ, বন্য হস্তীদল। চ, গড় মধ্যস্থ খাল বা পাগাড়। ছ, বড় পোলা। জ, ছোট পোলা। ট ঠ ড খড়্গ, দরজা

গড়ের দরজা ডবল কাষ্টে প্রস্তুত করিয়া বড় বড় প্রেক মারিতে হয়, ঐ প্রেক গুলির তীক্ষ্ণ ভাগ গড়ের ভিতর দিকে থাকে, মুখ ফিরাইয়া না দিয়া, এরূপ রাখার তাৎপর্য্য এই যে, হস্তী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজার উপর অধিক জোড় প্রকাশ করে, কিন্তু প্রেকের আঘাত লাগিয়া হটিয়া যায়। গড়ে হস্তী প্রবেশের পূর্ব্বে দুই জন লোক এই দরজা কপিকল দ্বারা উপরে উঠাইয়া গাছের অন্তরালে গুপ্ত ভাবে উহার গতির প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে।

হস্তী সকল জঙ্গলে পাত বেড়ের দ্বারায় ঘেরা হইলে পাত বেড়ের কুলী গড় প্রস্তুতে লিপ্ত হয়। এই সময় মধ্যে হস্তী, বেষ্টিত বন হইতে বহির্গত হইতে চেষ্টা করিলে সামান্য করতালী বা কাশীর শব্দ করিলেই হস্তী পুনরায় জঙ্গলায় প্রবেশ করে। গড় কমপ্লিট হইলে পাত বেড়ের লোক ক্রমে ক্রমে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া কাশীর শব্দ করিতে আরম্ভ করে। হস্তীগণ তখন পলায়নের অন্য পথ না দেখিয়া ধীরে ধীরে গড়ের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং জোর পূর্ব্বক পাত বেড় ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিলেই ফিরিয়া যায় ও পাত বেড়ের লোক ক্রমশ চাপিয়া আসাতে বহির্গত হওয়ার কোন পথ না পাইয়া ক্রমে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এক এক সারি খড় অতিক্রম করিলে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য হস্তীগণ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া যাইতে পারেনা। এইরূপ তিন সারি খড় অতিক্রম করিয়া সমস্ত হস্তী গড় মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র দ্বার রক্ষক লঘু হস্তে দরজাটী ফেলিয়া দিয়া সমস্ত হস্তী আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এক এক দলে ১০ হইতে ১৫০ পরিমাণ হস্তী বাস করে। হস্তী এই প্রকার গড় দাখিল হইলে দরজার দুই পার্শ্বে ২টী বলিষ্ঠ সুশিক্ষিত কুমকী হস্তীকে দ্বার রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত রাখিয়া গড়ের দরজা উঠাইয়া অন্য কুমকী হস্তী সহ মাহুতগণ গড়ে প্রবেশ করে ও আবদ্ধ হস্তী মধ্যে কোনটী দরজা দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিলে দ্বারী কুমকীদ্বয় তাহাদিগকে আঘাত করিয়া ফিরাইয়া দেয়। বাণ্ড অর্থাৎ "হস্তীর পদে জোড়ন পড়াইবার উপায়"—৪টী হস্তী দ্বারায় একটী বুনো হস্তীকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া লইতে হয়। তন্মধ্যে যে হস্তীটী পশ্চাৎ দিকে থাকে, তাহার পিছনের

পা সহিত সহজে আরোহণ ও অবরোহণের জন্য দড়ির সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া লয়। এই সিঁড়ীর হস্তীর মাহুত নিমেষ মধ্যে নামিয়া অতি দ্রুত ও লঘু হস্তে হস্তীর পদ সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারায় বন্ধন করিয়া ফেলে, এইরূপ সমস্ত হস্তী বান্ধা হইলে শিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে এক একটী করিয়া বন্য হস্তী, ৮০।১/ কোষ্টার নির্ম্মিত ডোল অর্থাৎ রজ্জু গলায় লাগাইয়া পরে বাহির বাহির আনিয়া অনতি দূরে বৃক্ষাদি সহ বান্ধিয়া রাখে, গড়ের মধ্য হইতে এই রূপ হস্তী বান্ধিয়া বাহিরে আনিতে এক দিবসের অধিক বিলম্ব হয়। কিন্তু ধৃত হস্তীর আকারের পার্থক্য অনুসারে এই কার্য্যে ১হইতে ৬টী পর্য্যন্ত কুম্‌কী আবশ্যক। হস্তীর পায়ে ফাঁশ দেওয়া হইলে কোনও কোনও হস্তী এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও বাহির হওয়ার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু কুমকী হস্তীর সাহায্যে মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে তাহা দিগের সকল চেষ্টাই বিফল হয়। হস্তী বাহিরে আনিয়া বান্ধিলে কোনও কোনটা বারম্বার আছাড় পড়িতে থাকে, ও বারম্বার পট্‌কান খাইয়া কোন কোন হস্তী প্রাণ ত্যাগ করে। বলবান এবং গোণ্ডা হস্তী হইলে ৫। ৬টী কুমকী হস্তীর দ্বারায় হেপাজাৎ পূর্ব্বক আড্‌ডায় আনিতে হয়। ছোট হস্তী হইলে এক কুমকী দুইটীকেও লইয়া আসিতে পারে। এই সময় নব্য ধৃত হস্তী গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন রাখা উচিত। সর্ব্বদা আহার্য্য ও পানীয় দেওয়া, বৃক্ষ তলে শীতল স্থানে রাখা আবশ্যক। কারণ নূতন হস্তী একবার দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে সবল করা বড় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

কোষ্টা নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারায় গলায় ও পায়ে দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হয়। চেইন (লৌহ শৃঙ্খল) ব্যবহার না করার কারণ এই যে, শৃঙ্খলের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভীত হইয়া হস্তী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পলায়নের চেষ্টা করে। পায়ে লৌহ শৃঙ্খল পড়াইলে অতিশয় বল প্রকাশ করা হেতু হস্তীর পায়ের ছাল উঠিয়া গিয়া এরূপ গভীর ঘা হইয়া পড়ে যে, তাহাতে হস্তীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস লৌহ শৃঙ্খল, রজ্জু অপেক্ষা দৃঢ়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে বরং লৌহই সহজে ভাঙ্গিয়া যায়; রজ্জু সহসা ছিন্ন হয়না।

ফাঁশী শিকার।—পর্ব্বতের যে কোন স্থানে হস্তী বাস করে তাহা স্থির করতঃ হস্তীপালের নিকটবর্ত্তী স্থানে অতি সতর্কতার সহিত শিক্ষিত কুমকী সহ ফাঁদাইত বা দাইদারগণ (যাহারা হস্তীর গলায় ফান্দ লাগাইয়া ধৃত করে) আডডা করে এবং দিবসে বা রাত্রে সুযোগমত অতি সাবধানে চুপে চুপে হস্তীপালের নিকটবর্ত্তী হইয়া দল মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। যখন কুমকী জঙ্গলী হস্তীর নিকটবর্ত্তী হয় তখন কুমকীকে দেখিবা মাত্র বুনো হস্তী সকল পলায়ণ করিতে থাকে। কিন্তু সুনিপুণ দাইদারগণ শিক্ষিত কুমকীকে চক্ষের পলকে জঙ্গলী হস্তীর সমীপবর্ত্তী করাইয়া পলায়ণোদ্যত বন্য হস্তীর মস্তকোপরি কুমকি সংলগ্ন বন্য হস্তীর বিশাল বিক্রম সহনশীল রজ্জু ফাঁশ নিক্ষেপ করে। স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী রজ্জু ফাঁশ গলে পতিত হওয়া মাত্র বন্য হস্তী নিজ শুণ্ড গুটাইয়া লয়, কাজেই ফাঁশ গলায় লাগিয়া যায়। তখন বন্য হস্তী কুমকীকে টানিয়া স্থানান্তর করিতে না পারে তজ্জন্য কুমকীকে একস্থানে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়া রাখে। এই সময়ে প্রথম ফান্দাইত দোহার অর্থাৎ দ্বিতীয় ফান্দ দেওয়ার জন্য চিৎকার করে তৎক্ষণাৎ অপর ফান্দাইত কুমকী সহ আসিয়া দোহার ফান্দ বন্য হস্তীর গলে ফেলিয়া হস্তীকে আবদ্ধ করে। পরে দুইটী ফান্দই খাট করিয়া কুমকী সহ বান্ধা হয়। দুদিকে টানাটানি করিতে ফান্দ হস্তীর গলায় বসিতে না পারে তজ্জন্য ফান্দের হলকার সঙ্গে সরু রসা দ্বারায় কিছু ঢিল করিয়া বান্ধিয়া দুই পার্শ্বে দুই কুমকী দ্বারায় আডডার নিকট লইয়া বৃক্ষের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফাঁশী শিকারে কুমকী হস্তী যত বেশী পরিমাণ থাকে, ততই অধিক সংখ্যক হস্তী ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনটী কুমকী ব্যতীত ফাঁশী শিকার চলিতে পারে না। কারণ দুইটী ফাঁসের হস্তী সর্ব্বদাই, হস্তী ধরিবার জন্য পাহাড়ে থাকে। উহারা ধৃত হস্তীকে আডডায় আনিয়া অপর খোলা বাঁধের কুমকীর জিম্মা করিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ হস্তী ধৃত করিতে চলিয়া যায়। এই খোলা বাঁধের কুমকী ২।৩।৪টী পর্য্যন্ত নব ধৃত হস্তীর আহার্য্যাদি যোগান ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কাজেই এই হস্তীটী বিশেষ বলবান পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক। খোলবাঁধির কার্য্যে অনবরত অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া এই কার্য্যেই অনেক হস্তীই সহসা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তজ্জন্য উহার

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও যত্ন করা বিধেয়। ফাঁশের শিকারী কুমকী এত দ্রুতগামী ও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক যে, বুনো হস্তী পলাইবার জন্য যত চেষ্টা করুক না কেন, উহারা বন্য হস্তীর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। এই কুমকীর স্কন্ধোপরি ফান্দাইতকোট্টা নির্ম্মিত ফান্দ লইয়া বসিয়া থাকে এবং ঐ ফান্দ হস্তীর বক্ষস্থলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে। ঐ হস্তীর পশ্চাদ্-ভাগে কোমরের উপর একজন মাহুৎ একটী লোহাট "(বেল্‌নার মত ছোট মুগুর), ইহাতে ছোট ছোট লৌহকাটা লাগান থাকে। কুমকী হস্তী দৌড়িতে শিথিলতা করিলে ঐ লোহাটের আঘাত মাত্র দ্বিগুণ বেগে চলিতে থাকে)" লইয়া বসিয়া থাকে এবং জঙ্গলী হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইলেই ঐ লোহাট দ্বারা আঘাত করে। কোন কোনও দেশে লোহাটের পরিবর্ত্তে ফাঁশীর কুমকীর পশ্চাতে আর একটী দ্রুতগামী হস্তী থাকে, উহার মাহুত লম্বা জাঠা দ্বারা আগের কুমকীকে আঘাত করিয়া জঙ্গলী হস্তীর নিকটবর্ত্তী করে। এই পিছনের কুমকীকে মৌসিলী কুমকী বলে। এইরূপ মৌসিলী কুমকী দ্বারায় ফাঁশী শিকার করিতে সিলেট, কাছাড়, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর ইত্যাদি পূর্ব্ব অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রদেশে লোহাট ব্যবহার হয়। পরতালা শিকারে ৫টী অতি সুশিক্ষিত কুমকী হস্তিনীর প্রয়োজন। যেখানে দলভ্রষ্ট স্বাধীন মত্ত গোণ্ডা হস্তীর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তথায় দাইদারগণ ৪টী কুমকী হস্তিনী সহ ফান্দ, ফাঁড়াশীয়া এবং আবশ্যকীয় রসা (জোড়নের রসা) সমেত সেই গোণ্ডা হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া কুমকী দ্বারা নানারূপ প্রলোভন দর্শাইয়া উক্ত গোণ্ডাকে বিহ্বল করিতে চেষ্টা করে। গোণ্ডা হস্তীর (গরুর মধ্যে যেরূপ ষাঁড়; হস্তীর মধ্যে সেইরূপ গোণ্ডা)। ইহারা পালের সহিত কদাচিত মিশে, অথচ যখন যে পালে যায় তথায় প্রভুত্ব দেখায়। গোস্তাই অর্থাৎ কামাতুর হইলে স্বভাবতঃ হস্তিনীর নিকট আসিয়া মিশিবার চেষ্টা করে। এমন কি পর্ব্বত ছাড়া ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধানে লোকালয়ে কোনও হস্তিনীর সন্ধান পাইলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে। এই সকল গোণ্ডা হস্তী মনুষ্য দেখিয়া ভয় করে না। ইহাদের সম্মুখে পতিত হইলে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। দলবদ্ধ হস্তী যেরূপ নিবিড় জঙ্গল হইতে কখনও বহির্গত

হয় না, গোণ্ডা হস্তী সেরূপ নহে। উহারা যথেচ্ছা বিচরণ করে। গোণ্ডা হস্তী কুমকী হস্তিনী অগ্রবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে দাইদারগণ ৫টী কুমকী লইয়া একটী সম্মুখে রাখে ও দুই পার্শ্বে ২টী কুমকী হস্তী এরূপ ঠেসিয়া দাঁড় করায় যে, গোণ্ডা কোন মতেই নড়িতে পারে না। তখন চতুর্থ কুমকীটীকে পিছনে রাখে (এই কুমকীতে উঠিবার নামিবার দড়ির সিঁড়ি থাকে বলিয়া উহাকে সিঁড়ির কুমকী বলে) এই সিঁড়ির কুমকী হইতে দাইদার তৎক্ষণাৎ নামিয়া উহার পেটের নিচে গুপ্তভাবে থাকিয়া অতি সাবধানে লঘু হস্তে গোণ্ডার পশ্চাৎ পদদ্বয়ে বাণ্ডা ভরে অর্থাৎ জোড়ন দেয়। তৎপর ২টী মোটা ডোল অর্থাৎ রসা। এই রসা ১/৸/ সের কোষ্টার কম হয় না। ছোট হস্তীর জন্য হইলে ॥/ মণ হইতে পারে। এক এক ডোল ১৫।২০ হাত লম্বা হয় ডোল ১ফুট পর্য্যন্ত মোটা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ পদদ্বয়ে বাঁধিয়া পাছের কুমকীর দুইটী পেটের সহিত আবদ্ধ করিয়া সহসা উহাদিগকে পৃথক করিয়া লয়। তখন গোণ্ডা নিজে আবদ্ধ হইয়াছে জানিয়া পলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করে কিন্তু পার্শ্বের কুমকী দ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ দিকে আকর্ষণ করায় উহার গতি রোধ করে। ক্রমে উহার গলায় আর দুগাছি মজবুত রসা লাগাইয়া টানিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখে। পবতলা শিকারের হস্তী এইরূপ আবদ্ধ হইলে ত্রাসে বিহ্বল হইয়া বারম্বার পটকান্ খায় (আছাড় পড়ে) ও অনেক হস্তী ঐরূপ করায় কলিজা ফাটিয়া মরিয়া যায়। ৫ম হস্তীটী নিয়তই গোণ্ডাকে বান্ধিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি যোগাইতে থাকে। কুমকী হস্তিনী দেখিয়া গোণ্ডা হস্তী তাহার সহিত মেশামেশী করিতে যদি না আইসে তাহা হইলে দাইদারগণ হস্তীর প্রিয় খাদ্য দ্রব্যের সহিত ১ তোলা পরিমাণ অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া ৮।৯ কুচড়া (পোটলা) প্রস্তুত করত কুমকীর উপর হইতে গোণ্ডার সম্মুখে ফেলিয়া দেয়, তাহার ২।৩টী কুচড়া খাইলে গোণ্ডা নেশায় বিভোর হইয়া কুমকীর প্রতি মত্ত হইয়া পড়ে। তখন সুযোগ পাইয়া সুচতুর দাইদারগণ অভিষ্ট সিদ্ধ করে, কিন্তু এইরূপ অহিফেণ সচরাচর ব্যবহার করা আবশ্যক হয় না। পবতালা শিকার ব্যতীত (গোণ্ডা হস্তী অন্য উপায়ে ধরা সুবিধাজনক নহে)। অধুনা গবর্ণমেণ্টের সুচতুর মাহুতগণ গোণ্ডা হস্তী ফাঁশ দ্বারা ধৃত করিয়া থাকে।

এই নূতন উপায় আবিস্কার করিয়া অর্থাৎ গোণ্ডা হস্তীকে মত্ত অবস্থায় নীচে আসিতে দেখিলে হস্তীর গমনাগমনের পথে গোণ্ডা যে হস্তিনীর নিকট আইসে তাহার চতুর্দ্দিকে রজ্জু ফাঁস প্রস্তুত করত রজ্জুর অপর পার্শ্বে কুমকী হস্তীর পেটে বান্ধিয়া মৃত্তিকায় ফেলিয়া রাখে ও মাহুত-গণ অতি গুপ্তভাবে কুমকীর উপরিভাগে অবস্থান করে। গোণ্ডা আসিয়া ইতস্তত গমনাগমন করিতে ঐ রজ্জু ফাঁস মধ্যে পদ নিক্ষেপ করিবা মাত্র মাহুতগণ অতি সাবধানে কুমকী সহ সংলগ্ন রজ্জু ধরিয়া হঠাৎ জোরে টানিয়া গোণ্ডার পায়ে ফাঁস আটকাইয়া দেয। ও গোণ্ডা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে চেষ্টা করে কিন্তু অপর কুমকী সহ মাহুতগণ সহসা অগ্রবর্ত্তী গোণ্ডার গলায় অপর ফাঁস লাগাইয়া গোণ্ডাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে ও নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখে। গোণ্ডা হস্তী ধরিবার পক্ষে পরতলা অপেক্ষা এটী সহজ উপায় বলিয়া অনুভূত হয় এবং এই উপায়ে গবর্ণমেণ্ট খেদায়ও প্রতি বর্ষে ৮।১০ গোণ্ডা ধৃত হইয়া থাকে। উপরের লিখিত নিয়মগুলি ভিন্ন কোনও কোন পার্ব্বত্য জাতী হস্তী চলাচলের রাস্তা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পথি মধ্যে একটী বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া তদুপরি হালকা আচ্ছাদন পূর্ব্বক এরূপ ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দেয় যে, হস্তী গমনাগমনকালে উহা অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম অনুভব করিতে না পারিয়া তন্মধ্যে পতিত হয়। তৎপর কুমকীর সাহায্যে উহার গলায় রসা লাগাইয়া গর্ত্তের কোন অংশ ঢাল করিয়া কাটিয়া লইয়া হস্তীকে উঠাইয়া আনে। ঐ গর্ত্ত এরূপ খণিত হয় যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উহার কোন অংশ ঢাল না করিয়া দিলে গর্ত্তে পতিত হস্তী কোন প্রকারেই তন্মধ্য হইতে উঠিতে পারে না। তেজপুর, ডেব্রুগড়, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, ছোট নাগপুর ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশের লোকেরা এই উপায়ে হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই নিয়মটী তত প্রশস্ত এবং ফলপ্রদ নহে। কারণ ঐ প্রকার গর্ত্তে হস্তী পতিত হইলে পদ ভঙ্গ হইয়া অকর্ম্মণ্য হওয়া অসম্ভব নহে বিধায় এইপ্রকার শিকার সভ্য সমাজের অনুমোদনীয় নহে। কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত হস্তী শিকারের প্রশস্তসময়। বর্ষাতেও স্থানে স্থানে শিকার হয় বটে কিন্তু সেই সময় জল, জঙ্গল ও নানা প্রকার কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হেতু নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

বিবিধ প্রকার হস্তী ধৃত করিবার আয় ব্যয়।

একটী কোট শিকারে ৪০০ শত কুলীর প্রয়োজন। ইহাদের প্রত্যেকে মাসিক বেতন ৭৲ টাকা হিসাবে ২৮০০৲ টাকা ঐ কুলীদের প্রত্যেক ২০জনার উপর একজন করিয়া ৪০০ শতের উপর ২০ জন মাঝীর আবশ্যক। উহাদের প্রত্যেক মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা হিসাবে ৩০০৲ টাকা ও ২০জন মাঝীর উপর মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন খেদা জমাদার নিযুক্ত থাকে। ইহা ব্যতীত বড় কারখানা হইলে ২৫৲ কি ৩০৲ টাকা বেতনে একজন হেড্ জমাদার রাখিতে হয়। তদ্ভিন্ন আগু ৪ জন প্রত্যেকে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ৪০৲ টাকা বেতন পায়। এই ৪২৫ জন লোকের মাসিক খোরাকি ন্যূন কল্পে প্রতি জন ২৲ টাকা হিসাবে ১২৭৫৲ টাকা দিতে হয়। একটী কোটে অন্ততঃ ৩০টী কুমকীর কমে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। নিজের কুমকী না থাকিলে দৈনিক ২।৩৲ টাকা হিসাবে কুমকী ভাড়া করিয়া লইয়া কার্য্য চালাইতে হয়। স্থানও সময় বিশেষে প্রতি কুমকীর জন্য দৈনিক ৪।৫৲ টাকা হিসাবেও ভাড়া দিতে হয়।

এক মাসের ব্যয়ের তালিকা।

৪০০ শত কুলীর মাহিয়ানা প্রতি জন মাসিক ৭৲ হিসাবে		২৮০০৲
২০ মাঝী প্রতি জন মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে	...	৩০০৲
খেদা জমাদার একজন	...	২০৲
হেড্ জমাদার একজন	...	৩০৲
আগু ৪জন প্রতি জন মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে	...	৪০৲
		৩১৯০৲

		জের ৩১৯০৲
উপরোক্ত ৪২৬ জন লোকের খোরাকী প্রতি জন ২৲ হিসাবে	...	৮৫২৲
কুনকী ভাড়া ৩০টা কাত প্রভৃতী দৈনিক গড়ে ৩৲ হিসাবে ১ মাসের কাত ৯০০৲ টাকা	...	২৭০০৲
সন্দুক ২৫টা প্রতিটা ২৫৲ টাকা হিসাবে	...	৫০০৲
অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লওয়া জিমা	...	৫০০৲
খেদা বিভাগের অপরাপর কর্ম্মচারী ও আবশ্যকীয় লোকের বেতন ও বাজে খরচাদি	...	৫০০৲
কোষ্টা	...	৩০০৲
		৮৫৪২৲

খেদা কুলীর বেতন বাবত অগ্রিম দাদনের টাকা খেদা জমাদারের নিকট উপযুক্ত রেহেন লইয়া ষ্টাম্পে লিখিত পঠিত করিয়া রেজেষ্টারী করাইয়া লইয়া দিতে হয় এবং উপরের লিখিত এষ্টিমেট অনুসারে ৬০টী হস্তী ধৃত করিয়া দেওয়ার সম্বন্ধে এগ্রিমেণ্ট থাকে। যদি নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে ঐ পরিমাণ হস্তী ধৃত করিয়া দিতে না পারে তবে ক্ষতিপূরণ সহ চুক্তির টাকা দিতে বাধ্য হয়। কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত অর্থাৎ এক মাসের অধিক কাল হস্তী ধরিতে আবশ্যক হইলে উহাদিগকে বেতন দিতে হয় না। কেবল খোরাকি দিতে হয় ও কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত যত হস্তী ধৃত হয়, তাহার ৭ ফুট পর্য্যন্ত প্রতি হস্তীতে ৫০৲ ও তদাপেক্ষা বড় প্রতি হস্তীতে ১০০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার ও পারিশ্রমীক দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত হস্তী ধরিবার কারণ তাহারা কোন রূপ দায়ী নহে। পাঠক মহাশয়! এখন এই কার্য্যের লাভালাভ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এক মাসে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৯০০০।১০০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬০টী হস্তী ধৃত করিলে

ঐ হাতী গড়ে ৫০০৲ টাকা করিয়া প্রতিটী বিক্রয় করিলে ৩০০০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে, তন্মধ্যে খরচা ১০০০০৲ হাজার টাকা বাদ দিয়া ২০০০০৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। যদি কাহারও সঙ্গে অংশ করিয়া লইয়া বা জমা করিয়া লইয়া হস্তী মহাল পত্তন হইতে হয়, তাহাকে সিকি ভাগ বা ঐ পরিমাণ রাজস্ব দিলেও ১৫০০০৲ কি ন্যূন পক্ষে ১০০০০৲ টাকা লাভ থাকে তাহার সন্দেহ নাই। তবে ধৃত হস্তীর মধ্যে সময় সময় অনেক হস্তী মরিয়া গিয়া ক্ষতির কারণ হয় বটে, তজ্জন্য পাঠককে "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র" এই ঋষি বাক্যটীর প্রতি নির্ভর করা কর্ত্তব্য। কাহাকেও দোষারোপণ করা যাইতে পারে না।

হস্তী ধৃত করিবার জন্য খেদা করার সঙ্গে সঙ্গে হস্তী ব্যবসায়ীদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারায় জ্ঞাত করান শ্রেয়। কারণ হস্তী ধৃত হওয়ার সমকালীন ক্রেতাগণ উপস্থিত হইলে হস্তী ধৃত করিয়া নামদানীতে আনা মাত্র হস্তী বিক্রয় হইতে পারে, তাহা হইলে কালবিলম্ব বশতঃ হস্তী মারা পড়ার আশঙ্কা থাকে না এবং কুমকী ভাড়া ইত্যাদি বাবত ব্যয় বাহুল্য হয় না।

তিনটী কুমকী দ্বারায় একটী ফাঁশী শিকারের আয় ব্যয়ের হিসাব।

প্রতি কুমকীতে ফাঁদাইত এক জন মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা বেতনে, লোহাটিয়া এক জন মাসিক ৬৲ টাকা বেতনে, মাহুত এক জন মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে, কামলা দুই জন মাসিক ৪৲ টাকা বেতনে রাখিতে হয়। এই পাঁচ জন লোকের মাসিক খোরাকী ৩৲ টাকা হিসাবে ১৫৲ টাকা, একুনে ৫৪৲ টাকা ও কুমকীর খাজানা ২০০৲ টাকা সর্ব্ব সাকুল্যে প্রতি কুমকীতে মাসিক ২৫৪৲ টাকা ও তিন কুমকীতে এই নিয়মে ৭৬২৲ টাকা ব্যয় পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে তিন কুমকী দ্বারায় ৮।১০টী হস্তী

অনায়াসে ধৃত হইতে পারে। সমস্ত বরাত সাপক্ষ। ফাঁশী শিকারে ম্যাদ প্রায় ছয় মাস করিয়া লওয়া যায়। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ইহার সময় প্রশস্ত। তিন কুমকীর দ্বারায় উপরোক্ত সময় মধ্যে ১৫।২০ পর্য্যন্ত হস্তী ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর ১০।১২টি হস্তীর অধিক ধৃত হয় না। কেহ কেহ বা এক কালীন বিমুখ হইয়া প্রত্যাগত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যবসা মাত্রই অদৃষ্ট সাপক্ষ। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে এই ব্যবসায়ে লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা মাত্র নাই। থাকিলে কখনই লোকে এই কার্য্যে এত আগ্রহের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইত না।

পরতালা-শিকারের ব্যয়ও ফাঁশী শিকারের ব্যয়ের অনুরূপ।

উপরোক্ত হিসাবের অতিরিক্ত পরতলা ও ফাঁশী শিকার জন্য নব ধৃত প্রতি হস্তীকে ১০০৲ টাকা করিয়া ব্যয় রাজস্ব কর দিতে হয় ও ৭ ফুট হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তী সকল সরকার বাহাদুর ৬০০৲ টাকা মূল্যে লইয়া থাকেন, তাহাতে আপত্য চলে না। ভারতবর্ষে ২।১টী গজ মহাল ভিন্ন প্রায় সমস্ত গজ মহালই গবর্ণমেণ্টের অধীন পাট্টা লইতে হইলে প্রতি বর্ষে অক্টোবর মাসের মধ্যেই ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট উপস্থিত হইয়া পাট্টা লইতে হয়।

স্বাধীন হস্তী ধৃতকারী কুমকী হস্তীর শিক্ষা বিবরণ।

অন্যূন ৪।৫ বৎসরের পালিত পুরাতন হস্তিনীকে প্রথমতঃ মনুষ্যের কার্য্য নির্ব্বাহক নির্দ্দিষ্ট বাক্য সজোরে উচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্য করাইতে শিখাইয়া পরে মাহুতের হস্ত ও পদাঙ্গুলি দ্বারা হস্তীর কর্ণ মস্তক গলদেশ, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে আঘাত করিলেই নির্দ্দিষ্ট বোল বা বাক্যাবলী শ্রুতিমাত্র যে সকল কর্ম্ম অর্থাৎ উঠিতে বসিতে চলিতে বলিতে মারিতে ধরিতে সূক্ষ্ম বস্ত ও দুয়ানী পর্য্যন্ত উঠাইতে পাবে, তদ্রূপ যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে হস্তিনীকে ঐরূপ মাহুতের হস্ত পদাদির স্পর্শ সঙ্কেত দ্বারা সমস্ত কার্য্য করান ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকে কুমকী বলে। এই কুম্‌কী হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক এবং সর্ব্বদাই ইহার যত্ন চাই। যাহাতে ঐ কুমকী সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিত থাকে, তাহা সাবধানে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়। সামান্য মাহুত কি মেট্ মারিতে না পারে, প্রত্যহই মাহুত, এক সময়ে কুমকীকে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য "হস্ত পদাদি স্পর্শ সঙ্কেতানুযায়ী" করায় তৎপক্ষে হস্তী স্বামীর মনোযোগ থাকা আবশ্যক। নচেৎ কুমকীকে অকারণে মারিলে, কিংবা কুমকীর কার্য্য অভ্যাস না করাইলে, সহজেই কুমকী দুশ্চরিত্রা হইয়া উঠে। কুমকী দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু উঠাইতে হইলে, প্রথমত এক কাপড়ের বড় পোঁটলা রসিতে ঝুলাইয়া কুম্‌কীর সম্মুখে একবার নামাইতে হয়, একবার উঠাইতে হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে "ধৈর উঠাও" এই শব্দ মাহুতকে হস্তীর স্কন্ধ হইতে বলিতে বলিতে কুমকীর মস্তকে মুহুঃমুহুঃ সামান্য ফাঁকা চপেটাঘাত দ্বারা "দিলাসা" দিতে হয় বা অভয় দিতে হয়। ইহাতে যদি কুমকী সেই ঝুলাইত, কি একবার পতিত, কি আবার উত্থিত পোঁটলা ধরিতেও উঠাইতে না চায়, তবে মাহুতকে পদাঙ্গলি দ্বারা কুমকীর কর্ণমূলে খোঁচা দিতে হয়, তাহাতেও না হইলে অঙ্কুশাদি দ্বারা মাথায় আঘাত করিতে হয়। ঐ রূপ প্রত্যহ ৪।৫ বার শিক্ষা দিলে ১০। ১৫ দিন মধ্যে অনায়াসে শিখিতে পারে। স্থূল পোঁটলা উঠাইতে শিখিলে, ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্ম বস্তুও উঠাইতে শিখে। ভাল শিক্ষিত কুমকীকে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্য নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া থাকিলে কুমকী শুণ্ড দিয়া ধরিয়া, পৃষ্ঠে উঠাইয়া দেয়; কিন্তু উঠাইবার সময় সেই মনুষ্য স্পন্দন করিলে ভয়ে ফেলিয়া দেয়। কুমকীর আপন পদ দ্বারা মনুষ্যকে আপন পৃষ্ঠে উঠাইবার জন্য কৌশল শিখানের সময়, প্রথমতঃ সম্মুখের এক পদে রসি বাঁধিয়া সেই রসির অপর পার্শ্ব সেই কুমকীর স্কন্ধের উপর দিয়া উঠাইয়া লইয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে হয় এবং তৎসঙ্গে অপর মাহুত দ্বারা কুমকীর সেই পদ বন্ধনের নীচে সামান্য আঘাত করিতে করিতে "উঠাও" এই শব্দ করিতে হয়, তবেই কুম্‌কী এক পা তোলা ১০।১২ দিন মধ্যে শিখিয়া, ক্রমে ক্রমে চারি পা দ্বারাও মানুষকে উঠাইতে নামাইতে শিখে। উক্ত প্রকার দিলাসা ও আঘাত দ্বারা হস্তীকে

অনেক কার্য্য শিক্ষা দেওয়া যায়। স্পর্শ সঙ্কেত মাত্র যে হস্তী আপন পদ চতুষ্টয়ের যে কোন পদ দ্বারা মানুষকে তৎক্ষণাৎ উঠাইতে বা নামাইতে না শিখে, ততদিন তাহা দ্বারা পরতলা শিকার চলিবে না

নব ধৃত হস্তীর শিক্ষা বিবরণ।

পাহাড় হইতে বন্য হস্তীকে ধরিয়া লোকালয়ে আনিয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে বিশ্রাম করাইতে হইবে ও সর্ব্বদা হস্তীর প্রিয় খাদ্য উহার সম্মুখে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তৎপরে যখন নব ধৃত হস্তী রীতিমত পানাহার করতঃ ৫।৭ দিন বিশ্রামের পর কিছু সুস্থ ও মনুষ্যের সহ পরিচিত হইবে, তখন তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ পাহাড় হইতে ধরিয়া আনার নানাপ্রকার ক্লেশ জনিত রোগে ও ভয়ে আহার ত্যাগী অসুস্থ হস্তীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে প্রায়শই অনেক নূতন হাতি মরিয়া যায়। শিক্ষা দিলেও ছোট হস্তীকে ১ মাস ও বড় হস্তীকে ৩।৪ মাসে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ বন্য হস্তীকে শিক্ষা দিতে হইলে, তাহার একরূপ পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে হইবে, ত্রস্ততার সহিত শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা দেওয়ার ভয়ানক ক্লেশে অনেক নূতন হস্তীকে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে দেখা যায়। হস্তীর শিক্ষা প্রণালী দ্বিবিধ, যথা, ঝটকা ও গলাধামারি। তন্মধ্যে ঝটকাতে হস্তী শিক্ষা প্রণালী যথা, পরতলা শিকারের ন্যায় কুমকীর সাহায্যে প্রথমতঃ নব্য হস্তীর চারি পায়ে চারি গাছা বাণ্ডা এবং মোটা রসা দ্বারা বন্ধন করিয়া সেই রসার অপর পার্শ্ব চারিদিকে গাছের বা খুটার অর্থাৎ বৃহৎ কাষ্ঠ স্তম্ভের সহিত এরূপ আকর্ষণ করিয়া বান্ধিতে হয় যে, ঐ হস্তীর পা কোনদিকে সরাইতে না পারে, এবং গলাতেও একগাছা মোটা ও শক্ত রসা দ্বারা বাঁধিয়া ঐ হস্তীর সম্মুখে তফাৎ একটী খোটায় দৃঢ়রূপ বন্ধন করিতে হয়। কিন্তু আগের পদদ্বয়ে ও গলাতে রসা লাগাইবার সময় শুণ্ড দ্বারা বন্ধনকারীকে মারিতে না পারে, তজ্জন্য জাঠা বা বল্লমধারী ২ জন শিক্ষিত ও সতর্ক লোক

হস্তীর সম্মুখে ও দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। নব্য হস্তী উক্ত প্রকার ভালরূপে বন্ধন করিয়া, কুমকী তাহার নিকট হইতে সরাইয়া, পরে ১০।১২ জন মেট্ মাহুতকে উক্ত আবদ্ধ নব্য হস্তীর ৫।৬ হাত ব্যবধানে দুই পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া ৫।৬ হাত লম্বা বাঁশের অগ্রভাগ ৩।৪ খণ্ডে চিরিয়া, তাহাদের হাতে দিয়া ঐ বাঁশের চটাগুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা পুনঃ পুনঃ নব্য হস্তীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করতঃ "সুরসুরি" ভাঙ্গিতে হয়। কিন্তু ঘর্ষণের জন্য হস্তীর শরীরে ক্ষত না হয়। ঐ সুরসুরি ভাঙ্গিবার সময় নব্য হস্তী বন্ধন মোচনের জন্য নানা-প্রকার অঙ্গভঙ্গি এবং শুণ্ড দ্বারা ঘর্ষণকারীগণকে মারিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেইসময় বল্লমধারীর তাড়নায় নিরস্ত থাকে। তখন ঘর্ষণকারীগণ রাখালীসুরে চীৎকার পূর্ব্বক অস্পষ্ট গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া, হস্তীকে অন্যমনস্ক করতঃ মুহুর্মুহুঃ খুড়লাইতে পারে। পাটকাঠির প্রবল প্রজ্বলিত উকা প্রস্তুত করতঃ বল্লমধারীর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক দুই পার্শ্ব হইতে হস্তীকে দেখাইয়া অগ্নী শঙ্কা দূর করিতে হয়। এইরূপে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও প্রথম রাত্রে সুরসুরি ভাঙ্গিলে শেষে ঘর্ষণকারীগণ বাঁশের চটা ত্যাগ করিয়া, খড় গুচ্ছ দ্বারা ঐ হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে পারে। ক্রমেই হস্তী বন্য স্বভাব ভুলিতে আরম্ভ করে ও মানুষের সঙ্গে মিশিতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস নাই, এইজন্য বিলক্ষণ সতর্কতার সহিত নব ধৃত হস্তীর নিকট গমনাগমন করিতে হয়। ৫।৭ দিবস প্রত্যহ দুই বেলা ২ ঘণ্টা কাল খড় দ্বারা হস্তীর সমস্ত শরীর (মুখ পর্য্যন্ত) ঘর্ষণ করিয়া দিলে, যখন ঐ হস্তী অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইয়াছে বুঝা গেল, তখন ২ জন শিক্ষিত ও সতর্ক মাহুতকে বন্য হস্তীর শুণ্ড দ্বারা আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য, বল্লম সহ মাহুত ও ২টী কুমকী, নব্য হস্তীর নিকট দুই পার্শ্বে উপস্থিত রাখিয়া তাহার উপর হইতে অপর ৩।৪ জন ঐরূপ মাহুত ও মেটকে নূতন হস্তীর পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে চড়াইতে হয়। পরে তাহা-দিগকে হস্তীর পৃষ্ঠে লম্ফঝম্ফ ও কর্ণমূলাদিস্থানে খড় দিয়া ঘর্ষণ করাইতে হয়। এবং তাহাদের দ্বারা নূতন হস্তীর গলে মোটা রসি লাগাইয়া কুমকীর ফাঁড়া বা পেট বেষ্টিত বন্ধনের সহ সেই রসির অপরার্দ্ধ ভালরূপে বান্ধিয়া, বাঁধা পদ ও গলবন্ধনী মোচন করে। পরিশেষে যেমন কোট হইতে ধৃত হস্তীকে

'পিছে' ইত্যাদি উচ্চ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক যখন তখন তদনুযায়ী কার্য্য করায়। নব্য হস্তীকেও বল্লমাঘাত ও মাহুতের অঙ্কুশাদির আঘাত করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করাইতে শিখায়। তাহাতে হস্তী দুষ্টামি করিলে কুমকীদ্বয়ের দ্বারা দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরে, সুতরাং কুমকীর সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাকে ঝট্‌কা শিক্ষা বলে। ঝট্‌কা শিক্ষা দ্বারা যে সকল হস্তী সহজে বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না, তাহাকে গলাথামারি দিয়া বিশেষ আবদ্ধ করতঃ শিক্ষা দেওয়া যায়। গলাথামারী শিক্ষায় বিশেষ এই, একটী উচ্চ খুঁটা কি সবল এবং মজবুত গাছে হাতীর গলার কাছে গাড়িয়া ঐ খুঁটা কি গাছের সহ হাতীর গলা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সাবধান, এরূপ গলাথামারী থাকা সত্বে হস্তী কোন প্রকারে গলা উল্টাইতে না পারে। যদি মাহুতগণের অনবধানতা প্রযুক্ত হাতী গলা উল্টাইয়া চিৎ বা কাৎ হইতে পারে, তবে ফাঁশী লাগিয়া মরিয়া যায়। গলাথামারির গাছটা ১৪।১৫ হাত উচ্চ সরল ও দৃঢ় চাই। যেমন গলাথামারির রসি হস্তীর হঠাৎ উঠ্ বৈসের সময় ঐ গাছের কোন স্থানে আবদ্ধ না হয়। পরে ঝট্‌কা শিক্ষার ন্যায় বাঁশের চটা ও খড় দ্বারা শরীরের সুরসুরি দূর ও কুমকী হস্তী দ্বারা অন্যান্য পালিত হস্তীর ন্যায় কার্য্য শিক্ষা দিতে হয়।

শিক্ষা প্রণালী যথা, কুমকী হস্তীকে 'আগেৎ' বোল ব্যবহার করিয়া অগ্রসর করান মাত্র নব হস্তীর মাহুত ও উহার কাণের পাশে বাঁশ নির্ম্মিত কাণাট দ্বারা (অর্থাৎ হস্তী চলাচলের বংশ নির্ম্মিত অস্ত্র) 'আগেৎ' বলিয়া ইহাকেও অগ্রসর করায়। এইরূপে ২৫।৩০ হাত অগ্রসর হইলে কুমকী 'ধাৎ' বোল প্রয়োগ করিয়া দাঁড় করায়, ঠিক সেই সময় নূতন হস্তীকেও 'ধাৎ' শব্দ বলিয়া কাণাট দ্বারা কপালের উপর ধীরে আঘাত দিয়া দাঁড় করায়। নূতন হস্তী ইচ্ছা পূর্ব্বক না দাঁড়াইলেও দুই পার্শ্বের কুমকীর সহিত রসা দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া দাঁড়াইলে উহাকেও বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হয়। কুমকীকে 'ধাৎ পিছে' বলিয়া রসায় টান রাখিয়া ২।৩ পা পিছে দাঁড়াইলে হটাইলে রসার টানে বন্য হস্তীকেও পিছু হইতে হয়। ঐ সময় নূতন হস্তীর মাহুতও কাণাট দ্বারা উহার মস্তকোপরি খোঁচাইয়া 'পিছে' বলিয়া পিছে হাঁটাইতে চেষ্টা করে। পুনরায় 'আগেৎ' বলিয়া কুমকী সহ অগ্রসর

করায়। 'ধাৎ' দিয়া খাড়া করিয়া 'চই ঘুম' বলিয়া বামের কুমকীকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দক্ষিণ পাশের কুমকী রসায় টান রাখিয়া ত্রস্ততার সহিত পাক ঘুরাইয়া আসে। এবং নূতন হস্তীকেও ডাইন কাণের পীটে খোঁচা দিয়া 'চই ঘুম' বলিয়া পাক ঘুরায়। কুমকীর টানে নূতন হস্তী অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া 'চই ঘুম' শব্দের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপ দক্ষিণের কুমকী দাঁড় করাইলে বামের কুমকীকে 'চই ঘুম' বলিয়া ঘুরাইলে নূতন হস্তীও ডাইনের দিক ঘুরিয়া আইসে। এই নিয়মে প্রতি দিন ২ বেলা অন্ততঃ ১ঘণ্টা 'ঠাণ্ডা সময়ে,' ময়দানে বাহির করিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ৫। ৭ দিবস পর্য্যন্ত এই প্রকারে শিক্ষা দিলে যখন হস্তী কতকাংশ সায়েস্তা ও শিক্ষিত হইয়া আইসে তখন দুই পার্শ্বে দুই কুমকীর পরিবর্ত্তে এক কুমকী রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ক্রমে যখন আরও বিশেষ রূপ শিক্ষা লাভ করে, এবং মাহুতের বিলক্ষণরূপ বশ হইয়াছে বুঝা যায়, তখন কুমকী হইতে পৃথক করিয়া কেবল মাত্র একটি কুমকী উহার সঙ্গে সঙ্গে ২।৪ দিন রাখিয়া, জোড় ঘুরান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলেও যখন কোনপ্রকার গোল-যোগ না করে, তখন ২টী কুমকী ২০০।৩০০ শত হাত পরিমাণ তফাৎ করিয়া, নূতন হস্তীকে এক কুমকীর নিকট হইতে অন্য কুমকী পর্য্যন্ত গমনাগমন করাইতে হয়। এইরূপ করানের তাৎপর্য্য এই যে, কুমকীর সহিত বরাবর বান্ধা থাকার জন্য কুমকী ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে সাহস করে না এবং যায়ও না। সেই দোষ ছাড়ানেয় জন্য ২ কুমকী দুই স্থানে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গমনাগমন করাইতে হয়। পরে ক্রমশ কুমকীর অধিক দূরবর্ত্তী করাইয়া ঐরূপে শিক্ষা দিতে হয়। দুই তিন দিবস এইরূপ শিক্ষা দিলে, কুমকী ব্যতীত কোন স্থানে পৃথক করিয়া লইয়া গেলে নিরাপত্যে চলিয়া যায়। দশ বার দিন এইরূপ শিক্ষার পর ক্রমশঃ উহা দ্বারা আপন আহারীয় চারা প্রথমতঃ অল্প অল্প, পরে বেশী পরিমাণেও আনা যায়। কিন্তু যে কোন কার্য্য করা যাউক, অতি সাবধানের সহিত এবং ধীরে ধীরে করা আবশ্যক। একটী বিষয় উত্তমরূপ শিক্ষা হইলে অন্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। হস্তী যে পর্য্যন্ত বিশেষরূপ শিক্ষিত ও সায়েস্ত. না হয়, এবং উহার চারি পা ও মুখ ঠাণ্ডা না হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের উপর আক্রমণ না করে, এবং বান্ধিবার ও

খুলিবার সময় দুষ্টামি না করে, এইরূপ বশীভূত হইলে উহাকে উঠা বসা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ খান্ধা খোলা সম্বন্ধে ভালরূপ সাএস্তা না হইতে যদি উঠা বসা শিখান যায়, তাহা হইলে উহার পায়ে রসা লাগাইয়া বান্ধিবার সময় বারম্বার উঠাবসা আরম্ভ করে। তাহাতে উহার নীচ হইতে বান্ধিবার অসুবিধা হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বে বসা শিখান উচিত নয়। ছিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানীয় মাহুতেরা, নূতন হস্তীকে একটী কুম্‌কীর সহিত আবদ্ধ করিয়া হাতীর পেটের তল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া উহার পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের ১ ফুট পরিমাণ নীচে মাহুতের বাম হস্তের নিকট তীক্ষ্ণ কানাচ দ্বারা খোঁচা দিয়া টানিয়া ধরে। আঘাতের যন্ত্রণায় হস্তী পীঠ বাঁকা করিয়া কোন রূপেই একবার জলমধ্যে বসিলেই উহাকে 'দিলাসা' দিয়া পুনরায় "বইট্" বলিয়া বারম্বার এইরূপ খোঁচা দিয়া উঠাবসা করাইতে হয়। হয়ত ১০।১৫ বার এইরূপ বিরক্ত বোধ করিলে, নাবসিয়া দৌড় দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কুমকীর সহিত আবদ্ধ থাকা হেতু কোন দিক যাইতে সক্ষম হয়না ও মাহুতের দণ্ডাঘাতে বাধ্য হইয়া বসিতে হয়। খোঁচাটী টানিয়া "মাইল" বলিয়া কাণের পীঠে সাধারণ খোঁচা মারিলেই উঠিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ৪।৫ দিবস প্রথমতঃ জলে বসাইয়া, পরে যখন বিনাঘাতে "বইট্" বলিবা মাত্র বিনাপত্তিতে বসে, তখন উপরে শুষ্ক স্থানে, প্রথমতঃ উহার থানে অর্থাৎ বাসস্থানে, বন্ধনাবস্থায় ৫।১ দিবস পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসাইতে হয়। পরে যখন উহাতেও কোন রূপ আপত্তি নাকরে, তখন যে সে স্থানে লইয়া বসান যাইতে পাবে। এই রূপে উঠা বসা ভাল রূপ অভ্যাস হইলে ৩।৪ মাস পর মাহুত এক হাঁটু জলে লইয়া গিয়া উহাকে বসায় এবং পৃষ্ঠে খোঁচা দিয়া দাবিয়া ধরিয়া পায়ের ইশারা দ্বারা উহাকে তেড়ে (কাত করিয়া ফেলান) দেওয়ার চেষ্টা করে। কোন ক্রমে একবার তেড়ে দিলে দিলাসা দিতে হয়। এইরূপ ২।৩ দিবস করিলেই শেষে আপনা হইতেই 'তেড়ে' শব্দ বলা মাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করে। এবং "ছাম বইট" শব্দ বলিয়া কাণের পীঠে সাধারণ খোঁচা দিলেই উঠিয়া সমান হইয়া বসে। ঐরূপ নিয়মে দুই পার্শ্বে তেড়ে দেওয়ায় শিক্ষা দিতে হয়। তেড়ে দিয়া না ফেলিলে হস্তীর শরীর ভাল রূপ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা হইতে পারেনা। এই কারণেই তেড়ে শিক্ষা দেওয়া

আবশ্যক। জলে, তেড়ে দেওয়া যখন বিনাপত্তিতে শিক্ষা হয়, তখন ডাঙ্গাতেও তেড়ে দেওয়াইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দ্বারা হস্তী যেরূপ শিক্ষিত ও সায়েস্তা হয়, তখন ২।৩ দিবস অতি সাবধানতার সহিত উহার পৃষ্ঠে গদি দিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়, এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা কার্য্য সমাধা করিতে হয়। হস্তীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় উহাকে যেরূপ মারা ও ভয় দেখান আবশ্যক, তাহাপেক্ষা চতুর্গুণ উহার সহিত পরিচিত হওয়ার ও নানারূপ দিলাসা দিয়া বশীভূত করারও চেষ্টা করা উচিত। হস্তীর শিক্ষা অধিকাংশ 'দিলাসার' উপর নির্ভর করে। উহার সহিত বিশেষ রাগা রাগী বা পীড়াপীড়ি করিতে হয়না। হস্তীর শিক্ষার সময়, প্রথমে মাহুত চড়িয়া ময়দানে বাহির করিলেই কাদা মাটী যাহা সম্মুখে পায় তুলিয়া লইয়া উপরে মাহুতের শরীরে ছিটাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ মাহুত উহার শুণ্ডে কানাট্ দ্বারা "বিরি বিরি ছি" বলিয়া আঘাত করিলে উহা হইতে বিরত হয়। এই রূপে ২।৩ দিবস শাসন করিলে আর ধূলা মাটী ছিটায়না। নূতন হস্তীকে শিক্ষা দিবার সময় সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আর যাহাতে হৃষ্ট পুষ্ট হইতে পারে এরূপ আহারাদি দিয়া যত্ন করা আবশ্যক।

নব ধৃত হস্তী সম্বন্ধে বিশেষ মতামত।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, নূতন হস্তী কদাচিত বাঁচে। তাহাদের বিশ্বাস যে মহা যত্নেও নূতন হস্তী জিবীত রাখা যাইতে পারেনা। এই বলিয়া অনেকে নূতন হস্তী ক্রয় করেন না। কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মূলক। তাহা হইলে, পৃথিবীতে হস্তী সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি হইত না। নূতন হস্তীও কেহ ক্রয় করিতেন না, বা কেহও ধৃত করিতেন না। তবে জঙ্গলি হস্তী পর্ব্বতে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছাক্রমে আহারাদি ও মহাসুখে বিচরণ করিয়া কোনরূপ কষ্টের মুখ দর্শন করে না, সে স্থলে তাহার স্বাধীনতা ধ্বংস করিয়া শিক্ষা সময়ে নানারূপ অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়া, পরে উহার স্বাস্থ্য রক্ষা ও সবলতার প্রতি বিশেষ যত্ন না করিলে অনেক নূতন হস্তী মরিয়া থাকে।

কিন্তু উচিত সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও আহারাদির প্রতি সম্যক যত্ন রাখিলে, প্রাণের কোনও আশঙ্কা থাকে না। নূতন হস্তীর মধ্যে শতকরা ১৫।২০টী অযত্নে নানারূপ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। নূতন হস্তীকে ২।৩ বৎসর কোনরূপ পরিশ্রম না করাইয়া, বিশেষ যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। কারণ স্বাধীন অবস্থা হইতে বাধ্য করিয়া হঠাৎ অধিকতর পরিশ্রম করাইলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে; ইহার বিচিত্র কি? দুই তিন বৎসরের মধ্যে উহাদের জঙ্গলি স্বভাব যায় না, এবং বিশেষ কার্য্যোপযোগী হয় না। এই জন্যই লোকে সাধারণতঃ বলে যে, নূতন হস্তীর ৩ বৎসর না গেলে বিশ্বাস নাই। ক্রমে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমিতরূপে পরিশ্রম সহ্য করাইয়া একবার হাতীর শরীর পুষ্ট করিতে পারিলে, শেষে গুরুতর পরিশ্রম করাইলেও কাতর হয় না। যাঁহারা নূতন হস্তীতত্ত্ব একবারে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে পুরাণা হস্তী ব্যতীত নূতন হস্তী ক্রয় করা এককালেই অযৌক্তিক।

হস্তীর সুলক্ষণ এবং কুলক্ষণ এবং দোষ গুণ নিরূপণ।

কামুকোন্মত্ত গজারোহণ দোষ যথা—

নারোহেৎ কামুকোন্মত্তং গজং রাজা কদাচন।
আরুহ্যকামুকং তস্তু পরত্রেহ বিষীদতি॥

ইতি কালিকা পুরাণে ৮৯ অধ্যায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই (কালিকা পুরাণে ৮৯ অধ্যায়ে কথিত আছে) কদাচ কামুক ও উন্মত্ত গজে আরোহণ করিবেক না। যদি রাজা করেন তবে ক্লেশাদি প্রাপ্ত হইবেন।

অথ গজপরীক্ষা তত্রকাল।

শ্রীজ্যেষ্ঠমিত্র বরুণানীল পুষ্যচন্দ্র
তোয় রবিবারিজতারে।
সূর্য্য শুক্র গুরু সোমজবারে
শ্রেয়সে ভবতি কুঞ্জরযানং॥
লগ্নে চরে শুভ সমাশ্রিত বীক্ষিতে বা
চন্দ্রস্য দৃষ্টিরিভযান বিধৌ বিরুদ্ধা।
সৌম্যে দিনে করণি শাট বসু শ্রবণ্য
তোয়ে স মৈত্রমদিতিশ্চ শুভ গ্রহাংশ॥
স্যাৎ কুঞ্জর ক্রয় ন দর্শনং দান কালঃ
শেষেষু দুঃখদমার্কিসুতেহহ্নি চৈ।

ইহার অর্থ এই জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শতভিষা, পুষ্যা, অশ্বিনী, স্বাতি, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, শ্রবণা ও পুনর্ব্বসু এই সমস্ত নক্ষত্রে রবি, শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধবারে চন্দ্র দৃষ্টি রহিত মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর লগ্নে শুভগ্রহ দৃষ্টে শুভ দিবসে কুঞ্জরে আরোহণ, ক্রয় করণ, দর্শন ও দানের শুভকাল। শেষনক্ষত্র লগ্নাদি ও শনিবার অত্যন্ত দুঃখদ বলিয়া উক্ত আছে।

অথ গুণা।

যথা রক্তঃ যথা খড়্গো যথা স্ত্রী সপুরুষো যথা।
পরীক্ষ্যন্তে গুণৈরেবং গজনামাপি নির্ণয়॥
রম্যো ভীমোধ্বজোহধীরবীরঃ সুরোহষ্ট মঙ্গলঃ।
সুনন্দঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ স্থিরাগম্ভীরবেদ্যপি॥
বরারোহ ইতি প্রোক্তা গজা দ্বাদশ সপ্তমাঃ। ১॥

যেরূপ রক্তবর্ণ ও গণ্ডার বর্ণ; স্ত্রী, পুরুষ গজের গুণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় হয়। অপিচ, গজ সকল দ্বাদশ নামে উক্ত করিয়াছেন, যথা ভীম, ধ্বজ, অধীর, বীর, সুর, অষ্টমঙ্গল, সুনন্দ, সর্ব্বতোভদ্র, স্থির, গম্ভীর, বেদি, বরারোহ। ১।

তদ্‌যথা ভোজঃ।

বিভক্তাবয়বঃ পুষ্টঃ সুদন্তঃ সুমহানপি।
তেজস্বীরম্য ইত্যুক্তো গজঃ সম্পত্তিবর্দ্ধকঃ॥
অঙ্কুশাদি প্রহারেণ যস্য ভীতির্ন জায়তে।
সভীমোয়ং গজঃ শুদ্ধোরাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থসাধনঃ

ইহার অর্থ এই, ভোজরাজা বলিয়াছিলেন সর্ব্ব শরীর সুন্দর, পুষ্টি অবয়ব বিশিষ্ট, সুদৃশ্য দন্ত যুক্ত, সুশ্রী, তেজস্বী এবং অঙ্কুশাদিব প্রহারে যাহার ভয় হয় না, সে ভীমনামক গজ। ইনা শুদ্ধ ও সম্পত্তিবর্দ্ধক। বিশেষতঃ রাজার সর্ব্বার্থসাধক।

শুণ্ডাগ্রাৎ পুচ্ছ পর্য্যন্তং রেখাযস্যৈব দৃশ্যতে।
ধ্বজশুদ্ধো গজো নামঃ সাম্রাজ্য প্রাণদায়কঃ॥ ৩॥

ইহার অর্থ এই, শুণ্ডের অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত যার রেখা দৃষ্ট হয়, এরূপ হস্তীই ধ্বজ নামে খ্যাত। ইহা সাম্রাজ্য এবং প্রাণদায়ক। ৩।

সমৌ কুম্ভৌখরাকারৌ আবর্ত্তৌতত্রচোচ্ছযৌ।
অধিরোয়ং গজানাম্না রাজ্ঞাং বিপ্র বিনাশসঃ॥৪॥

ইহার অর্থ এই, যার কুম্ভ সমভাব, কঠিন ও গোল এবং উচ্চ, তাহার নাম অধীর গজ। ইহা রাজাদিগের বিপ্রাদি প্রজানাশক। ৪।

আবর্ত্তঃ পৃষ্ঠতো যস্য স্বনাভিমভিবিন্দতি।
পুষ্টাঙ্গো বলবান্‌বীরো রাজ্ঞামভিমতপ্রদঃ॥ ৫॥

ইহার অর্থ এই, যাহার পৃষ্ঠে আবর্ত্ত, নাভীতে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন যুক্ত, পুষ্টাঙ্গ ও বলবান, সেই বীর নামক হাতী। এই হাতী রাজ আজ্ঞা পালনে তৎপর। ৫।

মহাপ্রমাণঃ পুষ্টাঙ্গঃ সুদন্তশ্চারুগণ্ডকঃ।
ভক্ষণে ভক্ষণে শ্রান্তঃ সুরৌলক্ষ্মী বিবর্দ্ধনঃ॥ ৬॥

ইহার অর্থ এই, অত্যুচ্চ, পুষ্টাঙ্গ, সুন্দর দন্ত ও সুন্দর গণ্ড যুক্ত

আহারে অনাহারে তুষ্ট, এই হস্তী স্থুর কুঞ্জর নামে প্রসিদ্ধ। ইহা লক্ষ্মী বৰ্দ্ধক। ৬।

সিতৌ দন্তৌ সিতঃ পুচ্ছঃ সিতাঃরেখা সিতা নখঃ।
রক্ত কুম্ভাক্ষি বীর্য্যাঙ্গৈর্বিজ্ঞে যঃ সোঽষ্ট মঙ্গলঃ॥
অয়ং গজেন্দ্রা যস্যাস্তে তস্য স্যাৎ সকলামহি।
নারিষ্টানী তয়স্তত্র যত্রাস্তেয়েং গজেশ্বরঃ॥
আয়োজন শতং যাবদনর্থং কুরুতে ক্ষয়ং।
নাল্পে পুণ্যৈরয়ং প্রাপ্যো মনুজেন্দ্রৈঃ কলৌযুগে॥

ইহার অর্থ এই, শুক্ল দন্ত, শরীর ও পুচ্ছ শ্বেত রেখা দ্বারা শোভিত, শ্বেত নখ, এবং রক্ত কুম্ভ ও চক্ষু বিশিষ্ট, বলিষ্ঠাঙ্গ যে গজ, সেই গজই অষ্টমঙ্গল নামে অভিহিত। এই গজ যাঁহার আলয়ে থাকে, তাহাকে পৃথ্বীরাজ করে; ইহা-দিগকে গৃহে রাখিলে শত্রু বৃদ্ধি হয় না। শত্রু শত চেষ্টা করিলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কলি যুগের রাজারা অল্প পুণ্যে এই হস্তী লাভ করিতে পারে না। ৭।

শুভৌ দন্তৌ শুভঃ শুণ্ডঃ শুভৈ কুম্ভে শুভস্তনুঃ।
গণ্ডোয়োর্গণ্ডয়োর্মধ্যে আবর্ত্তঃ শুভ লক্ষণঃ॥
শশ্বন্মদ শ্রুতিপরিপ্লুত গণ্ডদেশাস্তীক্ষ্ণাঙ্কুশেন
বি নিবারয়িতুংন শক্যাঃ।
জ্ঞাতিদ্বিষো নব পয়োদর বা গভীরাঃ
পৃথ্বীভুজাং সকল সৌখ্যকরা ভবন্তি॥ ৮॥

ইহার অর্থ এই, যার সুন্দর দন্ত ও শুণ্ড, শরীর, গণ্ড, কুম্ভ পুষ্ট এবং সুলক্ষণ যুক্ত, স্বশ্বন্মদ শ্রুত, পূর্ণ গণ্ড, জ্ঞাতি দ্বেষক, ও নব মেঘের ন্যায় গভীর শব্দ, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতও যে গ্রাহ্য করে না, তাহারই নাম সুনন্দ গজ। ইহারা সমস্ত পৃথিবীর সুখকর। ৮।

অথ দোষাঃ।

দীনঃ ক্ষীণোঽথ বিষমো বিরূপো বিকলঃ খরঃ।
বিমদোধ্মাপকঃ কাকো ধূম্রোজটিল ইত্যপি॥
অজিনীমণ্ডলী শ্বিত্রো হতাবর্ত্তো মহাভয়ঃ।
রাষ্ট্রহামুষলী ভালী নিঃসত্ত্ব ইতি বিংশতিঃ।
মহাদোষাঃ সমাখ্যাতা গজানাং ভোজভূভুজা।

ইহার অর্থ এই, যে সকল কুঞ্জর দোষণীয় তাহাদের নাম যথা, দীন, ক্ষীণ, বিষম, বিরূপ, বিকল, খর, বিমদোধ্মাপক, কাকো, ধূম্র, জটিল এবং অজিনী, মণ্ডলী, শ্বিত্রী, হতাবর্ত্ত, মহাভয়, মহাভয়, রাষ্ট্রহা, মুষলী, ভালী, নিঃসত্ত্ব এই বিংশতি প্রকার। ভোজরাজ এই সকল হাতীকে মহাদোষের আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

তদ্যথা।

অতিক্ষীণতরঃ ক্ষীণতনু দন্তোঽতি নিষ্প্রভঃ।
দীনাখ্যঃ কুরুতে দীনং ভূভুজং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১॥

ইহার অর্থ এই, অত্যন্ত ক্ষীণ শরীর, প্রভারহিত, ক্ষীণ দন্ত বিশিষ্ট যে সকল গজ, সেই সকল গজ দীন নামে খ্যাত। এরূপ গজ রাজাদিগকে দরিদ্র করে সংশয় নাই। ১।

খর্ব্বশুণ্ডো মহাপুচ্ছো নিশ্বাসোদ্বেগ বর্জ্জিতঃ।
ক্ষীণোয়ং কুরুতে ক্ষীণং স্বামিনং ধন সম্পদা॥ ২॥

ইহার অর্থ এই, যাহার শুণ্ড খর্ব্ব, পুচ্ছ দীর্ঘ, ও নিশ্বাস বেগ বর্জ্জিত, সেই সকল গজ ক্ষীণাখ্য নামে খ্যাত। ইহারা স্বামীর ধন সম্পত্তি ক্ষীণ করায়, ও ক্ষীন শরীর হয়। ২।

কুম্ভে দন্তেঽক্ষিকর্ণে চ বৈষম্যং পার্শ্বয়োস্তথা।
যস্যায়ং বিষমোনাগো নাগবৎ কুরুতে ক্ষয়ং॥ ৩॥

ইহার অর্থ এই, যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও পার্শ্ব দ্বয় বৈষম্য,

এবং ভীষণাকার সেই বিষম নামে খ্যাত। ইহারা নাগের ন্যায় ধনাদি ক্ষয় করে। ৩।

আস্কন্ধাত্তু শিরঃক্ষীণং পশ্চাদ্ভাগস্য পুষ্টতা।
বিরূপ ইতি নাগোয়ং কুরুতে ভূপণ ক্ষয়ং ॥ ৪ ॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল হস্তীর স্কন্ধাবধি শির পর্য্যন্ত ক্ষীণ, পশ্চাদ্‌ভাগ পুষ্ট, তাহারা বিরূপ নামে খ্যাত। ইহারা স্বামীর ধন সম্পত্তি নষ্ট করে। ৪।

নানাভোগৈরপি কৃতৈর্যস্যনোজায়তে মদঃ।
যুদ্ধায়নোপক্রমতে বিফলং তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল গজ নানাপ্রকার ভোগ দ্বারা ও যুদ্ধাদিতে গমন করিতে চায় না, তাহারা বিফল নামে অভিহিত। ইহাদিগকেও বর্জ্জন করিবে। ৫।

খরতা সহজা যস্য শরীরেহস্তীতি লক্ষ্যতে।
তনুদন্তকরোহস্তী খরঃ কুল বিনাশনঃ ॥ ৬ ॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল হস্তীর জন্মাবধি তীক্ষ্ণ শরীর লক্ষিত হয় এবং তনু, দন্ত ও কর অস্থি বিশিষ্ট, সেই সকল হস্তী খর নামে খ্যাত। এই সকল হস্তী কুল বিনাশক। ৬।

ন জায়তে মদ যস্য স্বকালে জায়তেহথবা।
বিরূপ বিবশোবাপি বিমদং দূরতস্ত্যজেৎ ॥ ৭ ॥

ইহার অর্থ এই, যে হস্তীর সর্ব্বদা মত্ততা জন্মে না, অথচ নিজ ইচ্ছায় মত্ততা জন্মে, স্বামীর অবাধ্য ও কুৎসিত আকৃতি, সেই হস্তী বিমদ নামক। ইহা দূরদেশে ত্যজ্য। ৭।

লঘুপ্রমাণঃ ক্ষীণাঙ্গস্তনুশুণ্ডশিরোদরঃ।
অভ্রান্তং শ্বসিতি ব্যগ্রঃ পতেদ্বিনেত্রয়োর্ম্মলং ॥
ত্রিকে পুচ্ছাগ্রতোবাপি আবর্ত্তোমণ্ডলোহথবা।
বাহঃ প্রকুরুতে লিঙ্গং সর্ব্বথাগতচেষ্টবৎ ॥

ভূত্বৃজানহিবীক্ষ্যোঽয়ং ধ্বাপকাখ্যোগজাধমঃ।
যদীচ্ছেচ্ছ্রিয়ং ভূতীং শরীরারোগ্য মেব বা ॥ ৮ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহারা ক্ষীণাঙ্গ, শির, তনু, শুণ্ড, উদর লঘু, অভ্রান্ত, শ্বাস নির্গতে ব্যস্ত, চক্ষু মল ত্যাগী, ত্রিপথ ভূমি শুণ্ডাগ্র দ্বারা আবর্ত্তন কিম্বা মণ্ডলাকার করণশীল, এবং সর্ব্বদা লিঙ্গ বহিস্করণে চেষ্টাবান, তাহাকে ধ্বাপক গজ বলে। ইহাকে রাজা দৃষ্টিও করিবেক না, ইহা কখনই রাজার মঙ্গলজনক নহে। ৮।

শঙ্খদেশ্যে যস্য ভগ্নে স্কন্ধদেশোঽতি গুচ্ছকঃ।
কাকোঽয়ং কুরুতে মৃত্যুং স্বামিনোনাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার শঙ্খদেশ অর্থাৎ দন্তদ্বয় মধ্যে ভগ্ন, স্কন্ধদেশ গুচ্ছ, সেই গজ কাক নামক। এই গজ স্বামীর মৃত্যু করায়, সংশয় নাই। ৯।

বিষমো শঙ্খগো দন্তৌ যস্য শুণ্ড বিরোধিনৌ।
ভিদ্যতে বাবিদীর্য্যেতাং স্বয়ং শূন্যান্তরা বুভৌ ॥
কুরুতে ব্যাধিতং নাথং ধুম্রনামা গজাধমঃ। ১০ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার দন্তদ্বয় মধ্যে ভগ্ন, ও দন্ত দ্বারা বিষমরূপে শুণ্ড বিরোধী কিম্বা শুণ্ড ভেদ বা বিদারণ করে এবং দন্ত শুণ্ড মধ্যগত হয়, তাহাকে ধুম্র নামক গজাধম কহে। এই গজ নিজ স্বামীকে ব্যাধি যুক্ত করায়। ১০।

মূর্দ্ধজাঃ কর্কশারূক্ষা জটারূপানুবন্ধিনঃ।
যস্যায়ং জটিলানাগঃ কুরুতে ধন সংক্ষয়ং ॥ ১১ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার মস্তক কঠিন ও রুক্ষ, এবং জটারূপ বন্ধনযুক্ত, তাহার নাম জটিল গজ। ইহা কর্ত্তার ধন ক্ষয় করায়। ১১।

স্কন্ধে বা গাত্র দেশে বা লগ্নং চর্ম্মেঽব লক্ষ্যতে।
অজিনী নাম নাগোঽয়ং কুরুতে ভূষণক্ষয়ং।
নৈনং স্পৃশেন্নবীক্ষেত যদীচ্ছেদাত্মনং প্রিয়ং ॥ ১২ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার স্কন্ধ ও গাত্রদেশে লগ্ন চর্ম্মের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার

নাম অজিনী গজ। ইহা ধন সম্পত্তি ক্ষয় করায়। যদি ইহা অতি প্রিয়ও হয়, তথাপি ইহাকে স্পর্শ, কি দর্শনও করিবে না। ১২।

মণ্ডলানি প্রদৃশ্যন্তে একং দ্বেবা বহূনিবা।
বিরূপান্যুদ গতানীব মণ্ডলীকুলনাশনঃ ॥ ১৩ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার এক অথবা দুই কিম্বা বহু চক্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এবং বিরূপ ও সর্ব্বদা জলগত ইচ্ছা, তাহার নাম মণ্ডলী গজ। ইহা কুল নাশ করায়। ১৩।

তানি শ্বেতানি যস্য স্যুঃ শ্বিত্রীস ধননাশনঃ ।১৪ ॥

ইহার অর্থ হয়, যে সকল কুঞ্জর শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বিত্রী নামক গজ বলে। ইহা ধননাশক। ১৪।

হৃদয়ে উদরে চৈব ত্রিকে পুচ্ছস্য মূলতঃ।
গুদে মেট্রে পদে চৈব আবর্ত্তেন হত প্রিয়ং।
যোগিনং কুরুতে ভূপং প্রবাসিন মুপক্রতং ॥ ১৫ ॥

ইহার অর্থ এই, যে গজের হৃদয়ে, উদরে, পুচ্ছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এবং গুদে, লিঙ্গে, পদে, পৃষ্ঠদণ্ডে আবর্ত্তচিহ্ন*; তাহাকে হতাবর্ত্তক নামক গজ কহে। ইহা শীঘ্র কর্ত্তাকে যোগী ও প্রবাসী করে। ১৫।

গচ্ছতো যস্য গুল্‌ফাভ্যাং ভবেৎ সংঘর্ষণং মুহুঃ।
অপি সর্ব্বগুনৈর্যুক্ত ত্যাজ্যশ্চ স মহাভয়ঃ ॥
রাষ্ট্রং ধনং কুলং সৈন্যং মৈত্রং দারান্ তথা প্রজাঃ।
ক্ষপয়ত্য শুভোনাগো দৃষ্টমাত্র ন শংসয়ঃ ॥
তত্রাপম্রিয়তে লোকস্তত্রবভ্রভয়ং ভবেৎ।
ব্যাধি বহ্নিভয়ম্বাত্র যত্রাস্তে স মহাভয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ইহার অর্থ এই, যে গজ গমনকালে বারম্বার পদের গোড়া দ্বারা অপর পদের গোড়া সংঘর্ষণ করে, তাহাকে মহাভয় নামক গজ কহে। ইহা সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন হইলেও ত্যাগ করিবেক। এই হাতী, রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য,

* লোম সংস্থান চিহ্ন বিশেষ।

মৈত্র, স্ত্রী, প্রজা, দৃষ্ট মাত্র নাশ করে সংশয় নাই। ইহা অপমৃত্যু, বজ্র ভয়, ব্যাধি ও অগ্নি ভয় এবং অন্যান্য মহাভয় প্রাপ্ত করায়। ১৬।

ভৃশং সন্তাড্য মানস্তু পাদৈকং যো ন গচ্ছতি।
পৃষ্ঠোদরং সমাবৃত্য রেখারক্তসমা যদি॥
ন্যস্তাগ্রিম পদস্থানে পশ্চাৎপাতঃ পদে যদি।
অপি সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো রাষ্ট্রহায়ং গজাধমঃ॥
রাষ্ট্রাদপা ক্রিয়তেঽয়ং ভূভুজাপ্রিয়মিচ্ছতা।
রাষ্ট্রান্তে রক্ষিতো মোহাৎ কুরুতে রাষ্ট্র সংক্ষয়ং॥ ১৭॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল গজের মন সর্ব্বদা সন্তাপযুক্ত, পৃষ্ঠ ও উদর রক্ত বর্ণ রেখা দ্বারা সমভাবে আবৃত; অগ্রপদ চালন স্থানেই ঠিক যাহার পশ্চাৎ পদ পতিত হয়, এবং এক পদও সহজে গমন করে না, রাষ্ট্রহা গজ বলে। ইহা রাজার প্রিয় ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও রাজ্য নাশ করে। ১৭।

পাদাশ্চাত্য স্তু বিষমা দন্তে চান্যোন্য বিষমৌ পঞ্জরো
দৃশ্যতে ভগ্ন একোনাষ্টৌ দ্বয়োঽথবা॥
দন্তৌবা চলতো যস্য কিমুবান প্ররোহতঃ।
কুম্ভে বা বিষদৌ যস্য মুষলীস গজাধমঃ॥
রাষ্ট্র দুর্গ বলা মাত্য ক্ষয় কৃত্তং পরিত্যজেৎ। ১৮॥

ইহার অর্থ এই যে, যে গজের পদ অত্যন্ত কুৎসিৎ দন্ত ও অন্যান্য স্থান বৈষম্য এবং পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন দৃষ্ট হয় কিম্বা এক বা দুই অথবা অষ্ট স্থান ভগ্ন দৃষ্ট হয়, গমন সময় দন্তচালন করে, আর কুম্ভ বৈষম্য তাহার নাম মূষলী গজ। ইহা হস্তী মধ্যে অধম। রাজ্য, দুর্গ, বলদ্বারা ক্ষয় করিবার ইচ্ছা করে ইহাকেও পরিত্যাগ করিবেক। ১৮।

ঊর্দ্ধ খণ্ড ইবা ভাতি ভালে যস্যাতি কর্কশঃ।
ভালীস কুরুতে নাগো ভর্ত্তুঃ কুল ধন ক্ষয়ং॥

ইহার অর্থ এই, যার ললাট স্থান কঠিন এবং যে পৃথিবী খণ্ড উজ্জ্বল রূপ

দর্শন করে সে ভালী নামক গজ। ইহা কর্ত্তার কুল ও ধন ক্ষয় করায়।

পৃষ্ঠো বিশালঃ সদ্দন্তঃ সৎকারোপি শুভোহপি সন্।
ন রণে সাহসোযস্যাসন্নিঃ স্বত্তো গজাধমঃ॥
সর্ব্বেষাং গজদোষাণা মুক্ত এব মহানয়ং।
যেনৈ কেন গুণাঃ সর্ব্বে ভূণয়ন্তে সুনিশ্চিতং॥ ২০॥

ইহার অর্থ এই, যে হস্তীব শরীর অত্যন্ত পুষ্ট দন্ত পরিষ্কার এবং সুন্দর ও যাহার যুদ্ধে সাহস নাই, সে নিঃস্বত্তো গজাধম। এই সকল হস্তীর দোষ ও গুণাবলী নিশ্চিত হইল। ২০।

পালকাপ্যস্তু।

ক্ষীণ দন্তাঙ্গ শুণ্ডত্বং বিষমত্বং রদাদিষু।
শিরঃ ক্ষীণ মধঃ পুষ্টি রেতে দোষাগজে মতাঃ॥

পালকের উক্তি। যে সকল গজের দন্তদ্বয়, অঙ্গ, শুণ্ড, ক্ষীণ এবং মস্তক ছোট; অধভাগ পুষ্ট, সে সকল হস্তীও দোষযুক্ত।

গার্গ্যস্তু।

যে কুঞ্জরাস্তনুরদা স্তনু গণ্ড শ[illegible] ক্ষীণাঃ সুদীন
বপুষো গুরু দীর্ঘ পুচ্ছাঃ। [illegible]ঃ খলু গুণৈ
রহিতা হিতায় তে ভূভুজা মভিমতানহি বীক্ষনীয়াঃ॥
যোন শ্রবেন্মদ জলং তনুমূর্দ্ধভাগো নির্ব্বীর্য্যতা
মুপোগতো বহু ভোজনেহপি। নেচ্ছত্যসা বুপগতা
ন পরান্নিহন্তুং ভূমী ভুজা নহি গজোয়মবেক্ষণীয়ঃ।
দোষৈর্দুষ্টান্ গজান্রাজান বীক্ষেত কদাচন।
ন্যসেদ্বা পর রাষ্ট্রে স্ব নগরাৎ ক্রিয়তে বহিঃ॥

দদ্যাৎ দ্বিজেভ্যঃ শুদ্ধেভ্যো গণ কায়াথ বা নৃপঃ
দৃষ্টা যদি গজান্ দুষ্টান্ দদ্যাচ্ছৃঙ্গিশতং দ্বিজে ॥
পুরঃ নীরাজয়েদ্বাপি আত্মান স্বাথবাসুতং।
দেব সুক্তেন জুহুয়াদযুতস্বাতি তৎপরঃ ॥
তিলান্ বা জুহুয়াদগ্নৌ তৎপ্রতিকার হেতবে।
ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন জাতিরুক্তা চতুর্ব্বিধা ॥
চতুর্ব্বিধানং ভূপানাং বাহনে তে শুভপ্রদাঃ।
যে দোষা দোষবত্বানাং তএবস্যুঃ স্বজাতিতঃ ॥
যে ব্যাধয়ো নরানাং স্যুস্ত গজানামপিস্মৃতাঃ।
চিকিৎসাপি তথা তেষাং মাত্রাচৈব গবিয়সী ॥

ইতি গজ পরীক্ষা।

ইতি ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু।

গর্গ বলিয়াছেন. যে সকল গজের শরীর, দন্ত, গণ্ড; শুণ্ড ক্ষীণ, শরীর অত্যন্ত পুষ্ট; পুচ্ছ দীর্ঘ, এবং সকল গুণ রহিত, তাহা রাজা ও বৈশ্যাদির দর্শন যোগ্য নহে।

যে গজ শরীরের ঊর্দ্ধভাগে মদজল নিক্ষেপ না করে এবং বলহীন, বহু ভোজী. সর্ব্বদা আহারে ইচ্ছুক, এপ্রকার হাতী রাজার দর্শনীয় নহে। এরূপ দুষ্টগজ কদাচ দর্শন করিবেনা। উক্ত হস্তীকে রাজা বিনাশ বা নগরান্তরে বহিস্কৃত করিয়া দিবে। অথবা শুদ্ধ বিপ্রকে, গণক কিম্বা রাজাকে দান করিবেক। আত্মশুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণকে শত গোদান করিবেক। স্বয়ং কিম্বা পুত্রদ্বারা পুব নিরাজন করিবেক। দেবসুক্ত মন্ত্রদ্বারা দশ হাজার হোম করিবেক এবং তিলদ্বারা আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ঐ দোষের প্রতিকার করিবেক। যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত আছে, তদ্রূপ হস্তীও চারি জাতিতে বিভক্ত। সেই চতুর্ব্বিধ হস্তী রাজার বাহনে শুভদঃ। যে সকল দোষ যুক্ত এবং যাহার ব্যাধি আছে, তাহার চিকিৎসাদি দ্বারা

আরাম করিলে শুভদ হয়। এই গজ পরীক্ষা। ভোজরাজ কৃত যুক্তিকল্পতরু সমাপ্ত।

হস্তীর পায়ে সাধারণতঃ ১৮টী নখ থাকে। সে স্থলে ১৬ নখ কিম্বা ২০ নখ হইলে অস্বাভাবিক বলিয়া ইহাকে বিশেষ দোষের মধ্যে পরিগণিত করে। হস্তীর লেজ মৃত্তিকা হইতে অন্তত ১ ফুট পরিমাণ উপরে থাকে, ঐ লেজ মৃত্তিকাতে স্পর্শ কিম্বা ততোধিক লম্বা হইয়া মাটী ছেঁচ্ড়াইয়া গেলে, উহাকে ধাড় ডুম্ বলে। ইহাও বিশেষ দোষণীয়। এরূপ প্রবাদ যে, এই দুইপ্রকার হস্তী গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে, নানাপ্রকার অমঙ্গল ও সর্ব্বদা তাহার ধন ক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তী বিনা মূল্যে পাইলেও গৃহস্থের রাখা কর্ত্তব্য নহে। হস্তীর জিহ্বা ও তালু সাধারণতঃ লাল বর্ণের হইয়া থাকে। কিন্তু মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে ইহাকে দোষ বলিয়া পরিগণিত করে। এরূপ হস্তী গৃহস্বামীর কোনরূপ অনিষ্ট করে না বটে, অধিকাংশ দুষ্ট হইয়া থাকে। যে হস্তীর চক্ষ কটা বর্ণ, তাহাকে "ছোলেমানী চক্ষু" বলে। ইহা দোষণীয়। এরূপ হস্তী দুষ্ট এবং গৃহস্থের অমঙ্গল করে বা হয়। হস্তীর কর্ণের পীঠে ছাগলের কাণের ন্যায় একরূপ জট হইয়া থাকে, তাহাও দোষযুক্ত। ইহা গৃহস্থের সর্ব্বদা ধন ক্ষয় ও নানারূপ অমঙ্গল ঘটায়। সাধারণতঃ এই সকল দোষ বিশিষ্ট হস্তী ত্যাগ করিয়া, সুলক্ষণ হস্তী ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী সাধারণতঃ অধিক সুশ্রী দেখায়, এবং অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। অতএব তাহা ক্রয় না করিয়া অধিক মূল্যে ও সুলক্ষণ যুক্ত হস্তী ক্রয় করাই উচিত। যে নরহস্তী সর্ব্বদা পীলখানায় ঝুলিতে থাকে, সেই হস্তী বিশেষ সুলক্ষণ যুক্ত। কিন্তু হস্তিনী হইলে নিতান্ত দোষণীয়। পূর্ব্বোক্ত দোষ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার হস্তীই সাধারণতঃ দেশাচার মতে উত্তম বলিয়া প্রকাশ আছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একদন্ত বিশিষ্ট হস্তীকে গণেশ বলে। হস্তী মধ্যে গণেশ হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা সুলক্ষণ যুক্ত। গণেশ হস্তী যাহার পিলখানায় থাকে, সর্ব্বদা তাহার উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। যে হাতীর বাম পার্শ্বে দন্ত হইয়া থাকে, তাহাকে গণেশ হস্তী বলিযা পরিগণিত করা যায় না। তবে বাম পার্শ্বে দন্ত বিশিষ্ট হস্তী অধিক দোষণীয় নহে। যে দাঁতালের এক দন্ত উপর মুখে ও এক [illegible] কোভিমুখে থাকে, না যাহার এক দন্ত মোটা এক

এবং দন্ত চিকণ হয় কিম্বা দন্তের মধ্যে গিড়া থাকে, তাহারাও দোষ যুক্ত। ... হস্তী রাখা সঙ্গত নহে।

হস্তীর লেজের অগ্রভাগে স্বাভাবিক যে রূপ লোম থাকে, তন্মধ্যে কোনও কোনটীর লেজ লোম শূন্য (অর্থাৎ পুচ্ছে কিছুমাত্র লোম উঠে না)। ইহাদিগকে "বাইলখণ্ডী" (পুচ্ছ বিহীন) বলে। মনুষ্যের মধ্যে যেরূপ মাকুন্দা (শ্মশ্রু বিহীন) হস্তীর মধ্যে ইহা তদ্রূপ। ইহারা যদিও গুরুতর দোষণীয় নহে, কিন্তু ইহা দেখিতে কুশ্রী এবং তত আদরণীয় নহে। যে সকল হস্তীর লেজ কাটা থাকে, তাহাকে "বাণ্ডা" বলে। জঙ্গলে হস্তীদের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, একটী অন্যের লেজে কামড় দিয়া ... চেষ্টা করে। এই জন্যেই প্রায় অধিকাংশ জঙ্গলী হস্তীর ... বাণ্ডা) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রকৃত কোনরূপ দোষনীয় নহে। কেবল মাত্র দেখিতে কুশ্রী।

পশ্চিম অঞ্চলে বাণ্ডা হস্তীকে অর্দ্ধেক হস্তী বলিয়া পরিগণিত করে এই জন্যই ইহাদিগের মূল্য কোন স্থানে অনেক অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া থাকে যদি কোন বিশেষ গুণযুক্ত থাকে, তাহাহইলে উচিত মূল্যেও বিক্রয় হইতে পারে।

হস্তীর বয়স নিরূপণ।

মনুষ্যের কিম্বা অন্যান্য জন্তুর মুখ ও শরীরের লক্ষণ দেখিলেই তাহার বয়সের পরিমাণ ঠিক করা যায়। তদনুসারে হস্তীও শরীরের ও মুখের চেহারা দেখিলেই বয়সের কমি বেশী নিরূপণ করা যাইতে পারে। অতি শৈশবকালে, হস্তীর গাত্রচর্ম্ম লালাভা যুক্ত থাকে। ক্রমশঃ বয়াধিক্যের সহিত বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া যায়। অনেকে সংস্কার থাকিতে পারে যে, হস্তীর গাত্রে ছিট, অর্থাৎ সাদা সাদা দাগ উঠিলে বৃদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। ছিট, উঠার সহিত হস্তীর বয়সের কোন সংশ্রব নাই। হস্তীর গাত্রে

কোনরূপ ঘা হইলেই সে স্থান শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। হস্তীর গরমী ঘা হইলে ঐ ঘা কপালে, শুঁড়ে, কাণে, গলায় ও বক্ষে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। উক্ত ঘা শুকাইলেই গাত্রে ছিট্ ছিট্ সাদা বর্ণের সমস্ত দাগ হয়। হয় ত এই কারণেই অনেকে ভ্রম বশত যুবা হস্তীকেও বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে। একটী বাচ্ছা হস্তীরও গরমি ঘা হইলে সর্ব্বাঙ্গে ছিট্ জন্মিতে পারে। কিন্তু কোন কোনও বৃদ্ধ হস্তীর হয় ত দেখা যায় না। হস্তীর বয়স নিরূপণের প্রধান চিহ্ন এই যে, বাল্যাবস্থায় অর্থাৎ ১৫ ১৬ বৎসর পর্যন্তও পায়ের নখচন্দ্র কৃষ্ণ বর্ণ থাকে। যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলেই নখচন্দ্র শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই, যে পর্য্যন্ত হস্তীর বয়স উন্নত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ ৩০।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কর্ণের উপরিভাগ উন্নত থাকে। যতই বয়ঃবৃদ্ধি হয়, ততই কাণের উপরিভাগ হেলিয়া আসিতে থাকে। এবং অতি বৃদ্ধ হইলে কাণের উপরিভাগ দুইভাগ হইয়া হেলিয়া পড়ে। তখন ইহারা স্ফূর্ত্তি বিহীন, ধীরগামী, দুর্ব্বল ইত্যাদি বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হস্তীর মনুষ্যের ন্যায় ১২০ বৎসর আয়ু সংখ্যা। যে সকল কুঞ্জরের মস্তক ও কর্ণ বৃহৎ, শুঁড় মোটা ও লম্বা, লেজ পুচ্ছ বিশিষ্ট, পৃষ্ঠ দেশ সমান, মস্তক স্কন্ধ অপেক্ষা উচ্চ,মুখ লম্বা কপাল ও কুম্ভ উচ্চ, পা মোটা তাহারা সুশ্রী বলিয়া পরিগণিত। দাঁতাল হস্তীর মধ্যে যাহাদিগের মস্তক বড় এবং লম্বা ও দন্তদ্বয় সমান ভাবে অবস্থিত, তাহারা সুশ্রী মধ্যে গণ্য। পালং, চোক্‌মা, ও সুরত দন্ত বিশিষ্ট দাঁতাল হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শ্বেত বর্ণের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুশ্রী বলিয়া পরিগণিত। সাধারণতঃ হস্তীর বর্ণ উজ্জ্বল, কৃষ্ণ বর্ণ বা নীলাভা যুক্ত হইলেই উৎকৃষ্ট দেখায়। হস্তীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক দন্ত বিশিষ্ট থাকিলে তাহাকে গণেশ বলে। ঐ হস্তী অত্যন্ত সুশ্রী ও আদরণীয়। যে সকল হস্তীর মস্তক এবং কাণ ছোট, মাথা কিছু নিম্ন পৃষ্ঠ দেশ বক্র, (ঠিক কুব্জের ন্যায়), শুঁড় ক্ষুদ্র ও সরু, পা চিকণ ও অপরিমিত লেজ ও পুচ্ছ বিহীন, শরীরের কোনরূপ দোষ কি জন্ম কালাবধি অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি কোনরূপে কুদৃশ্য হইলে তাহাকে কুশ্রী বলা যায়। যে সকল দাঁতাল হাতীর দাঁত সোজা ও নিচু মুখ এবং সরু হয়, কিম্বা একটী নীচে ও অপরটী উপরে থাকে, একটী মোটা অপরটী সরু হয়, দন্তে গিট থাকে, তাহা

অতিশয় কুশ্রী মধ্যে পরিগণিত। যাহাদিগের লেজ খাট থাকে, দাঁত কোন রূপ ভগ্ন হইয়া যায়, তাহারাও কুশ্রী মধ্যে পরিগণিত।

হস্তী অবয়বের দোষ গুণ নির্ণয়।

হস্তীর শরীরের বাঁধ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। যথা, কুমিরিয়া বাঁধ, মিড়কা বাঁধ, একহারা বাঁধ, দোহারা বাঁধ, শৌলা বাঁধ, গাঁঠিয়া বাঁধ ইত্যাদি। যে সকল কুঞ্জরের পা খাট, অথচ পেট ও শরীরের আয়তন বৃহৎ ও হৃষ্ট পুষ্ট, এবং বৃহদাকার, ইহাদিগকে কুমিরিয়া বাঁধের হাতী কহে। ইহারা বিশেষ কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল হইয়া থাকে। ইহাদিগের আহারাদির বিশেষরূপ যত্ন না হইলেও সহসা দুর্ব্বল হয়না। শরীর দেখিলে বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। এই হাতীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহারা কিছু ধীরগামী হইয়া থাকে। যে সকল হস্তীর অবয়ব দীর্ঘাকার হয়, এবং পদ লম্বা অথচ কুশ্রী নয় তাহাকে মিড়কা বাঁধ হস্তী কহে। ইহারা দ্রুত গমনে সুপটু। এই বাঁধের হস্তীই প্রায়শই অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারাও বিশেষ আদরণীয়।

যে সকল কুঞ্জরকে বল ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহারে ও উপযুক্ত পরিচর্য্যাদি দ্বারা বিশেষ যত্ন করিলেও মোটা ও সুদৃশ্য হয়না তাহাদিগকে একহারা বাঁধের হস্তী কহে। ইহারা দ্রুত গমনে বিশেষ সক্ষম হয়। কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া এই প্রকারের হস্তী দ্বারা কেবল আরোহণের কার্য্য ভিন্ন হাওদা উঠাইয়া শিকার কিম্বা কুমকীর কার্য্য ইত্যাদি অধিক বলের কার্য্য কদাচ নির্ব্বাহ হয়না। সাধারণতঃ কুশ্রী দেখায়।

যে সকল হস্তীর বাঁধ অত্যন্ত মোটা, বলবান, চামড়া অতিশয় পুরু ও কর্কশ, হাড় মোটা, শরীর বৃহদাকারে হইয়া থাকে, তাহাদিগকে দোহারা বাঁধের হাতী কহে। ইহারা বিশেষ বলবান, কার্য্যক্ষম, পরিশ্রমী ও সুশ্রী, কষ্ট সহিষ্ণু ও অল্পাহারী হইয়া থাকে। ইহা মোটা মানুষের ন্যায় অল্পাহারেও পুষ্ট থাকে। গমনে প্রায়ই ধীর হয়, হস্তীর মধ্যে ইহারাও শ্রেষ্ঠ।

যে সকল হাতীর শরীর লম্বা, ক্ষীণ, ও শৌল মৎস্যের ন্যায় গোলাকার, তাহাদিগকে শৌলাবাঁধের হাতী বলে। এহস্তীও তত ভাল নহে। ইহাদের শরীরের অস্থিগুলি মাংসেরদ্বারা জড়িত হইলেও মোটা বা দেখিতে সুশ্রী হয়না পা লম্বা, কাণ ও মাথা ছোট এবং শুঁড় খাট হয়। কিন্তু অতিশয় দ্রুতগামী হইয়া থাকে। বলের কার্য্যে একেবারেই অপটু। এসকল হাতীর উপরে হাওদা কসা উপযুক্ত নহে।

যে সকল হস্তী খর্ব্বাকার, উচ্চে কদাচিত ৭। ৮ ফিট হয়, তাহাদিগকে গাঠিয়া বাঁধ হস্তী কহে। ইহাদের পৃষ্ঠ দণ্ড স্বভাবতই বক্র, পেট মোটা, পা খাট হইয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও বলবান হয় কিন্তু দেখিতে সুশ্রী কি বেশী উচ্চ হয়না। যাহার চর্ম্ম অতিশয় ঢিলা ও মোটা, গণ্ডারের চামড়ার ন্যায় দৃঢ়, ও গায়ে সিমুলের কাঁটার ন্যায় কাঁটা কাঁটা চিহ্ন তাহাকে গীড়: খালী হাতী বলে।

এইরূপ চামড়া বিশিষ্ট হস্তীই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহারাও সহসা দুর্ব্বল হয় না এবং দেখিতে সুশ্রী। ইহাদিগের পশ্চাদ্ভাগের চামড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত। গমন কালে চামড়াগুলি থল থল করিয়া নড়িয়া থাকে। এইরূপ হস্তী অতিশয় বৃহৎ আকারের হয়। কোন কোন হস্তীর চামড়া রসুনের ছালের মত পাতলা শরীরে লগ্ন। কোন স্থানের চামড়া কুঞ্চিত কিম্বা ঢিল দেখা যায় না, তাহাদিগকে পাতলা চামড়া বা পাতলা খালের হাতী বলে। ইহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অল্প মাত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিছুতেই মোটা হয় না। এক দিবস আহারাদির ত্রুটী হইলেই, প্রায় চলৎ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে। একবার দুর্ব্বল হইলে, সহসা সবল হইতে পারে না। সাধারণতঃ যে সকল হস্তীর চামড়া মোটা ও ঢিলা, বলবান, স্কন্ধদেশ অতিশয় মোটা এবং ঘাড় খাট, সেই সকল হাতীই উত্তম। ও সর্ব্ব কার্য্যে উপযুক্ত।

হস্তী ক্রয় বিক্রয়।

হস্তী ক্রয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ কোন দুষ্টামী আছে কি না, দেখিতে সুশ্রী কিনা, এবং বয়স ও কোন প্রকার অবয়বের বৈলক্ষণ্য আছে কি না, চক্ষু কাণ কিম্বা পদ ভগ্ন ইত্যাদি কোন অঙ্গ ভঙ্গ আছে কি না, বিশেষরূপ দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। হস্তীর পায়ের নখ সম্পূর্ণ, (অর্থাৎ ১৮টী) আছে কি না, দেখা আবশ্যক। তালু ও জিহ্বা গোলাপী কি লাল রঙ্গের হইলে তাহাই সুলক্ষণ। উহা দেখিতে হইলে, উহার শুঁড় ঊর্দ্ধদিকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেই মুখ 'হা' হইয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তালু ও জিহ্বা দৃষ্ট হয়। যদি সহজে শুণ্ড না উঠায়, তাহা হইলে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া শুঁড় ঊর্দ্ধে উঠাইয়া 'হা' করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। নব ধৃত হস্তীর জিহ্বাও এইরূপ বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হয়। অসতর্ক অবস্থায় দেখিতে চেষ্টা করিলে প্রাণ নষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। হস্তী ক্রয় করিতে হইবে বলিয়াই ১০০০৲ টাকা মূল্যের হস্তী ৫০০০৲ টাকায় লওয়া উচিত নহে। যে স্থানে হস্তী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া ক্রয় করা উচিত। দোষযুক্ত হস্তী অতি সুলভ মূল্যে পাইলেও তাহা ক্রয় করা উচিত নহে।

হস্তীর মূল্য নির্দ্ধারণ।

রেঙ্গুণ ও শ্যাম দেশে, মধ্যম হস্তিনীর মূল্য পাঁচ শত হইতে হাজার বার শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নর হস্তী ৭।৮ ফিট উচ্চ ও সুশ্রী, গুণানুযায়ী এক হাজার বা দেড় হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৮ ফিটের উপর ১০।১১ ফিট উচ্চ হস্তী, দেড় হাজার হইতে তিন হাজার মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু রেঙ্গুণ হইতে হস্তী আনিতে হইলে বিশেষ কষ্ট ও ব্যয় বাহুল্য। বহু দূর ও

দুর্গম পথ বিধায় ৭।৮ মাসের কমে এদেশে আসিতে পারে না। ৩।৪ শত নদী ও সমুদ্রের শাখা (ক্ষুদ্র উপসাগর) লঙ্ঘন করিয়া আসিতে হয়। কেহ কেহ ষ্টিমার যোগে আনাইয়া থাকে, তাহাতেও অধিক ব্যয় পড়ে। প্রত্যেক হস্তীতে ন্যূনকল্পে সাত আট হাজার এবং বড় হইলে এক হাজার বার শত টাকা খরচ আবশ্যক হব। সেখান হইতে ২০০০৲ টাকা মূল্যে হস্তী ক্রয় করিয়া আনিলে বঙ্গদেশে উহার মূল্য ৫।৬ হাজার টাকা হইয়া থাকে। পশ্চিম প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রদেশেই উহার মূল্য ১০।১২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় বঙ্গদেশের পাহাড়ের হস্তী মধ্যে ৫।৬ ফুট উচ্চ হাতীর মূল্য ৩০০৲ হইতে ৮০০৲ শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। হরিহর ছত্রের মেলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে ঐ সকল হস্তীর মূল্য ১৫।১৬ শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বঙ্গদেশে মধ্যবর্ত্তী হস্তীর মূল্য ১৫০০৲ টাকা হইতে আড়াই হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে ঐ আকারের হস্তীর মূল্য পাঁচ ছয় হাজার পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিযাছে। বৃহৎ গুণ্ডা হস্তী ৯।১০ ফুট কিম্বা ততোধিক উচ্চ হইলে, দুই হাজার হইতে ৪।৫ হাজার পর্য্যন্তও হইতে পারে। এইরূপ হস্তী পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশ হাজার মূল্য হওয়াও অসম্ভব নহে।

এক বৎসর গারোহিলে গবর্ণমেণ্ট খেদায এমন একটী বৃহৎ হস্তী ধৃত হইযাছিল যে, কোন এক সওদাগর ২২ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামের নিকট ষোল হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। গারোহিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি বৎসর খেদা হওয়ায়, তথায় আজকাল হস্তীর মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে। ৭।৮ শত টাকা হইলে মাঝারি রকমের একটী উপযুক্তরূপ হস্তী পাওয়া যাইতে পারে। দেড় হাজার, দুই হাজার টাকায় বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট হস্তী পাওয়া যায়। অধিক বয়স বা কোনরূপ দোষ থাকিলে ২।৩ শত, এমন কি ৫০।৬০৲ টাকা মূল্যেও পাওয়া গিয়া থাকে। আফ্রিকার হস্তীর মূল্য দেড় হাজার, দুই হাজার এবং বড় হইলে ৩।৪ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার হাতী জাহাজে এবং রেল গাড়ী ভিন্ন আনিবার অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং তাহাতে ব্যয় বিস্তর হইয়া থাকে। তজ্জন্য এদেশে আফ্রিকার হাতীর আমদানি নাই। কতিপয়

বৎসর পূর্ব্বে, গবর্ণমেন্ট খেদার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জি, পি, সেণ্ডারসন্ সাহেব আফ্রিকা হইতে ৭।৮ ফুট উচ্চ এক জোড়া হাতী আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ৩।৪হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। ঐ হস্তী দুইটিকে কুত্রাপি বিক্রয় করিতে না পারিয়া, ৩০০০০৲ হাজার টাকা মূল্যে বলরামপুরের মহারাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বলরামপুর ভিন্ন আফ্রিকার হস্তী আর কোথাও দেখা যায় না। গুজরাটী হস্তীর মূল্য তত অধিক হয় না। উহা কর্ম্মোপযুক্ত নহে বলিয়া সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলকথা, সুশ্রী ও কুশ্রী দোষগুণের তারতম্যানুসারে হস্তীর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুশ্রী এবং দোষ যুক্ত দ্বিগুণ বড় হস্তীর মূল্য অপেক্ষা, একটী গুণবান ছোট হস্তী মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

হস্তী আরোহণের সুবিধা।

দূরপথে যাইতে হইলে, হাতীর গদি কসিয়া চড়িয়া যাওয়াই সুবিধাজনক। উক্ত গদির উপর চারজামা কসিয়া চড়িলে আরও বিশেষ সচ্ছন্দতার সহিত যাওয়া যায় এবং পড়িবারও কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চারজামার রসি অত্যন্ত কসা থাকে বলিয়া, হাতী অল্প সময়ের মধ্যে কাতর হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা সাধারণ সোয়ারির নিমিত্ত চারজামা ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা হস্তীতে চড়িতে ভয় করেন, তাঁহারাই চারজামা কসিয়া থাকেন। যে দেশে অধিক পরিমাণ হস্তীর ব্যবহার আছে, তদ্দেশীয় লোকেরা গদির উপর আরোহণ করিতে সুবিধাজনক বোধ করে। ইহা ব্যতীত, হিংস্র জন্তু শীকারাদির জন্য হাওদা ব্যবহার হয়। ইহাতে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিরাপদে শীকার করা যায়। কিন্তু হাওদা অত্যন্ত ভার বলিয়া তাহা হস্তী অধিকক্ষণ বহিতে সক্ষম হয় না।

অকারণে হস্তীকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত হাওদা ব্যবহার করাইলে অত্যন্ত

ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এমন কি দৃঢ় রশার ঘসনে উহার বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠে। কখন কখন রক্তও বাহির হয়। ঘা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। হাওদাতে চড়িয়া কোনরূপ আরাম পাওয়া যায় না। কারণ বেশী উচ্চ বলিয়া শরীরে অধিক পরিমাণে ঝাঁকি লাগে। এই সকল কারণেই অভিজ্ঞ শীকারীরা হস্তীতে কেবল মাত্র গদি কসিয়া, হাওদা, গাড়ী কিম্বা অন্য সংযোগ দ্বারা শীকার স্থানে লইয়া যাইয়া আবশ্যক মত তথায় কসিয়া লন এবং শীকার সমাধা হইলে হাওদা খুলিয়া ফেলেন। হাওদা কসিতে হইলে, হাতীর বক্ষঃ-স্থলে পুরু চামড়া দিয়া উহার উপরে রশা কসান উচিত। ইহাতে সহজে বক্ষঃস্থলের ছাল যাইতে পারে না এবং কতকাংশ যাতনার লাঘব হয়। হাতী নানারূপ গুরুভার বহন করে, তজ্জন্য গদির নীচে গাদলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যেমন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আঘাত না লাগার জন্য নইলখোর অথবা জিনপোষ ব্যবহার করে, তদ্রূপ হাতীর পৃষ্ঠে আঘাত না লাগার জন্য গদির নীচে ব্যবহারার্থ ৩।৫ পরদা জমাট অথবা সাধারণ মোটা কম্বল কিম্বা থারুয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তোষকের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। গাদলা, হাতীর এবং তাহার গদির পরিমানুযায়ী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ গাদলা, ৫।৬ফুট লম্বা ৪।৪॥ফুট প্রস্থ এবং ২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু হইলেই হইতে পারে। গদীর নীচে ব্যবহার করা উচিত এবং রশার দ্বারা লেজের নীচে ক্ষত না হয় তজ্জন্য [illegible] কি পিতলে "দুমচি" ব্যবহার করিলে ভাল হয়। নিতান্ত পক্ষে কোমল "দুমচি" প্রস্তুত করিয়া দিলেও হইতে পারে। পশ্চিম প্রদেশের রাজারা হাতীর উপর আম্বরী কসিয়া থাকেন। উহা প্রায় হাওদার ন্যায়; কেবল উপরে বৃষ্টি রৌদ্রাদি নিবারণ জন্য কাপড়ের ছাদ থাকে। ঐ আম্বরী বহু মূল্যবান। উহা নানাপ্রকার কারু কার্য্যাদি করিয়া সুন্দররূপে প্রস্তুত করান হয়।

হস্তীতে আরোহণ প্রণালী।

হস্তীকে প্রথমতঃ বসাইয়া, ত্রস্তভাবে হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে রশা ধরিয়া উপরে আরোহণ করা কর্ত্তব্য। উচ্চ হস্তীতে হাওদা কি চারজামা কসা হইলে, তাহাতে কাঠের শিঁড়ি দ্বারা চড়িতে হয়। কিম্বা অন্য হাতীতে উঠিয়া, হাওদার হস্তীকে একত্রে নিকটস্থ করতঃ সহজেই উঠা যাইতে পারে। হাতীর উপর বসিবার সময় পিঠাপিঠী হইয়া রশা ধরিয়া সাবধানে বসিতে হয়। যেন হাতী কোনরূপ দুষ্টামি করিলেও সহসা পড়িতে না হয়। কোন কোন হস্তী, আরোহী পড়িবা মাত্র পদাঘাত করে। এই জন্য লোকে বলে "আটে পিঠে দড়, তবে হাতী ঘোড়া চড়"। হাতীতে বসিয়া একবার স্থান পরিবর্ত্তন করিলে,সেই আরোহীর পক্ষে তৎপর হাতীতে বসিয়া থাকা অতি কষ্টকর হইয়া থাকে। এই জন্য প্রকাশ যে, হাতীতে চড়িয়া বসিলে নড়িতে নাই। স্থির হইয়া সাবধানতার সহিত বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য। মাহুতেরা হস্তীর শুঁড় এবং চারি পা দিয়া অনায়াসে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারে। উহা কেবল অভ্যাসের কার্য্য। কিন্তু ভদ্রলোকের পক্ষে অবিধেয়। সুশিক্ষিত মাহুতেরা ৫।৭ হাত দূর হইতে এক হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অন্য পৃষ্ঠে অনায়াসে লাফাইয়া যাইতে পারে।

হস্তী সম্বন্ধে দুইটী গল্প।

অনেকে বলেন, হস্তীর মুষ্ক মস্তকে থাকে। এ সম্বন্ধে একটী উপকথাও আছে। একদা হস্তীর সহিত সামুদ্রিক ইঁচামাছের বিবাদ হইয়াছিল; সেই বিবাদে হস্তী বলিয়াছিল যে, ইঁচা! এক পদাঘাতে তোর মলভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিব। ইঁচামাছ তাহা শুনিয়া, মলভাণ্ডকে আপন মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক

আস্ফালন করিয়া বলিল, আচ্ছা আয়, আমি স্ব মস্তকের করাত দ্বারা তোর মুক্ষ দ্বিখণ্ড করিয়া দিতেছি। তখন হস্তীও আপন মুক্ষ মস্তকে রাখিয়া, ইঁচার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। তদবধি হস্তীর মুক্ষ ও ইঁচামাছের মলভাণ্ড মস্তকেই আছে। এ প্রস্তাবটী নিতান্ত অমূলক রহস্যজনক। অন্যান্য পশুগণের যে স্থানে মুক্ষ থাকে হস্তীরও ঠিক সেই স্থানে আছে। চর্ম্মের নীচে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বকর্ত্তা যে জন্তুর যে স্থানে যে অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ব্যতিক্রম করা জীবক্ষমতার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাও প্রবাদ যে, হস্তী কত বেল খাইয়া যে মল ত্যাগ করে, সেই মল মধ্যে, সার শূন্য (ভিতরে ফোঁপা) ঐ কত বেল পুনঃ বাহির হয়। তাহাও ভ্রান্তিমূলক। যে হেতু হস্তী কোন পদার্থই ভক্ষণ করুক না কেন, তাহা ভালরূপে চিবাই ভক্ষণ করে। সুতরাং অখণ্ডিত কত বেল সার শূন্য হইয়া কখনই বাহির হইতে পারে না।

হস্তীর আরোহী নির্ণয়।

যে ব্যক্তি বলবান, সাহসী, এবং পরিশ্রমী; তিনিই হস্তীর উপযুক্ত আরোহী। নূতন, অনভিজ্ঞ, দুর্ব্বল বা রুগ্ন মনুষ্য হস্তীতে উঠিলে, তাহার সচ্ছন্দতা হওয়া দূরে থাকুক, আরও বিশেষ কষ্টের কারণ হয়। এমন কি শরীর ও কোমরের বেদনা হইয়া জ্বর হইতে পারে। যাঁহারা শীকারী এবং সর্ব্বদা হস্তী ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান অভ্যাস, তাহারা একাদিক্রমে একমাস পর্য্যন্ত হস্তী পৃষ্ঠে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেও কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভূত হয় না। বরং অন্য যান অপেক্ষা হস্তীই তাঁহাদের বিশেষ পছন্দনীয় এবং আরামদায়ক। অতি স্থূলকায় ব্যক্তির হস্তী ভিন্ন অন্য বাহনে আরোহণ করা কষ্টকর। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া হস্তীতে চড়ে। কিন্তু অতি কষ্টের সহিত বসিয়া থাকে। যাহারা হাতী দেখিলেই কিম্বা হাতীতে চড়িলেই ভীত হয়,

এরূপ ব্যক্তির কদাপিও হাতীতে উঠা উচিত নহে। একজন ভীত ব্যক্তি হস্তী হইতে পড়িলে, হাতীর অপর আরোহীগণকে সহ ভূতলশায়ী না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। হস্তী দ্রুতবেগে দৌড়িলে বা দুষ্টামি করিলে, পরিপক্ক আরোহীরা কিছুতেই ভীত বা ভূমিস্যাৎ হইবে না। পরিপক্ক শীকারীদের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, শীকারের পশ্চাৎ হস্তী প্রাণপণে ধাবমান হইতেছে, হস্তীর কোন স্থান না ধরিয়া দুইহাতে বন্দুক লইয়া, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া মারিতে পারেন। বিনাবলম্বনে বসিয়া থাকিলেও কখনও ভূমিস্যাৎ হইবে না। অজ্ঞ লোক হাতীতে উঠা মাত্রই কিম্বা বসিলেই অকারণে ভূতলে পড়িতে পারে।

হস্তী আরোহণের দোষ গুণ এবং আবশ্যকতা।

কোন স্থানে যাতায়াত এবং যুদ্ধের জন্য হস্তীর বিশেষ আবশ্যক। হস্তী দ্বারা শীকারাদির কার্য্য যেরূপ নির্ভয়ে সম্পাদিত হয়, এরূপ অন্য কোন বাহণের দ্বারা হয় না। হস্তী যানে জল, জঙ্গল, কর্দ্দম, কণ্টক, হিংস্র জন্তু কিম্বা ঝড়, বৃষ্টির কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। অন্ধকার রাত্রে যেখানে শতলোক একত্র হইয়া যাইতে পারে না, সেখানে একটী হস্তীর সাহায্যে অনায়াসেই যাওয়া যাইতে পারে। একত্রে ৫।৭ জন লোকও বাক্যালাপ করতঃ চতুর্দ্দিক স্বাধীনভাবে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, হস্তীর পৃষ্ঠে গমনাগমন করা যায়। হস্তী আরোহীরা হস্তী ভিন্ন অন্য কোনরূপ যান পছন্দ করে না।

হস্তী শান্ত স্বভাবে সুশিক্ষিত হইলে, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু হস্তী অশান্ত ও অশিক্ষিত হইলে আরোহীর প্রাণ পর্য্যন্তও নাশ করিতে পারে। দুষ্ট বা খুনীরা হস্তীতে কদাচ আরোহণ করা বিধেয় নহে। হস্তীতে অবশ্য রৌদ্র বৃষ্টির আশঙ্কা আছে, কিন্তু বৃহৎ ছত্র ইত্যাদি কোনরূপ সুবিধা করিয়া লইলে বিশেষ কষ্টের কারণ হয় না। এতদাভাবে যাঁহারা

রৌদ্র, বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদিগেরই হস্তীতে আরোহণ করা সুখকর

দেশ ভেদে হস্তীর আবশ্যকতা এবং তাহার আদর ও ব্যবহার।

ব্রহ্মদেশে হস্তী দ্বারা হলবহণ কার্য্য করে এবং পাহাড় হইতে বৃহৎ বৃহৎ কাঠ বাহির করাইয়া লয়। আরোহণ ও শীকারাদিতে হস্তী ব্যবহার হয়। ঐ দেশে গো মহিষের ন্যায় প্রায় সাধারণ গৃহস্থেরও ২।৫টী হাতী আছে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে হস্তী ব্যতীত অন্য কোন যান ব্যবহারের সুবিধা নাই বলিয়া হস্তীর বিশেষ দরকার ও আদর। কাছাড়, ভূটান, আসাম প্রভৃতি স্থানেও হস্তীর বিশেষ আদর। আসাম ভিন্ন, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া, উত্তর ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হস্তীর আবশ্যকতা অধিক দেখা যায়। যে যে স্থানে নদীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তথায় নৌকা ব্যবহার হয় না। শীকারে শীকারিদিগের নিকট হস্তী বিশেষ আদরণীয় ও প্রয়োজনীয়। পশ্চিমে রাজাদের নিকট হাতীর যথেষ্ট আদর। প্রতিরাজধানীতেই ১০।২০।৫০।১০০ পর্য্যন্ত হস্তী আছে। হাতী বাড়ীর শোভাবর্দ্ধক এবং লক্ষ্মীর চিহ্ন স্বরূপ। ভাগ্যবান ব্যক্তির বাটী ভিন্ন হতভাগা লোকের বাটীতে কখন থাকে না। পাঁচটী হাতী একস্থানে দাঁড়াইলে, সে স্থানের অতি উত্তম শোভা হয়। তন্মধ্যে দন্তাল হস্তীর শোভা আরও অধিক। যে রাজধানীর সন্মুখে হাতী নাই, তাহা রাজবাটীর যোগ্য নহে। হস্তী পৃষ্ঠে নানাপ্রকার কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত বহু মূল্য বসনাদি দ্বারা পরিপাটীরূপে সাজাইয়া কোন আড়ম্বরাদির সঙ্গে বাহির করিলে, সকলের উপর হাতীর সৌন্দর্য্যভা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাতী মহাকুৎসিৎ হইলেও অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

পৃথিবীতে হাতীর তুল্য কোন্ প্রাণী বড় আছে ? একটী হাতী থাকিলে দশ খানা গাড়ী বা নৌকার কাজ অনায়াসে চলিতে পারে। কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, রাজসাহী, নদীয়া প্রভৃতি কতগুলি স্থানে হাতীর ব্যবহার কিছু কম। এ সকল প্রদেশে হস্তীর আহারীয় দ্রব্যাদি যোগান বড় কঠিন, তৎপ্রদেশীয় ব্যক্তিরা হস্তীর আবশ্যকতাও ততদূর মনে করে না। যদিও কোন কোন স্থানে ২। ৪টী হাতী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায় অনাহারে ও অযত্নে অস্থিচর্ম্ম সার হওতঃ মৃত প্রায় হইয়া থাকে। যে স্থানে ঐ দ্রব্যের অধিক প্রয়োজন, সে স্থলে তাহার আদর এবং যত্ন অধিক, একথা বলা বাহুল্য।

পালিত হস্তীর বাসস্থান।

হস্তীর পীলখনা সাধারণের দর্শন ও শোভা বর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে হওয়া উচিত। বিশেষতঃ নিজের সম্মুখে থাকায় হস্তীর যথোচিত তত্ত্বাবধান ও যত্ন করা যাইতে পারে। নচেৎ চক্ষের অন্তরালে কেবল মাহুতের তত্ত্বাবধানে রাখিলে, সে সকল হস্তী অনশনে প্রায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। হস্তীর পীলখানা উত্তরদ্বারী হওয়া কর্ত্তব্য। হস্তীগুলি উত্তর মুখ করিয়া বাঁধা হইলে সূর্য্যের রশ্মি আসিয়া হাতীর চক্ষে লাগিয়া কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। হস্তীর পক্ষে রৌদ্র বড়ই অসহনীয় ক্লেশদায়ক। হস্তীকে সর্ব্বদা শীতলস্থানে রাখা কর্ত্তব্য। বড় বৃক্ষের নীচে, সুবিধাজনক স্থান হইলে, হস্তীর বাসস্থান করা যাইতে পারে। অনেক হস্তীপ্রিয় ও সৌখিন ধনাধ্যক্ষেরা পীলখানায় বড়ঘর কিম্বা দালান দিয়া মেজে পাকা করিয়া সান বাঁধিয়া দেয়। কেহ বা কাঁচা স্থানে কাঠের পুরু তক্তা বসাইয়া দেয়। হস্তী তদুপরি পা রাখিয়া বিশেষ আরামের সহিত থাকে। কাঁচা স্থানে হাতী রাখিলে, সে স্থানে মল মূত্র জনিত কাদা হইয়া, হস্তীর পায়ে ঘা

এবং অন্যান্য ব্যায়রাম সৃষ্টি করায়। কাচাস্থানে বাঁধা হওয়া মাত্র, স্থানান্তরিত করিয়া নূতনস্থানে বাঁধা কর্ত্তব্য। এই স্থানে গোঁজা, কণ্টক, ইট, ঝামাদি না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। হস্তী তাহাতে শুইলে যেন গাত্রে কোনরূপ আঘাত না লাগে। তজ্জন্য ঐ স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। কোন হস্তী পীড়িত হইলে, তাহার শরীরে রৌদ্র এবং বৃষ্টির জল পতিত না হয়, এনিমিত্ত উহার উপর ঘর তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে হস্তী জঙ্গলে এরূপ পাকাস্থান ও ঘর কোথায় পায়? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা জঙ্গলে স্বাধীনভাবে, নানাস্থানে নানারূপ ঔষধীয় গুল্মাদি ভক্ষণ করিয়া, ঈশ্বরানুগ্রহে নিরোগী হইয়া মনের স্ফূর্ত্তির সহিত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ও আপনাদিগের সচ্ছন্দতাজনক নিরাপদ স্থান আপনারাই সন্ধান করিয়া লয়। এক পীলখানায় ২।৪টী বা, বহু হস্তী বান্ধিতে হইলে, পরস্পর কেহ কাহাকে মারিতে না পারে এবং একে অন্যের আহারীয় 'চারা' লইতে না পারে, এরূপভাবে অর্থাৎ ৭।৮ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বান্ধিতে হয়। এরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বান্ধিলে, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যতা দেখায়।

হস্তীর সাহায্যে নানাপ্রকার হিংস্রজন্তু শিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকার করিতে হইলে, হস্তী অপেক্ষা কোন বাহনই প্রশস্ত ও নিরাপদ নহে। যদিও কোন কোন দেশে কোন কোন শিকারী পদব্রজে কিম্বা ঘোটকাদির সাহায্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও শিকার করেন, তাহা যে নিতান্ত বিপদজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইংরেজগণ এবং পশ্চিমপ্রদেশস্থ উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

সর্ব্বদাই এইরূপ অসমসাহসীক শিকারে প্রবৃত্ত হইয়া, থাকেন। যদিও বাঙ্গালীরা ভীরুস্বভাব, কিন্তু তাহাদিগের হিতাহিত বিবেচনা থাকায় শিকারে বিপদগ্রস্থ হইতে প্রায় শুনা যায় না। হিংস্র জন্তু শিকার করাকে সহজ কাজ বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহাতে সর্ব্বদাই বিপদ এবং প্রাণহানীর আশঙ্কা। জঙ্গলে নানারূপ সর্প, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি দংশন এবং বন্য বিষাক্ত উদ্ভিদের দ্বারা অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ব্যাঘ্র শিকার অতি ভয়াবহ কার্য্য, ব্যাঘ্র আক্রমিত হইলে, হস্তী ও মাহুতকে, এমন কি হাওদাস্থিত শিকারীকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে না। এই সময়ে শিকারী ভীত ও অধৈর্য্য না হইয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, উহাকে নিরস্ত বা দমন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অধীর হইলে, উহা কর্ত্তৃক প্রাণ সংশয় আশ্চর্য্য নহে। ভীত, দুর্ব্বল, অনভিজ্ঞ এবং যাহারা ক্লেশসহিষ্ণু নহে, এরূপ লোকের শিকার করিতে কিম্বা শিকার দেখিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়। যেহেতু কোনপ্রকার হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে, ভীত ও জ্ঞান শূন্য হইয়া রক্ষার উপায় ভুলিয়া গেলে, হস্তী হইতে ভূতলে পড়িয়া যায়। তখন শিকারীর শিকার করা দূরে থাকুক, অজ্ঞ দর্শকের জীবন রক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। ব্যাঘ্র শিকার করিতে হইলে, হস্তীতে হাওদা কসিয়া তদুপরি যাওয়াই সঙ্গত। হাওদা থাকিলে বিপদাশঙ্কা অনেক পরিমাণে কম এবং দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, সুবিধার সহিত বন্দুক চালনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। শিকারের সময় ব্যাঘ্রের লক্ষ্য মাহুতের প্রতি নাথাকিয়া প্রায়শই শিকারীর প্রতি থাকে। বড় বড় ব্যাঘ্র, এইরূপে শিকারীর সন্মুখে পড়িয়া মাহুতকে অতিক্রম পূর্ব্বক শিকারীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। শিকার করিবার সময় অগ্র পশ্চাৎদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেহেতু অনেক শিকারী এইরূপ অনাবধানতা বশতঃ সম্মুখবর্ত্তী অনেক প্রাণীর প্রাণ হনন করিয়া থাকে। এই সময় বন্দুকে গুলী পূর্ণ করিয়া ঘোঁড়া উঠাইয়া, সর্ব্বদা শিকারের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বন্দুক আওয়াজ হইলে, কোন অনিষ্ট না ঘটে; এজন্য বন্দুকের নল সতর্কভাবে ঊর্দ্ধমুখে রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শিকারকার্য্যে বিশেষ পটু, তাহারা যেরূপেই হউক, শিকারের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ হস্তীকে ধাবমান করাইয়া, ঐ অবস্থায় অনায়াসেই লক্ষ্য করিয়া শিকার করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বদা হস্তীর উপর থাকিয়া শিকার করায়, তাঁহারা এরূপ পরিপক্ক ও পারদর্শী হয় যে, তাঁহাদের দুইহাত বন্দুক রক্ষণে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিনাবলম্বনে হস্তীতে বসিয়া, জল, জঙ্গল, উচ্চ, নিম্ন, সকল স্থানেই সমভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে এবং স্ফূর্ত্তির সহিত শিকার করিতে ক্ষমবান হয়। যাঁহাদিগের লক্ষ্য অব্যর্থ, তাঁহারা ২।৩ শত গজ দূরস্থিত শিকার বেগে ধাবমান অবস্থায় এবং শূন্যে পক্ষী উড়িয়া যাইবার সময় ও অবলীলাক্রমে শিকার করিতে পারেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ব্যর্থ হইতে দেখা যায় না। অনেকে ১০।৫টী বক এবং ঘুঘু পক্ষী শিকার করিয়াই আত্মগর্ব্বে পথ দেখিতে পান না। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা একবার জঙ্গলে প্রবেশ করিলে বন্য হিংস্র জন্তুর প্রাণরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। পক্ষী একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, সহজেই বন্দুক দ্বারা মারা যাইতে পারে। কিন্তু জঙ্গলী হিংস্র জন্তুগণকে প্রায়ই স্থিরভাবে থাকিতে দেখা যায় না। হস্তীর সারা পাইবা মাত্র নক্ষত্র বেগে ধাবমান হইতে থাকে। এক মূহুর্ত্ত সময় মধ্যে চক্ষু দ্বারা নিশান সহি না করিয়া শিক্ষিত শিকারীরা কেবল হস্তের পরিপক্কতাগুণে অনায়াসেই শিকার করিতে পারগ হয়। শিকার করিতে বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন। কখন কিরূপ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিবার কোন [illegible] নাই। এক কার্য্য অধিককাল করিলে, তাহাতে অধিকার জন্মিয়া [illegible] বলা বাহুল্য মাত্র। শিকারের জন্য জঙ্গলের পরিমাণ বিবেচনায় অল্প বা অধিক প্রয়োজন। ছোট জঙ্গল হইলে, ৩।৪।৫টী হস্তী হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত জঙ্গল অর্থাৎ বড় নদীর চরস্থ জঙ্গল এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে শিকার করিতে হইলে, ১৫।২০, কি জঙ্গলের আধিক্যতা বিবেচনায় ৫০।৬০টী পর্য্যন্ত হস্তীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলকথা, হস্তী যত বেশী থাকে, ততই শিকারের সুবিধা হইবে।

শিকারের নিমিত্ত শিকারী বিশেষরূপ সাহসী ও শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। শিকারের নিমিত্ত শিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই হস্তীর উপর নির্ভর করে। মাহুতও এইরূপ শিক্ষিত, সাহসী ও শিকারীর কথার বাধ্য হওয়া প্রয়োজন।

মাহুত ভীত কিম্বা অজ্ঞ হইলে, ভাল হস্তী দ্বারাও শিকার করান কঠিন হইয়া উঠে। আজকাল ইংরেজের কৌশলে ক্রমে নানাবিধ সুবিধাজনক বন্দুক সৃষ্ট হইয়াছে। এক মিনিট সময় মধ্যে ১০।১৫টী ফায়ারও করা যাইতে পারে। হিংস্র জন্তু শিকারে [illegible] ভাল বন্দুক ব্যবহার করা আবশ্যক।

গণ্ডার, মহিষ এবং বৃহৎ ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতে হইলে, 'রাইফেল' বন্দুক ব্যবহার করা উচিত। কারণ একটী 'রাইফেলের' গুলিতে যে জন্তু যত কাতর হইবে, ৫টী গোল গুলী দ্বারা মারিলেও তত কাতর হইবেক না। এখন ভাল 'কার্ট্রিজ' ব্যবহার যোগ্য বন্দুকের মূল্য ৫০।৬০৲ হইতে ৬।৭৲ শত টাকা। এমন কি, একহাজার, দুইহাজার, বা তাতোধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৫০।২০০।৩০০৲ টাকা মূল্যের বন্দুক প্রায়শঃ ব্যবহার হইতে দেখা যায়। শিকার করিবার সময় শিকারের কপালে, স্কন্ধদেশে, বক্ষঃস্থলে, কোমর এবং পশ্চাৎ পদের উরুতে গুলী মারিতে পারিলে, চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া ভূমীশায়ী হয়। কিন্তু এই সকল স্থান ব্যতীত পেট কিম্বা অন্য কোন স্থানে সহস্র গুলী দ্বারা আঘাত করিলেও ভূমীস্যাৎ হইবে না। বরং অধিক ক্রোধপরবশ হইয়া হস্তী ও শীকারীকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। এইজন্য পরিপক শিকারীরা, উল্লিখিত মর্ম্মান্তিক স্থলে, গুলী মারিয়া থাকেন এবং উক্তপ্রকার শিকারীর গুলী ব্যর্থ হয় না। নিজেও বিপদগ্রস্থ হয় না। প্রথম ২।৩ গুলীতে ব্যাঘ্রকে বিশেষরূপ ভূমিশায়ী করিতে না পারিলে, ব্যাঘ্র ক্রোধ পরবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ হস্তী প্রতি আক্রমণ করে। এক রশী দূরে হস্তী না যাইতেই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া হস্তীকে ৩ রশী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসে। এই সকল অনভিজ্ঞতা হেতুক অনেক সময়ে অনেক শিকারী নিস্ফল হইয়া প্রত্যাগত হয়। যে সকল ব্যক্তি নিজের প্রাণকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অবিধেয়। ইহা অত্যন্ত বিপদজনক কার্য্য। কিন্তু হস্তীর সাহায্যে এরূপ শিকার দ্বারা হিংস্র জন্তু সম্ভবতঃ বিনষ্ট না হইলে, পৃথিবীতে হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে প্রাণী মাত্রেরই প্রাণরক্ষা করণ অসম্ভব হইয়া উঠিত।

উপযুক্ত মাহুত নির্ণয় এবং তাহার শিক্ষা প্রণালী।

হস্তী সম্বন্ধে মাহুতের যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত থাকা আবশ্যক। অসাবধান, দুর্ব্বল, ক্রোধী, মূঢ়, চঞ্চলচিত্ত, চলাসন ও অস্থানে আঘাতকারী এবং ভীরু ব্যক্তি মাত্রই মাহুতের অনুপযুক্ত। হস্তী তত্ত্বজ্ঞ দৃঢ়াসন, সতর্ক, নিরালস, ধীর, সাহসী ও পরিশ্রমী বলবান মনুষ্য মাহুতের যোগ্যপাত্র। উপরুক্ত গুণবিশিষ্ট লোক মাহুত নির্ব্বাচন করিলে, হস্তী কোনরূপ বদমাইস বা সহসা কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইতে পারে না। অশিক্ষিত মাহুত হইলে, হস্তী কখন মাটি খায়, কখন পীড়িত হয়, এবং কখন তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক ও কিরূপ চালান উচিত, শিকারের সময় কেমন করিয়া চালাইতে হয়, কিছুই করিতে পারে না। শিকারের সময় ভাল মাহুত না হইলে, শিকারের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। হস্তীকে নদ নদী পার করাইবার সময় বিশেষরূপ শিক্ষিত মাহুতের দরকার। শিকার কি নদ নদী পার করিবার সময়, হস্তী, মাহুতের অসাবধানতা ও অপটুতা প্রযুক্ত যদি একবার ভয় পাইয়া পশ্চাৎ পদ হয়, তবে সেভাব দূর করা বড় কষ্ট সাধ্য। বিশেষ পটু মাহুতের হস্তে না পড়িলে, হস্তী আজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এমন কি, কোন কোন হস্তী কিছুতেই সংশোধিত না হইয়া, ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া থাকে। শিকারের সময় হিংস্র জন্তু হস্তীকে আক্রমণ করিতে আসিলে জন্তু বিবেচনায় পশ্চাৎ পদ করান অনুচিত নহে। কিন্তু তাহা হস্তীর ইচ্ছামত না হইয়া, মাহুতের ইচ্ছানুসারে হস্তীর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাৎ পদ করা অকর্ত্তব্য নহে। কারণ অনেক সময় এরূপ বৃহদাকারের ব্যাঘ্রাদি দৃষ্ট হয় যে, বিশেষ সুযোগমত তাহার অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিলে, হস্তী কি মাহুতের জীবন সংশয় হওয়ার সম্ভব। এমতাবস্থায় হস্তীকে আবশ্যক মত অগ্রবর্ত্তী বা পশ্চাৎ পদ করা উচিত। সেইরূপ নদীতে নামাইবার সময়, প্রথমতঃ ফাঁসুন বা ফুটের (উপরে শক্ত বালু, নীচে মেদ ও জল থাকে, তাহার উপর হস্তী পা দেওয়া মাত্র, চতুঃপার্শ্বে ১০। ১২ হাত

স্থান ব্যাপিয়া মৃত্তিকা ফাটিয়া উঠে ও অনতিবিলম্বে হস্তী ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়) আছে কি না, ইহা মাহুতের ভালরূপ জানা আবশ্যক। দৈব দুর্ব্বিপাকে হস্তী কখনও মেদে পড়িলে, তৎক্ষণাৎ হস্তীকে বসাইয়া তেড়ে দিয়া স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কোন কোন হস্তীকে এরূপ শিক্ষিত দেখা গিয়াছে যে, মেদে পড়িলে, মাহুতের ইঙ্গিত মত বসিয়া (হামাগুড়ি দিয়া) এক দুই রশী স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারে। হামাগুড়ি দিয়া মেদ অতিক্রম করিতে অপারগ হইলে, তাহার নিকট অধিক পরিমাণে কলাগাছ, বাঁশ বা দীর্ঘাকারের বৃক্ষাদি অবলম্বন জন্য ফেলিয়া দিলে, হস্তী তাহাতে ভর দিয়া মেদ লঙ্ঘন করিতে পারে। নদীর জলে সন্তরণ করিয়া পার হইতে কোনরূপ আশঙ্কা নাথাকিলেও, চরের স্থানে স্থানে বালুকারাশী মধ্যে গুপ্ত ফাঁসন (কর্দ্দম). থাকায় বিশেষ আশঙ্কার কারণ সন্দেহ নাই। সুতরাং মাহুতের অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা থাকা আবশ্যক। সচরাচর এরূপ ফাঁশনে পতিত হইয়া অনেক হস্তী মারা গিয়া থাকে। শিকারের সময়, মাহুত সর্ব্বদা শিকারীর ইঙ্গিতানুযায়ী হস্তী চালনা ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তদন্যথায় শিকারের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হওয়া সম্ভাবনা। মাহুত দৃঢ়াসন হইয়া, হস্তীর স্কন্ধে উপবেশন পূর্ব্বক "ডুলটী" (হস্তীর গলায় রশীগুচ্ছই, যাহা অবলম্বনে মাহুত হস্তীর স্কন্ধে বসিয়া থাকে) মধ্যে পদদ্বয় দিয়া, কর্ণের পৃষ্ঠে পদ দ্বয় রক্ষা করিবে। চালানের আবশ্যক হইলে, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কাণের পীঠে ঈষৎ ধাক্কা দিলেই চলিতে থাকিবেক। হস্তীকে দাঁড় করান বা পিছে হটান আবশ্যক হইলে, পদদ্বয় "ডুলটী"সহ পশ্চাৎ দিকে জোড়ে সঙ্কুচিত করিলে, হস্তী থামিবে, বা পিছে হটিবে এবং ডাইন ও বামে ঘুরান আবশ্যক হইলে, হস্তী তৎক্ষণাৎ ঘুরিবে। "(অর্থাৎ যেদিকে আবশ্যক, সেইদিকের পা, "ডুলটী"সহ সঙ্কুচিত করিয়া অপরদিকের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ঘুরিতে ইঙ্গিত করিলেই ঘুরিবে)"।

"ডুলটী"ই মাহুতের প্রধান অবলম্বন। "ডুলটী" অবলম্বনে, হস্তী যত বদমাইসী করুক না কেন, পটু মাহুতকে সহসা কোনক্রমেই ফেলিতে পারিবেক না। মাহুত ইচ্ছা করিলেই "ডুলটী"র উপর পায়ের, ভর রাখিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে। কেহ কেহ ক্যালয়া ব্যবহার করে। (ডুলটী বিশেষ,

ইহার সূতার দ্বারা নির্ম্মাণ হয়)। ইহার মধ্যে এরূপ দুটী লৌহ নির্ম্মিত 'কড়া' থাকে যে, তাহাতে পা দিয়া মাহুত আরামের সহিত হস্তী চালনা করিতে পারে। কিন্তু "ডুলটী"র ন্যায় ফ্যালঙ্গার ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। হস্তী চালাইবার জন্য মাহুতকে যে যে শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল, যথাঃ—

হস্তী চালানের বোল।	অর্থ।
১। আগেৎ	... অগ্রবর্ত্তী হইতে কহা।
২। আগেৎ যা	... আগে চলিয়া যাইতে বলা।
৩। ধাৎ	... থামিতে কহা।
৪। ধাৎ খাড়া রও	... একস্থানে দাঁড়াইতে বলা।
৫। ধাৎ পিছে	... পশ্চাতে যাওয়া কি পিছে হাটিতে কহা।
৬। ধইর্ ছামেট্	... কোন বস্তু কামড়াইয়া ধরিতে বলা।
৭। ধইর্	... কোন বস্তু শুঁড় দ্বারা ধরিতে বলা।
৮। ধইর্ উপর	... উপরের বস্তু ধরিতে বলা।
৯। ধইর্ নীচে	... নীচের বস্তু ধরিতে বলা!
১০। ধইর্ দাব্	... কোন বস্তু দাবিয়া ধরিতে বলা।
১১। ধইর্ উঠাও	... কোন বস্তু ধরিয়া উঠাবার জন্য বলা।
১২। ধইর্ যা	... কোন বস্তু ধরিয়া লইয়া যাইতে বলা।
১৩। ধইর্ ধাৎ	... ধরিয়া পিছে যাইতে বলা।
১৪। চৈঘুম	... ঘুরিয়া আসা কিম্বা পাকঘুরিতে বলা।

হস্তী চালানের বোল।	অর্থ।
১৫। বইঠ্	... বসিতে বলা।
১৬। বইঠ ভেড়ে	... কাত হইয়া বসিতে বলা।
১৭। বোল্	... শব্দ করিতে বলা।
১৮। বোল্ শব্দ	... জোরে শব্দ করিতে বলা।
১৯। বোল্ দোশরা	... পুনঃ চীৎকার করিতে বলা।
২০। ছামেট্	... মুখ বন্ধ করিতে বলা, হাই ছাড়, কিম্বা অন্য কোন কারণে মুখ 'হাঁ' করিলে তাহা নিবারণ উক্তি।
২১। ছাম্ বইঠ্	... সোজা হইয়া বসিতে কহা।
২২। ছোপ্	... জল খাইতে বলা।
২৩। ছাম্	... হস্তী পীঠ ঝাড়া দিলে, তাহা নিবারণ করিতে কহা।
২৪। ডাল্	... কোন দ্রব্য ধরিলে তাহা ত্যাগ করিতে বলা।
২৫। মাইল্	... উঠিয়া দাঁড়াইতে কহা।
২৬। মাইল্ পুলবন্দী	... শরীরের ভার শরীরে রাখিয়া, সতর্কতার সহিত পুলের উপর দিয়া যাইতে বলা।
২৭। মাইল্ আস্তে	... নীচ ও উচ্চ স্থানে আস্তে উঠিতে ও নামিতে বলা।

হস্তী চালানের বোল।	অর্থ
২৮। মাইল্ লেপটী	... মাটীর সহিত পা ছেঁচড়াইয়া যাওয়া।
২৯। মার্	... কোন বস্তু মারিতে বলা।
৩০। মার্ আগেৎ	... অগ্রসর হইয়া মারিতে বলা।
৩১। মারহাত্	... শুঁড় দিয়া এদিক্ ও দিক্ মারিতে বলা।
৩২। মার টোক্কর্	... পায়ের দ্বারা টোক্কর মারিতে বলা।
৩৩। মার দাব্	... কোন বস্তুকে জাঁতিয়া ধরিতে বলা।
৩৪। মাইল খুঁটী	... পথিমধ্যে খোঁচা কি গোঁজা থাকিলে উচুট না খায় তজ্জন্য সাবধান হইতে বলা।
৩৫। মাইল ডেগ্	... খাল ডিঙ্গাইতে বলা।
৩৬। তেরে	... কাইত হইয়া পড়িতে কহা।
৩৭। তেরে পড়ে রও	... কাইত হইয়া পড়িয়া থাকিতে কহা।
৩৮। ব্রি, ছি,	... কোন জিনিস ত্যাগ করিতে বলা।
৩৯। ডেগ্ লম্বী	... প্রশস্ত খাল লঙ্ঘন করিতে বলা।
৪০। দেলে	... কোন দ্রব্য উঠাইতে বলা।
৪১। ডুমরাখ	... লেজ স্থির ভাবে রাখিতে বলা।
৪২। দেলে ছোপ্	... হস্তীর পিঠে জল দিতে বলা।
৪৩। দেলে ভোঁর্	... শুঁড় উঠাইয়া রাখিতে বলা।

হস্তী চালানের বোল	অর্থ।
৪৪। উঠাও	শুঁড়ে পা দিয়া, উপরে উঠাইতে বলা।

হস্তী চালানের অস্ত্র ও আঘাতের স্থান এবং হাওদা কসার নিয়ম।

১। অঙ্কুশ ও বাঁক ...	লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।
২। জাঠা	সরু বংশ দণ্ডের মাথায় লোহার তী ফলা যোগান থাকে।
৩। কাণাট্	ছোট ও হাল্কা এবং অগ্র বিশিষ্ট বং দণ্ড।
৪। ছড়্ ...	বল্লম।
আঁখুরা ...	হস্তী দৌড়াইলে তাহাকে থামানে জন্য ছোট বংশদণ্ডের মাথায় লোহা আঁখুরা "বাঁক" লাগান থাকে।
লোহাট্ ...	হস্তী দ্রুতবেগে চালানের জন্য লৌ কাঁটা বেষ্টিত কাঠের বেলনা।

হস্তী চালানের সময়ে কাণের পীঠে খোঁচা মারিতে হয়। থামানের কপালের উপর ঈষৎ আঘাত করিলেই থামে। হস্তী কোনরূপ দুষ্টা

করিলে কাণের বাহির পীঠে, কুম্ভের সম্মুখে বা উপরে আঘাত করা আবশ্যক। হস্তী চলিতে শৈথিল্য করিলে, পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে লেজের উপর আঘাত করিলে সম্ভবতঃ অধিকতর দ্রুত চলিয়া থাকে। হস্তী যদি গাত্রে মাটী দেয় বা কোন জিনিস ধরিতে প্রয়াশ পায়, তাহা হইলে শুণ্ডে আঘাত করা আবশ্যক। হাতীর কুম্ভের উপর জোরে প্রহার বা আঘাত করিলে, হাতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। হস্তীর মুখের উপর কদাচ আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া সহসা চক্ষু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। হাতীর পায়েও কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা নিতান্ত অন্যায়। কারণ পায়ে মাংসাপেক্ষা অস্থির ভাগ বেশী। অস্থিতে যৎ সামান্য আঘাত করিলেই পা লেংড়া হইয়া থাকে। বিশেষ আবশ্যক হইলে শরীরে এবং পৃষ্ঠের অন্য কোন স্থানে আঘাত না করিয়া পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের কারণ হয় না। হস্তীর পৃষ্ঠে গদী মজবুত রূপে কসিয়া হস্তীকে বসাইয়া গদীর উপরে হাওদা ও চার্জ্জামা কসিতে হয়। ইহাতে দুইদিক হইতে দুই জন লোক রসা ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। রসা অধিক কসা না হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ও যে পর্য্যন্ত হাওদা কসা শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত হাতীকে উঠিতে দেওয়া উচিৎ নয়। কসা না হইতে হাতী উঠিয়া দাঁড়াইলে হাওদা তেঁড়া হইতে পারে। এমন কি হাওদা পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষের গজমহাল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মতামত।

প্রতি বৎসর একস্থানে গবর্ণমেণ্ট হাতী ধরিতে অনুমতি দেন না। ভুটানে প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ফাঁশী শিকার দ্বারা সাধারণকে অনুমতি

দেওয়া হইয়া থাকে। গারোহিলে পূর্ব্বে ফাঁশী শিকারের অনুমতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তথায় খেদা হওয়ায় সাধারণকে ধরিতে দেয় না। আসাম বিভাগেও কোন কোন বৎসর সাধারণকে ধরিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রায়ই বন্ধ থাকে। কাছাড়ে প্রতি বৎসর ফাঁশী এবং কোট দ্বারা হস্তী শিকার হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতেও খেদার অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক জমীদারকেও গজমহালে হাতী ধরিবার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ তরফ হইতে সাধারণকে কোট করিয়া হাতী ধরিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্টের খেদা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গবর্ণমেণ্ট হইতে পূর্ব্বে যে খেদা হইত, তখন প্রতি বৎসর ৬০। ৭০টী হাতীর অধিক ধৃত হইত না। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট খেদার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জি, পি, সেণ্ডারসন্ সাহেবের বুদ্ধি এবং কৌশলক্রমে প্রতি বৎসর গারো হিলে কোট শিকার দ্বারা ৩। ৪ শত, এমন কি কোন কোন বৎসর ৫০০ শত পর্য্যন্ত হস্তী ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

ঢাকা পীলখানায় গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৩০০ শত হস্তী আছে। ঐ অফিসকে খেদা অফিস বলে। তথায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কমিসরিয়েট অফিস, এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্তের কিছুই অভাব নাই। ইহারা ডিসেম্বর মাসে ঢাকা হইতে হস্তী ও অফিস সহ গজ মহালের যে কোন মনোনীত স্থানে উপস্থিত হইয়া, জানুয়ারীর প্রথম হইতে খেদা আরম্ভ করে ও চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত সপ্তাহে সপ্তাহে, অন্ততঃ একটী করিয়া কোট হইয়া থাকে। এবং ধৃত হস্তী প্রতি সপ্তাহে নির্দ্ধারিত এক দিবস করিয়া সাধারণ সমক্ষে

নিলাম দ্বারা বিক্রয় হয়। হস্তী ৫০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ৭। ৮ শত টাকা হইলে একটী ৭। ৮ ফুটের ভাল হস্তিনী পাওয়া যাইতে পারে। ২০০০৲। ২৫০০৲ টাকা মূল্যে ৯। ১০ ফুটের ভাল দাঁতাল গুণ্ডা পাওয়া যায়। কিছু অধিক বয়সের বা অঙ্গহীন কিম্বা অন্য কোন দোষ যুক্ত, কিম্বা কুশ্রী হইলে ২০০৲। ৩০০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫। ৬ ফুট অল্প বয়সের বাচ্চা হস্তী সকলারেই, ৭০০৲ শত টাকা হইতে ১০০০৲। ১২০০৲ টাকা মূল্য হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, পুর্ণিয়ার সওদাগরেরা বড় হস্তী অল্প মূল্যে পাইলেও উহা না লইয়া অধিক মূল্যে ছোট হস্তী বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, বড় হস্তীকে সায়েস্তা করিতে কুমকীর আবশ্যক। এবং ৩। ৪ মাসের কমে সায়েস্তা হয় না। বড় হাতীতে অধিক খরচ পড়ে বলিয়া বড় হস্তী না লইয়া ছোট হাতী লইয়া থাকে। ছোট হাতী অনায়াশে ৮। ১০ দিনের মধ্যে সায়েস্তা করিয়া উঠাইতে সক্ষম হয়। ছোট হস্তী সচরাচর সকলেই খরিদ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট খেদায় পরতলা শিকার দ্বারা প্রতি সন ১০। ১৫টী গুণ্ডা ধৃত হইয়া থাকে। ঢাকা পীলখানার ও যাবদীয় খেদা অফিস সম্বন্ধে ব্যয় বার্ষিক ৮০। ৯০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর গড়ে ... শত পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া প্রত্যেকটীর গড়ে ...০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইলেও প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকা আয় হওয়ার সম্ভব।

হস্তীর মৃত্যু বৃত্তান্ত।

ঐশ্বরিক নিয়মের বাধ্য হইয়া, স্বাধীন হস্তীগণ প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে, বাস্তব্য পর্ব্বতের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

তবে অপঘাত মৃত্যুতে নানাস্থানে মরাও অসম্ভব নহে। গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান পাইয়া মূল্যবান দন্ত ইত্যাদি অন্য কেহ লইতে না পারে, তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পালিত হস্তীগণ বাসস্থানে, বা যেস্থানেই হউক মরিলে, মৃত্যুস্থানের পার্শ্বে বৃহৎ গভীর গর্ত্ত খনন করতঃ অন্ততঃ ১মণ লবণ সেই খালে দিয়া ভালরূপে প্রোথিত করা কর্ত্তব্য। ২ বৎসর পরে ঐ গর্ত্ত হইতে দন্ত ও অস্থি প্রভৃতি বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদ্দ্বারা অনেকানেক কার্য্য হয়।

হস্তীর চিকিৎসা।

অথঃ গজায়ুর্ব্বেদঃ।

গজায়ুর্ব্বেদমাখাস্যে উক্তাঃ কল্প গজে হিতাঃ।
গজে চতুর্গুণা মাত্রা তাভির্গজরুগর্দ্দনং॥
গজোপসর্গ ব্যাধিনাং শমনং শান্তি কর্ম্মচ।
পূজয়িত্বা সুরান্ বিপ্রান্ ব্রাহ্মণে কপিলাং দদেৎ॥
দন্তিদন্তদ্বয়ে মালাং নিবধ্নীয়া সুপোষিতঃ।
মন্ত্রণং মন্ত্রিতা বৈদ্যোবচাসিদ্ধার্থ কামলে॥
সূর্য্যাদ্যাঃ শিবদুর্গা শ্রীবিষ্ণুনা রক্ষ সাঙ্গনঃ।
বলিং দদ্যাচ্চ ভূতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটৈঃ॥
ভোজনং মন্ত্রিতং দদ্যাৎ ভষ্মনোদ্ধনয়েদ্যাজং।
ভূতীরক্ষা শুভামধ্যা বারুণী রক্ষসাং সদা॥
ত্রিফলাপঞ্চকোলেচ দশমূলং বিরঙ্গকং।
শতাবড়ী গুড়চীচ নিম্ববাসক কিংশুকা॥

গজরোগ বিনাশায় প্রোক্তং কঙ্ক কষায়ক।
আয়ুর্ব্বেদ গজস্থানা মুক্তঃ সংক্ষেপ মারতঃ॥

ইতি গারুড়ে ২০৭ অধ্যায়।

অর্থাৎ, গাড়ুরে ২০৭ অধ্যায়ে কথিত আছে এবং গজের উপসর্গ বা ব্যাধি নাশের শান্তিকর্ম্ম গজায়ুর্ব্বেদেও উক্ত আছে। চতুর্গুণ মাত্রা গজের পুষ্টিকারণ দেব ও বিপ্রগণের অর্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণকে কপিলা ধেনু দান করিবেক। গজের কামল রোগে আয়ূর্ব্বেদবিদ্গণ আদিতে সূর্য্য, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও রাক্ষসগণের পূজা এবং ভূত ও দৈত্যগণের বলি প্রদান করতঃ আমন্ত্রিত বৈদ্য দ্বারা, বট ও শ্বেত শর্ষপ মিশ্রিত ক্রমে চারি কলস জল দ্বারা হস্তীকে স্নান করাইবেক এবং নিমন্ত্রিত বিপ্রভোজন, আর শিরে ভস্ম লেপন ও বারুণী মদিরা প্রদান করিবেক।

সংক্ষেপতঃ আরও গজ ও অশ্ব রোগ বিনাশ জন্য ত্রিফলা, পঞ্চকোল, দশমূল, বিরঙ্গ, শতাবরী, গুড়চী, নিম্ব, বাসক ও কিংশুক, এই সকল দ্রব্য কষায়ক। ইহার কলঙ্ক দ্বারাও গজরোগ বিনাশ হয়। সংক্ষেপে গজায়ূর্ব্বেদ কথিত হইল।

চক্ষুরোগ।

(ছানি)

কারণ, হাতীর চক্ষু মধ্যে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলেই চক্ষে ছানি হইয়া থাকে। হস্তীর কুম্ভে (হাতীর মাথায় যে উচ্চ দুটী স্থান আছে) মাহুত কর্ত্তৃক অঙ্কুশের গুরুতর আঘাতক্রমে অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ গুরুতর আঘাত পাইলেও চক্ষে ছানি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ

চক্ষের স্নায়ু মস্তিষ্কের সহিত সংযোগ আছে বলিয়া ঐ শিরের কোনস্থানে আঘাত লাগিলেই চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতে থাকে। অধিক সময় অতিরিক্ত পরিমাণ জল নির্গত হইলে, সহজে যে চক্ষুতে ছানি হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই মাহুত কর্ত্তৃক ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য হস্তীপালকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনরূপ দণ্ড দ্বারা মাহুত কর্ত্তৃক হস্তী মস্তকে কিছুমাত্র আঘাত না লাগে। হাতীর মাথায় অঙ্কুশ বা জাঠা দ্বারা ক্ষত করা হাতীর পক্ষে অধিক ক্ষতিজনক নহে। কিন্তু হস্তার মস্তকে যষ্টী দ্বারা প্রহার করা বিশেষ অনিষ্টকর। তাহার কারণ এই যে, হাতার মাথায় খোঁচা দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বাহির হইয়া ঐ ক্ষত স্থান পাকিয়া ঘা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। দুই চারি দিবস মধ্যে সহজে শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু কোনরূপ দণ্ড দিয়া হাতীর মাথায় যে কোন প্রকার আঘাত করিলে, সেই আঘাত স্থানের রক্ত মরিয়া তথায় আবদ্ধ থাকে; হয়ত, কালে ঐ সকল স্থানে অন্যান্য পীড়া হওয়াও অসম্ভব নহে। এমন কি, হস্তীর মাথায় আঘাত করিলে যে রক্ত দূষিত হয় তাহাতেও চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। হাতীকে রৌদ্রে কি গরম সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করান, কিম্বা দীর্ঘকাল প্রখর সূর্য্যোত্তাপে রাখা, অথবা রীতিমত স্নান না করান ইত্যাদি অনিয়ম দ্বারা অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা।

হস্তীকে অসাময়িক আহারীয় দ্রব্য অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে কি যে কোনও গরম সময় ক্রমাগত অধিক দিন বট ও অশ্বথ বৃক্ষের ডাল ও পত্রাদি গরম চাড়া খাওয়াইলেও চক্ষে ছানি হইয়া থাকে।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশ গ্রীষ্ম প্রধান। তথায় হাতীর উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর আহার্য্য দেব ধান্য (উড়িধান) ও কলাগাছ প্রভৃতির অত্যন্ত অভাব বশতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃক্ষের ডাল পাতা রুক্ষ চাড়া খাওয়ায়। সুতরাং পশ্চিম প্রদেশস্থ পালীত হস্তীকে প্রায় অন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বট ও অশ্বথ বৃক্ষের ডালাদি শীতকালে মাঝে মাঝে খাইতে দিলে অবশ্য শীত জনিত ক্লেশ পাইতে হয়না। হাতীর শরীরে যে কোন কারণে অতিরিক্ত রুক্ষ বা গরম হইলে এক প্রকার গরমী ঘা হইয়া থাকে হার বিস্তারিত

বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিত হইল। ঐ ঘা যেমন সর্ব্বাঙ্গ শরীরে হয় সেইরূপ চক্ষের তারা মধ্যেও হইয়া ছানীর কারণ বা, ছানী হইয়া থাকে। এই ছানী হঠাৎ জন্মে। এমন কি ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে ভাল হস্তীর চক্ষুতে এইরূপ ছানী হইয়া একবারে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলে, শেষে হাতী কিছু মাত্র দেখিতে পায় না। এইরূপ হইলে অসাধ্য। তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা ও যত্ন করিলে শতকরা ৫।৭ টী আরাম হইতে দেখা যায়।

চক্ষুছানী।

লক্ষণ। চক্ষু হইতে অনবরত জল ঝরিতে থাকে এবং চক্ষু লাল হয় ও মুদ্রিত ভাবে থাকে। ঐ কয়েকটী উপদ্রব চক্ষু ছানীর প্রধান লক্ষণ। এই সময় বিশেষে যত্ন ও চিকিৎসা করিতে না পারিলে, অল্প কাল মধ্যে চক্ষু শ্বেত বর্ণ ছানী দ্বারা আবৃত হইয়া অন্ধ হইবা যায়। অনেক সময় ইহাও দেখা যায় যে ঐ শ্বেত বর্ণ ছানী মধ্যে কৃমির ন্যায় এক প্রকার সূক্ষ্ম চিক্কন অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত সাদা রঙ্গের কীট জন্মিয়া অহঃরহ মাকড়সার ন্যায় স্বোৎপন্ন সূতা দ্বারা জাল প্রস্তুত করিতে থাকে। এবং সেই জাল ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই ছানী বলে।

চক্ষু ছানীর চিকিৎসা।

(উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

নং ৪ কড়ি ভস্ম (কাপড় ছেকা চূর্ণ)	/০	ছটাক।
সাদা বোতলের কাঁপড় ছেকা গুঁড়া	/০	ঐ

শাঁখার গুঁড়া	(ঐরূপ)	৵০ ঐ
সোহাগার খই	(ঐরূপ)	৵০ ঐ
ঝামার চূর্ণ	(ঐরূপ)	৵০ ঐ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ বস্তুর চূর্ণ একত্র করিয়া কোন রকম জল দ্বারা চক্ষে ফুঁকিয়া দিতে হইবে। ঔষধ ভাল করিয়া কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লওয়া উচিত।

সৈন্ধব লবণ	১ তোলা
সোন্দা লবণ	১ তোলা
কর্কচ লবণ	১ তোলা
আদার রস	৵০ পোয়া
ছোট পিঁয়াইজের রস	৵০ পোয়া
আটিয়া কলার ছাল ভস্ম	২ তোলা
নছেদ্দর	২ তোলা
সোহাগা	২ তোলা
বিলাতী সাবান	২ তোলা
লোহার গুঁড়া	২ তোলা
কাগজি লেবুর রস	১ দফা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এগার পদ ঔষধ চূর্ণ করতঃ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ কাগজির রসে ফেলিয়া, জলের কলসে পূরিয়া উহার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ৭ দিবস পরে ঐ জল বদ্‌নায় করিয়া লইয়া প্রাতে ও বৈকালে প্রত্যহ

চক্ষুতে ২ বার দিবে।

(পরীক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট।)

রিটা	১ পোয়া
দেশী সাবান	১ পোয়া
ফিটকারী	১ পোয়া
বিষ লঙ্গের গোটা	১ পোয়া
সোহাগা	৵০ পোয়া
	৫ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ জলে ভিজাইয়া চক্ষুতে ছোপ দিতে হইবে। অর্থাৎ হাত দিয়া উক্ত ঔষধ সকল ফেনাইয়া লইয়া ঐ ফেনা চক্ষুর মধ্যে দিতে হইবে।

আমরুল	৵০ পোয়া
আদা	⁄০ এক ছটাক

প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধের নির্জ্জলা রস করিয়া চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে।

কাগজী লেবুর রস	⁄৹ এক আনা
আফিম্	।০ এক শিকি
গুড়	১ তোলা

কুচিলা	৩ টা

এই ৪ পদ

এই ঔষধে চক্ষুর জল ঝরা নিবারণ হয়।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ গব্য ঘৃতে জ্বাল দিয়া লইয়া জুড়াইলে চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিতে হইবে।

মানের শিকড়	১ তোলা
কাঁজি	১ তোলা
একিয়া	১ তোলা
আদা	১ তোলা
হুঁকার বাসী জল	১ তোলা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ একত্র বাটিয়া লইয়া চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিতে হইবে।

গোলমরিচের চূর্ণ	১ তোলা
কুকুর মাছি	৪ টা
আটিয়া কলার মুরার খার	॥০ তোলা
কাল লবণ	৵০ আনা
শাল কাঠের কয়লার গুঁড়া	।০ এক সিকি

এই পাঁচ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধের কাপড় ছাকা গুড়, নল মধ্যে ভরিয়া ফুঁ দিয়া চক্ষুর ভিতরে দিতে হইবে।

ভিমসেনী কর্পূর	১ তোলা
মধু	১ তোলা

(ছানীর প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মারিয়া পাখীর পাখা দ্বারা চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে।

বিলাতী সাবান	১ দফা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এক পদ ঔষধ ২। ৩ ফোটা জল দ্বারা ফেনাইয়া, সেই ফেনা চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে।

চক্ষু ছানীর সুশ্রূষা।

হাতীকে সর্ব্বদা শীতল ভাবে রাখিতে হইবে, এবং কোনরূপ পরিশ্রম করিতে দেওয়া অসঙ্গত। অন্য কোন রোগ উপস্থিত না থাকিলে, প্রত্যহ ৩। ৪ বার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণ ভাল জলে নামাইয়া স্নান করাইতে হইবে। রৌদ্রের উত্তাপ যেন তাহার মস্তকে না লাগে। বড় ঘরে কিম্বা সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায়, হাতীকে সর্ব্বদা রাখা কর্ত্তব্য। উহার শরীরে বিশেষ মস্তকে ও চক্ষুতে কোনরূপে রৌদ্রের উত্তাপ না লাগে।

হস্তীর শরীরে এবং মস্তকে রৌদ্রের উত্তাপ দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট জন্মিবে বিবেচনায়, হস্তীশালা উত্তর দ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থা আছে, এবং প্রায়শঃ তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাতীকে সর্ব্বদা উত্তর মুখী করিয়া বান্ধা উচিত। তাহাহইলে চক্ষুতে রৌদ্র লাগিতে পারে না। কারণ উত্তর দিক হইতে কখনই দক্ষিণ দিকে রৌদ্রের উত্তাপ যায় না। এ রোগে প্রতি দিন গব্য ঘৃত হস্তীর মস্তকে মাখান কর্ত্তব্য।'

চক্ষু ছানীতে পথ্য।

কদলী বৃক্ষ, দেব ধান্য (অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে দল ঘাঁস অথবা উড়ী ধান বলে তাহার কাচা গাছ,) খোকসার ডাল ও ইক্ষু প্রভৃতি স্নিগ্ধকর বস্তু

চক্ষু ছানীর কুপথ্য।

রুক্ষ ও গরম দাহক দ্রব্য। যথা সমস্ত বৃক্ষের ডাল চারা, বিশেষ বট ও অশ্বথ বৃক্ষের ডাল এবং আনারসের গাছ, ডুমুরেব ডাল ইত্যাদি ব্যবহারে অত্যন্ত অনিষ্ট জন্মে।

চক্ষুর জল ঝরা।

কারণ: পূর্ব্বোক্ত যে সমস্ত কারণ বশতঃ হস্তীর চক্ষে ছানী জন্মিয়া থাকে, তৎসমস্তই চক্ষুর জল ঝরা রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এই রোগের চিকিৎসা ব্যতীত সুশ্রূষা পথ্যাদি অন্যান্য বিষয়গুলি ঠিক ছানী রোগের সুশ্রূষা পথ্যাদির ন্যায়। চিকিৎসার্থ ঔষধের ব্যবস্থা যথা।

কাগজি লেবুর রস	৩ তোলা
মুসব্বর	১ তোলা
জাগুন	১ তোলা

বাল্যার পাত ১ তোলা

এই চারি পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

মুসুব্বর এই কাগুজি রসে ভিজাইয়া রাখিয়া ৩। ৪ ঘণ্টা পর জাওন এবং বাল্যার পাতা সহ ভালরূপে বাটীয়া লইয়া চক্ষুর উপর প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রার কাপড় ছাকা চূর্ণ	১ তোলা
গোলমরিচের কাপড় ছাকা চূর্ণ	১ তোলা
মাখন	১ তোলা

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে হাতে ডলিয়া লইয়া চক্ষুতে ঘসিয়া দিতে হইবে

মুষ্টীযোগ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

নিমের পাত সহ জল গরম করিয়া, ঈষৎ গরম থাকিতে হস্তীর কুম্ভের উপর ধারা দিতে হয়। সেই সময় হাত দ্বারা চক্ষের উপরের শিরাতে অনবরত কচ্‌লাইতে হয়। উৎকৃষ্ট চিকন বা আটালী মাটি ভাল করিয়া জল দ্বারা শক্ত রকম দলা করিয়া লইয়া চক্ষের উপরে এবং চতুর্দ্দিকে প্রলেপের ন্যায় ৩। ৪ অঙ্গুলি পুরু করিয়া লাগাইতে হয়। রৌদ্রের সময় এরূপ ৩। ৪ বার দিলে জল ঝারা নিবারণ হইবে।

মাথাগড় ব্যাধি।

কারণ। জন্মাবধি কোন কোন হস্তীর মাথাগড় অর্থাৎ মাথা হেট হইয়া থাকে। এবং হস্তীর শৈশবাবস্থায় বা পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া কালে, যদ্যপি মাহুত উহার পৃষ্ঠে না বসিয়া ঠিক ঘাড়ের উপর অনবরত বসে, তাহাহইলে ঐ ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মাথা হেট করিয়া চলে। ক্রমে ঐরূপ অধিক দিন চলিতে চলিতে মাথা হেট করিয়া চলাই অভ্যাস হয়।

লক্ষণ। জন্মাবধি যে সকল হস্তীর মাথা হেট্ হইয়া থাকে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত হাতী মাহুতের দোষে মাথা হেট্ করিয়া চলে, মাহুত স্কন্ধ হইতে সরিয়া গেলেই হস্তী পুনরায় স্বাভাবিক রূপ মস্তকো ত্তলন করিয়া থাকে। ফল কথা হস্তীর সাধারণতঃ মাথা যেরূপ ভাবে থাকা আবশ্যক, তদপেক্ষা নীচু অবস্থায় থাকিলেই উহা মাথা গড় ব্যাধি বুঝিতে হইবে।

মুষ্টীযোগ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

হুঁকার বাসী জল, প্রতিদিন প্রাতঃকালে চক্ষুর ভিতরে দিলে আরোগ্য হইবে।

মাথাগড় রোগের চিকিৎসা।

...পে পোড়ান সরিষার তৈল	৴০ এক ছটাক
...ভর	১ এক তোলা
...টিনা কলার মুড়ার ক্ষার	৴০ এক ছটাক

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মাড়িয়া মাথায় প্রলেপ দিবেক।

সুশ্রূষা।

হস্তীকে চালাইবার সময় অথবা পীলখানাতে বান্ধিয়া রাখার সময় মাহুতের পদ দ্বারা, জোর করিয়া উর্দ্ধ মুখে হাতীর ঘাড় ঠেলিয়া উঠাইয়া রাখা উচিত। [এইরূপে মস্তকোত্তলন উপায় দ্বারা হস্তী ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত অবনত মস্তক বিশিষ্ট হস্তীকেও এরূপ মস্তকোত্তলন করায় যে, স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তির গলা এমন কি মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়। এইরূপ শঙ্কেত অবলম্বন দ্বারা হস্তীর সওদাগরেরা, কুশ্রী হাতিকেও সুন্দর, বলবান ও সম্ভবাতিরিক্ত বৃহৎ দেখাইয়া, অনভিজ্ঞ গ্রাহকগণের ভ্রম জন্মায় এবং হেট্ মস্তক বিশিষ্ট কুশ্রী ও দুর্ব্বল হস্তীকেও সুশ্রী হাতীর তুল্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।]

পথ্য। স্বাভাবিক আহারীয় বস্তু সকল।

মস্তাই অথবা মত্ততা রোগ।

কারণ। সাধারণতঃ সমুদয় জন্তুর আভ্যন্তরিক তেজ বা শক্তির উপচয় হেতুক যেমন মত্তভাব আবির্ভাব হয়, হস্তীরও যৌবনাবস্থায় তদ্রূপ মস্তাই বা মত্ততা হইতে দেখা যায়। শৈশব বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থায় ঐরূপ রোগ দৃষ্ট হয় না। আহারাদির সুবন্দোবস্ত থাকিলে যৌবনাবস্থাতেও মত্ততা জন্মে না।

লক্ষণ। মত্ততা জন্মিলে হস্তীর রক্ত গরম হইয়া, তদুত্তাপে মস্তিষ্কস্থিত বীর্য্য দ্রব করে। সুতরাং কুম্ভের দুই পার্শ্ববর্ত্তী রন্ধ্রদ্বয় হইতে স্বেদ বারির ন্যায় উহা নির্গত হয়। ইহাকেই সংস্কৃতে মদ বা, দান বলে। এই সময়ে হাতী চক্ষু দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করে। দেখিলে বোধ হয়। যেন ঝিমাইতেছে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কখন কখন ক্ষিপ্তের ন্যায় অসীম বল প্রকাশ করিয়া বন্ধন রজ্জু কি শৃঙ্খল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা করে।

তৎসময়ে কোন প্রাণী তাহার নিকটস্থ হইলে, তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। এমন কি তখন স্বকীয় মাহুতের প্রাণ বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনবরত ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এবং স্ফূর্ত্তির প্রগল্‌ভ জন্যে, রীতিমত আহার করে না, অর্থাৎ কখন কখন আহার করে ও কখনও বা আহারে বিরত থাকে। ক্রোধ বৃদ্ধি পায়।

মস্তাইর চিকিৎসা।

বড় পানার শিকর	১ তোলা
পাকা বান্ধা ঘাটের জলের তলের শেওলা	১ তোলা
মহরী	১ তোলা
গোলাপ ফুলের কলী	১ তোলা
কুন্তলা	১ তোলা
মিছিরী	২ তোলা

একুনে ছয় পদ

অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঠাণ্ডাই ঔষধ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ, বৈকালে ভিজাইয়া বাহিরে শিশিরে রাখিয়া পর দিবস প্রাতে সমস্ত ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। ক্রমে তিন দিন শিশিরে রাখিলে ঠাণ্ডা হইবেক। পুনরায় গরম না হইলে ঔষধ খাওয়াইতে হইবেক না।

সুরমা (চক্ষে অঞ্জন স্বরূপ যাহা ব্যবহৃত হয়) ৩ তিন তোলা

মোট এক পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ঔষধ আটিয়া কলার গাছের মূল মধ্যে রাখিয়া ভালরূপে বন্ধ করতঃ

কাপড়ে জড়াইয়া আটাল মৃত্তিকা দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক লেপিত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবেক, পরে ঐ কলার ঔষধ মূল শুদ্ধ শিশিরে রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবেক। একাদিক্রমে ২।৩ দিনের অধিক খাওয়াইতে হইবে না। ১ম লিখিত ঔষধটীতে ব্যাধি না কমিলে শেষে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শুশ্রূষা।

এই রোগাক্রান্ত হস্তীকে সর্ব্বদা অতিশয় স্নিগ্ধ ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। তৎ সময়ে কোন প্রকারে বিরক্ত বা অধিক পরিশ্রম করান উচিত নহে। রৌদ্র ভোগান কি স্নান না করানের জন্য কিম্বা গরম দ্রব্য আহার দ্বারা কোন প্রকারে হস্তীর শরীরে গরম বৃদ্ধি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ মত্ততা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা, হঠাৎ বন্ধ করা নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ তাহাতে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জনিত নানা প্রকার উৎকট রোগ হইতে পারে। হস্তীর চিপ হইতে ঐ সময় যে স্বেদ স্খলন হয়, তাহা ক্রমাগত ৫।৭ দিবস পর্য্যন্ত নির্গত হইতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বরং ঐ সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ও স্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধীরে ধীরে মস্তাই বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ কোনরূপ প্রবল ঔষধে বা প্রক্রিয়া দ্বার বন্ধ করিলে ঐ স্খলিতোন্মুখ স্বেদ শরীরে আবদ্ধ হইয়া রস বাত প্রভৃতি রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা উল্লিখিত সময় হাতীর চতুষ্পদ শৃঙ্খল দ্বারা বা দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। সতর্কতার জন্য সর্ব্বদা এক জন মাহুতকে হাতীর নিকট রাখা কর্ত্তব্য। হাতীকে স্নান করানের সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত কুনকী হাতী কি বিশেষ শিক্ষিত পরিপক্ক হাতী এবং সুশিক্ষিত মাহুতের সাহায্যে স্নান করাইয়া সাবধানের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ করান কর্ত্তব্য। কারণ তৎকালে হাতীকে ইতঃস্তত বিচরণ করিতে দিলে মত্ততা প্রযুক্ত মাহুত বা অন্য কোন জন্তুর প্রাণবধ করিতে পারে। অথবা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে। অতএব যে পর্য্যন্ত উহার মত্ততা

নিবৃত্তি না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ছায়াযুক্ত আবৃত স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া, অন্য হাতী কি মনুষ্য দ্বারা খাদ্য দেওয়াইতে হইবে, আর প্রতি দিন মস্তকে গব্য ঘৃত মাখান উচিত।

পথ্য।

স্নিগ্ধ যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য, যথা কদলী বৃক্ষ, দেবধান্য, তরমুজ ও ইক্ষু প্রভৃতি এবং অম্ল দধি, চিড়া ও পরিষ্কার চিনি একত্র মাখিয়া প্রত্যহ দিবস ১২ দুই সের করিয়া খাওয়ান কর্ত্তব্য।

কুপথ্য।

গরম ও বলকারক দ্রব্য।

দুর্ব্বলতা।

কারণ। কিরূপ ভাবে হস্তীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, এ দেশের অনেক হস্তী পালকগণ তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করেন না। স্বীয় হস্তীর খাদ্যাখাদ্য বা তাহার সুস্থতার বিষয় এক বারও দেখেন না। সর্ব্বত্র এত উপকারী ও দুর্ম্মূল্য হস্তীর জীবন রক্ষার ভার নিতান্ত মূর্খ মাহুতের উপর নির্ভর করে এবং সে হাতীর যত্ন করে কি না তাহা কে দেখে? অথচ উহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। সে কেবল, ব্যয় মাত্রই সার হয়। হাতীর সুস্থতার দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু চড়িয়া বেড়াইবার পক্ষে বিশেষ যত্ন; পরিশ্রম করাইতে ক্রটী করেন না। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? একটু আভ্যান্তরিক দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, ইহাতে হস্তী পতিগণের নিতান্ত নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইতেছে। যে জন্তু দ্বারা নানা প্রকার নিজ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার খাদ্যাদির সুবন্দবস্তের অনুসন্ধানাদি না লওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। যে উপকারী সর্ব্বদা তাহার যত্ন করা

কর্ত্তব্য। কথায় আছে পেট ভরে খেতে দিয়ে পীঠ ভরে কিলাও। সে যাহা-হউক, স্বীয় হস্তী দ্বারা কোন্ কার্য্যোদ্ধার না করা যায়? তত্রাচ তাহার স্বাধীনতা হরণ হেতু আহারাদি বিষয়ে কষ্ট দেওয়া কি ন্যায় বিরুদ্ধ নয়? উপযুক্ত তদারকের ত্রুটীতে, এই সকল বঞ্চিত হস্তী গুলি দুর্ব্বল ও নানা প্রকার পীড়াক্রান্ত হয়। ব্যাধিগ্রস্থ হাতীর উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, এবং নবধৃত হস্তীর শিক্ষা জনিত ক্লেশ বা তজ্জন্য চিন্তা ও ভয়ে হাতী দুর্ব্বল হয়।

লক্ষণ। শরীরের কৃশতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা জন্মে। উপযুক্ত আহার ও জীর্ণ শক্তি কমিয়া যায়। অল্প শ্রমেই অধিক কাতর হইয়া পড়ে, এবং দ্রুতগামী হস্তীরও ধীর গমন হইয়া থাকে। শরীর ও মনের ফূর্ত্তি থাকে না।

চিকিৎসা

কুচিলা	৴৹ এক ছটাক।
বেলশুঁঠ	৴৹ এক ছটাক।
কটকি	৴৹ এক ছটাক।
মুশব্বর	৴৹ এক ছটাক।
গুগ্‌গুল	৴৹ এক ছটাক।
আকরকরা	৴৹ এক ছটাক।
ইন্দ্রযব	৴৹ এক ছটাক।
ইস্কন	৴৹ এক ছটাক।
গুড়বচ	৴৹ এক ছটাক।
পলাশ পাঁপড়ি	৴৹ এক ছটাক।
বাউকুম্বা	৴৹ এক ছটাক।
সোহাগা	৴৹ এক ছটাক।
কালা বিছুয়া	।৹ আধ তোলা।

মিঠাতেলী	।॰ আধ তোলা।
বিশনাগ	।॰ আধ তোলা।
মলিম	৵॰ এক ছটাক।
কালা লবণ	৵॰ এক ছটাক।
করকচ লবণ	৵॰ এক ছটাক।
সৈন্ধব লবণ	৵॰ এক ছটাক।
লবণ	৵॰ এক ছটাক।
কালজিরা	৵॰ এক ছটাক।
খরসান জওন	৵॰ এক ছটাক।
দেশী জাওন	৵॰ এক ছটাক।
জঙ্গী হরিতকী	৵॰ এক ছটাক।
বড় হরিতকী	৵॰ এক ছটাক।
পিপলামূর	৵॰ এক ছটাক।
পিপ্‌পলী	৵॰ এক ছটাক।
জয়ন্তীর পাতা	৵॰ এক ছটাক।
নাটার ফল	৵॰ এক ছটাক।
হিঙ্গ	।॰ এক পোয়া।
আকান্দর শিকড় ছাল	৵॰ এক ছটাক।
সাজনা গাছের ছাল	৵॰ এক ছটাক।

একুনে বত্রিশ পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই বত্রিশ পদ ঔষধ একত্রে গব্য ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইয়া ভালরূপ চূর্ণ

করতঃ প্রত্যহ বৈকালে এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ৫ দিন ও শীতকালে ২ দিন অন্তর খাওয়ান উচিত।

মুষ্টিযোগ।

(ক)

ভূঁই কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুষ্ক করতঃ দড়ীতে গাঁথিয়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখিবে পরে ঐ শুষ্ক খণ্ড ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ বৈকালে হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

(খ)

এক সের পরিমাণ কাঁচা কুচলা প্রতিটা দুই খণ্ড করিয়া দুই সের গব্য ঘৃতে তিন চারি দিবস যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ কুচলা আবও /১ সের গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া কোন রূপ মৃত্তিকা ভাণ্ডে রাখিয়া ভাল করিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করতঃ মাটীর নীচে ১৫ দিবস পুতিয়া রাখিয়া শেষে উঠাইয়া প্রত্যহ বৈকালে এক এক খণ্ড কুচলা হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

সুশ্রূষা।

বলকারক খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এবং রীতি মত ঔষধও সেবন করান আবশ্যক। যদি অন্য রোগাক্রান্ত না থাকে, তবে প্রতি দিন দুই বেলা পরিষ্কার জলে নামাইয়া হাতীকে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত ঝামা কুচড়া দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করাইতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ গাত্র মার্জ্জনের সময়

হাতীর সর্ব্বাঙ্গের চামড়া সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। কারণ। তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালিত হইবে। উপযুক্ত সুশীতল স্থানে সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিয়া সময় সময় দিলাসা দিয়া অর্থাৎ স্নেহ সূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা হস্তীর মনে সন্তোষ বর্দ্ধন করা উচিত। কোন প্রকারে ভয না পায়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাথায় গব্য ঘৃত মাখান আবশ্যক।

পথ্য।

দেব ধান্যই বিশেষ বলকারক বলিয়া পরিগণিত। অথবা কৃষকেরা যে ধান্য জন্মায় ঐ ধান্যের অপরিপক্ক অবস্থার গাছ, ক্ষেত্রেই ক্রয় করতঃ পূর্ব্ব দিন কাটাইয়া আনিয়া শিশিরে রাখিতে হইবে, পর দিন প্রাতে বৈকালে কি সতত ঐ অপক্ক ধান্যের গাছের কুড়া (দানা ভরাইবার জন্য পোটলা বশেষ) প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে ভিজা চাউলের দানা ভরিয়া পরিতৃপ্তি মত স্বচ্ছন্দে খাওয়াইবে। কিন্তু উহার শিশির শুষ্ক না হয়। শীতল স্থানে রাখিয়া হাতীকে এইরূপে দানা খাওয়ান কর্ত্তব্য। রাত্রিতে পরিতৃপ্ত মত আহার করিতে পারে, এরূপ উপযুক্ত আহার্য্য হাতীকে দেওয়া উচিত। ফল, কোন সময় যেন তাহার আহার বন্ধ না থাকে। এই প্রকারে দুই মাস সুশ্রূষা করিলে, হৃষ্ট পুষ্ট হইবে। হস্তী রীতিমত সুস্থাবস্থায় না থাকিলে, সুশ্রী হইলেও কুশ্রী দেখায়। উপযুক্ত খাদ্যাদি পাইলে হাতীর তেজ বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কুশ্রী হইলেও সুশ্রী দেখায়। যত্নশীল হস্তী পালকগণ অথবা হস্তীর সওদাগরগণ, উক্ত প্রণালী অনুসারে হাতীর পুষ্টিতা সাধন করিয়া, বিলক্ষণ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। গ্রাহকগণও এইরূপ সুযত্ন রক্ষিত কুৎসিত হস্তীকে সুদৃশ্য জ্ঞানে আগ্রহ পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া থাকেন। উল্লিখিত নিয়মে বৃদ্ধ হস্তীকেও যুবার ন্যায় দেখায়। এই রোগে নিম্নলিখিত মত পায়স প্রস্তুত করতঃ খাওয়াইতে হয়, যথা;—

গব্য ঘৃত	।৴। এক পোয়া।
চাউল	৴১ এক সের।

দুগ্ধ	১ এক সের।
গুড়	।০ এক পোয়া।
জল	৪ চারি সের।

(বিশেষ ফলদায়ক এবং পরীক্ষিত।)

পায়স প্রস্তুতের ন্যায় এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে শুষ্ক ভাবে পাক করিয়া ছোট ছোট দলা করতঃ যত দলা হইবে তাহার প্রতিটা এক একবার অপরিপক্ক ধানের গাছের অথবা ঘাসের কুচবায় ভরিয়া, প্রতি দিন খাওয়াইতে হয়।

স্বাভাবিক পুষ্টি বৃদ্ধির চিকিৎসা।

কলি চূণ	৴ এক ছটাক।
গুড়	৵০ আধ পোয়া।
হরিদ্রা	৵০ আধ পোয়া।

এই তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মাখিয়া, রৌদ্রে শুখাইয়া প্রত্যহ বৈকালে দুই তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।

হরিতকি	।০ এক পোয়া।
গোলমরিচ	।০ এক পোয়া।
লঙ্গ	।০ এক পোয়া।
জয়ত্রী	৴ এক ছটাক।
এলাচী	৴ এক ছটাক।

কর্পূর	৴ এক ছটাক।
হিঙ্গ	৵ আধ সের।
কটকী	৵ আধ সের।
ডুলাবাখর	৴৷ এক পোয়া।
জাওন	৴৷ এক পোয়া।
হোর বাখর	৴৷ এক পোয়া।
খাপরিয়া	৴৷ এক পোয়া।
দারুচিনি	৴৵ আধ পোয়া।
কুচিলিয়া	৴৵ আধ পোয়া।

এই চৌদ্দ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই উক্ত চৌদ্দ পদ ঔষধি এক সের গব্য ঘৃতে মাখিয়া, দুই দিবস অন্তে বৈকালে এক তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।

জাওন (৪ প্রকার)	৴৷ এক পোয়া।
মুশব্বর	৴ এক ছটাক।
ত্রিফলা	৴৸ তিন পোয়া।
ঘৃত কুমারীর পাতা	১ এক টা।
ব্রাণ্ডি সরাপ	৴ এক ছটাক।

এই আট পদ।

উক্ত সমস্ত দ্রব্য একত্র মাখিয়া আট দিবস পর এক দিন বৈকালে এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে।

চিড়া	৴২ দুই সের।
দধি	৴৪ চারি সের।

একুনে দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ একত্রে, প্রাতঃকালে ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রতি রোজ বৈকালে দশ পনর দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইলে, হাতীর ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, এবং কড়া শোয়ারী প্রভৃতি কারণে হস্তী শীর্ণ হইলে পুষ্ট হইবে। মধ্যে মধ্যে হিঙ্গ ও কাঁচা লবণও খাওয়ান কর্ত্তব্য।

সুশ্রূষা।

প্রয়োজনানুসারে ঋতু ভেদে হস্তীকে পুষ্টি বর্দ্ধনকারক "বার মাসীয় মোটাই মসল্লা" খাওয়ান উচিত। কারণ ঐ সমস্ত মসল্লা মাঝে মাঝে খাওয়াইলে, সময় মত হাতীর শরীরের রক্ত দোষ নষ্ট করিয়া জীর্ণ শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। এরূপ নিয়মে রাখিলে সহসা হস্তী শরীরে কোন ব্যাধি জন্মিতে পারে না।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ।

কারণ। ঋতু ভেদে যেরূপ চারা বা আহারীয় দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক তাহার ব্যতিক্রম করিলে, অর্থাৎ এই গ্রন্থের স্থানান্তরে যে সকল সময়োপযোগী আহার্য্য দ্রব্য উল্লেখ করা হইল; তাহার বিপরীত দ্রব্য খাওয়াইলে, অগ্নি মান্দ্য হইয়া, ক্রমশঃ অজীর্ণ রোগ উৎপত্তি হয়। অপরিষ্কৃত জল পান করাইলেও অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে। গুরুতর আহারান্তে, বিশ্রাম না করাইয়া অধিক পরিশ্রম করাইলে, এবং এক দিন অধিক, অপর দিন অল্প পরিমাণ খাইতে দিলেও অগ্নি মান্দ্য হইয়া অজীর্ণ জন্মায়। প্রত্যহ একরূপ নিয়মে, উপযুক্ত দানা ও অন্যান্য সময়োচিত চারা খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আহারাদির অনিয়ম হইলেই জঠরাগ্নির কার্য্যকারী শক্তির অল্পতা জন্মে। সুতরাং অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ। নিত্যাহার ক্রমশঃ কমিয়া অলস হইতে থাকে। তবে অনিচ্ছার সহিত যাহা আহার করে, তাহাতে সর্ব্বদা পেটের ভিতর এক প্রকার হড় হড় শব্দ হইয়া থাকে। স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। এবং যাহা কিছু মল নির্গত হয়, তৎসঙ্গে আহারীয় দ্রব্যের অংশ সকলই অর্দ্ধ জীর্ণ অবস্থায় বাহির হইতে দেখা যায়। তাহা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। প্রায়ই অল্প অল্প পরিমাণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং হস্তীর অখাদ্য বস্তু সকল খাইবার জন্য লিপ্সা জন্মে। জল পিপাসা এত হয় যে জল দেখিলেই পান করিবার জন্য লালায়িত হয়।

চিকিৎসা।

গোলমরিচ	।০ এক পোয়া।
কট্‌কি	।০ এক পোয়া।
গুড়বচ	।০ এক পোয়া।
সোহাগার খৈ	।০ এক পোয়া।
মুশব্বর	।০ এক পোয়া।
কালীজিরা	।০ এক পোয়া।
হিঙ্গ	।০ এক পোয়া।

মোট সাত পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত হজমী ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ সাত পদ ঔষধ একত্রে চূর্ণ করতঃ কোন পাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এবং ৩।৪ দিবস অন্তর এক পোয়া নিমের ছাল শিদ্ধ দিয়া ।১ সের চাউলের ভাত পাক করিয়া, সেই ভাতের মধ্যে ঐ সকল ঔষধের আধ পোয়া পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া, বৈকালে, কুঁড়োয় ভরিয়া হাতীকে খাওয়াইতে

হইবেক। এই ঔষধ সেবনের পর জল খাওয়াইবে না, এবং অধিক পরিমাণ আহারের পর এই ঔষধ ভক্ষণ নিষেধ।

হিঙ্গ	॥ আধ তোলা।
কালা লবণ	১ এক তোলা।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ হিঙ্গ ঈষৎ গরম করিয়া, তাহাতে ঐ কালা লবণের গুঁড়া মিশ্রিত করতঃ ৫।৬ দিবস অন্তর হাতীকে খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু হাতীর গরম হইলে, আর খাওয়াইতে হইবে না। কারণ অধিক পরিমাণ ঐ ঔষধ খাওয়াইলে, হাতীর মস্তাই উঠিতে পারে। ঐ ঔষধ খাওয়াইলে হাতীর পেটে কৃমিও থাকিতে পারে না। এই ঔষধ বেশী ব্যবহারে হাতীর দাস্ত হইবার সম্ভব।

শুশ্রূষা।

উপযুক্ত সময় লঘু পক্ক বলকারক চারা দিয়া, ঠাণ্ডা স্থানে হাতীকে রাখা কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করান অসঙ্গত। এবং পরিষ্কার স্রোত জল পান ও তাহাতে রীতিমত প্রত্যহ, ২ বেলায় স্নান করান উচিত। জীর্ণ করিতে সক্ষম হয়, এরূপ পরিমাণে দানা খাওয়ান উচিত। রীতিমত জীর্ণ করিতে অক্ষম বিবেচনা করিলে, একেবারে দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। উপদিষ্ট অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ সেবন করান উচিত।

পথ্য।

দল ঘাঁস, অপরিপক্ক ধানের গাছ ও ডাল চারা

[illegible]।

[illegible]।

মাটি খাইয়া পেট ফাঁপা রোগ।

কারণ। হস্তীকে অতিরিক্ত [illegible] করাইলে, বা সম ভাবে রৌদ্রে [illegible] দৌড়াইলে, কি অধিক সময় [illegible] ভোগাইলে, কিম্বা নিয়মিত স্নান ও আহারাদির ত্রুটী করিলে, হাতীর স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে। তাহাতে হস্তীর শরীরে আভ্যন্তরিক গরম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ গরমের দমন [illegible] করিবার জন্য শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে এবং সময় ২ মাটি খাইয়া উক্ত গরম জনিত [illegible] জ্বালা স্নিগ্ধ করিতে চেষ্টা করে। কোন কোন হস্তীর উল্লিখিত অনিয়ম বশতঃ পেটের ভিতর দুই অঙ্গুলি পরিমিত শ্বেত বর্ণের [illegible] জন্মে। তাহা জন্মিলে, শূল বেদনা গ্রস্থ মনুষ্যেরা যেরূপ আশু [illegible] খড়ি বা সোডা ভক্ষণ করে, তদ্রূপ হস্তী মাটি ভক্ষণ করিয়া, [illegible] কষ্টের কারণ নিবৃত্তি করিতে [illegible] করে। বন্য ও পালিত হস্তী [illegible] হইতে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কখন কখন মাটি খাইয়া থাকে; তাহাতে কোনরূপ অপকার না হইয়া বরং উদরস্থ মল ও কৃমি নির্গত হইলে সুস্থতা লাভ করে। কিন্তু উক্ত অনিয়মের জন্য মাটি খাইলে অন্যান্য উৎকট রোগের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় উপযুক্ত সতর্কতার সহিত সুনিয়ম পালন ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না করাইলে হাতীর জীবন সংশয় হইতে পারে।

লক্ষণ। হস্তী মাটি খাইলে সাধারণতঃ অতি অল্প আহার করে। অধিক পরিমাণে মাটি খাইলে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেনা। কেবল পিপাসাতুর ও স্ফূর্ত্তি বিহীন হয়, এবং পেট ডাকিতে থাকে। শটী ও চাতরা (তারা গাছ) ও আনারসের গাছ, এবং আমের ডাল, প্রভৃতি তেজস্কর অখাদ্য ভোজন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

চিকিৎসা।

[illegible] পোড়া শকুনা [illegible] চূর্ণ	১ এক তোলা
[illegible] যবের আলান্দ্ [illegible]	২ দুই তোলা
গুড়বচ	১ এক তোলা
একটী মাত্র কোয়া [illegible] রসুন	৵০ অর্দ্ধ তোলা
(অভাবে রসুনের একটী কোয়া মাত্র।)	
[illegible]	/০ এক ছটাক।

এই পাঁচ পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

গব্য ঘৃত গরম করতঃ প্রথমতঃ ঐ চূর্ণ, তৎপর যবের আলান্দ্, পরে গুড় বচ দিয়া ভাজিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিয়া ঐ রসুন বাঁটিয়া লইয়া তাহার সহিত একত্রে একবারে খাওয়াইতে হইবে। ইহাতে না কমিলে পুনরায় ঐ পরিমাণ আর এক বটী তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত।

মুষ্টিযোগ।

দৈবাৎ কোন স্থানে অন্য ঔষধ সংগ্রহ হইতে না পারিলে, একটা রশুন পুরিয়া খাওয়াইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া আরাম হইবে। ঐ সঙ্গে /০ ছটাক আদা ও /০ ছটাক পরিমাণ লবণ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রসুন	১ টা।
হিঙ্গ	১ এক তোলা
কাল লবণ	/০ এক ছটাক

এই তিন পদ।

(বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

আকন্দের কুশী	✓০ এক ছটাক।
রসুন	১ টা।
ঝিনুকের চূর্ণ	১ এক তোলা।

এই তিন পদ।

(উৎকৃষ্ট ও সদ্য ফলপ্রদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

আকন্দের কুশী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া অপর দুই পদ ঔষধের সহিত মিলাইয়া খাওয়াইতে হইবে।

কালা লবণ	✓০ এক ছটাক।
লাল ভেরাণ্ডার কুশী	✓০ এক ছটাক
ঝিনুক পোড়া ছাই	✓০ এক ছটাক
অফলা আমের ছাল	✓০ এক ছটাক
এরাণ্ডার কশ	✓০ এক ছটাক
রসুন	৴১০ আধ ছটাক।

একুনে ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ ছয় পদ ঔষধ একত্রে বাটীয়া এক তোলা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ দুই বেলায় খাওয়াইবে।

হাতী চারা কম খাইলে, এই সঙ্গে, একটা কুচিলা ভাল রূপে পোড়াইয়া দিতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হাতী মাটী খাইলে কোনরূপে পরিশ্রম করান উচিত নহে। স্নান করান না [illegible]। স্নান করাইলে উদর স্ফীত হইয়া অন্যান্য উৎকট ব্যাধি হইয়া থাকে। কোন প্রকার দানা খাওয়ানই বন্ধ করিতে হইবে। কেবল ডাল চারা খাওয়াইতে হয়, এবং সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখিতে হইবে। উহার গায় [illegible] না লাগে [illegible] শুদ্ধবস্ত্র [illegible] আবশ্যক। [illegible] হইতে পারে যে, হস্তী বন্য জন্তু, বনে থাকে, [illegible] নিবারণ [illegible] প্রস্তুত করিয়া দেয়? তাহার উত্তর এই যে [illegible] নীচে আশ্রয় [illegible] থাকে। [illegible] সামান্য কদলী [illegible]। বরং মঙ্গল- [illegible] ওষধি ও প্রস্র- বণাদি বিশুদ্ধ জল খাইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্বাধীন ভাবে স্ফূর্ত্তির সহিত দল বলে বিচরণ করতঃ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন, পাহাড়ে অনেক স্থলে একরূপ প্রস্রবণ আছে যে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নিকটবর্ত্তী যাবতীয় হাতীর এবং অন্যান্য পশু পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রকার জন্তুই তথায় উপনীত হইয়া স্বেচ্ছামত জল ও লবণাক্ত জল ও মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ লবণাক্ত মৃত্তিকাদি ভক্ষণে তাহারা সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করে।

পথ্য।

ডাল চারা, বিশেষ অশ্বত্থ থোকসার ডাল দেওয়া উচিত। সময় মতে দল ও অপরিপক্ক ধানের গাছও খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

কুপথ্য।

কদলী বৃক্ষাদি স্নিগ্ধকর খাদ্য।

পেটের বেদনা।

কারণ। হস্তী মাটি খাইলে, যদি কোনরূপ অনিয়মে দাস্ত বন্ধ হয়, তবে পেট ফুলিয়া বেদনা হইয়া থাকে, এবং তাহাকেই কৃমি জন্মিয়া বেদনার প্রখরতা বৃদ্ধি করে। কাজেই হাতী ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করে।

লক্ষণ। পেট স্ফীত হয়; মল মূত্র, পরিষ্কার হয় না, এমন কি কখন কখন একেবারেই নিঃসরণ ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিছুই আহার করে না বারবার উঠাবসা করিতে থাকে।

চিকিৎসা।

মুশব্বর	২ দুই তোলা।
চিতার মূল	১ এক তোলা।
দেশী কর্পূর	১ এক তোলা।
	এই তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মাড়িয়া খাওয়াইতে হয়।

সোহাগার খৈ	২ দুই তোলা।
মুশব্বর	২ দুই তোলা।
কালা লবণ	৪ চারি তোলা।
ঝিনুকের খুলী	১ এক তোলা।
গব্য ঘৃত	।০ আধ পোয়া।
	মোট পাঁচ পদ।

(বিশেষ ফলদায়ক এবং পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ ঐ গব্য ঘৃতে ভালরূপে মিশ্রিত করতঃ পাক করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হস্তী মাটি খাইলে, যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, ঠিক সেই প্রকার ইহাতেও করিতে হইবে।

পথ্য।

মাটি খাইলে যেরূপে পথ্য দিতে হয় ইহাতেও তদ্রূপ।

কুপথ্য।

মাটি খাইলে যাহা নিষেধ এস্থলে তাহাই।

কোষ্ঠ বদ্ধ ব্যাধি।

কারণ। হস্তী মাটি খাইলে, যদি কোনরূপ অনিয়ম হয়, তবে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক রুক্ষতা বশতঃ ক্রমশঃ সঞ্চিত মল শুষ্ক হইলে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে।

লক্ষণ। মল মূত্র বদ্ধ হয়, পেটের বেদনায় ছট্‌ফট্ করে, উঠা বসা করিতে থাকে, রুচি পূর্ব্বক কিছুই খাইতে চায় না, কখন কখন অনিচ্ছা স্বত্বেও কিছু কিছু ভোজন করে।

চিকিৎসা।

গোলাপচি ফুল অর্থাৎ গবরী চাঁপার গাছের ছাল	✓ এক ছটাক।
জাওন	১ এক তোলা।
মুশব্বর	১ এক তোলা।
রস্থন	১ একটা।
লবণ	✓ এক ছটাক।
কাল লবণ	২ দুই তোলা।
	মোট ছয় পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ গব্য ঘৃতে পাক করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

(এটি ভাল ঔষধ।)

রোগ হওয়ারা তিন দিবস অন্তর এক সের লবণ একত্র করিয়া খাওয়াইলে দাস্ত হইবে।

ভেরাণ্ডা (বা চাঁদা বৃক্ষ) কিম্বা গবরী চাঁপার দুইতিনটা কোমল আগা, অগ্নিতে ঝলসাইয়া লইয়া, আধ পোয়া কাল লবণের চূর্ণ ও এক ছটাক সোহাগার খৈ চূর্ণ করতঃ তৎসহ বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

দাস্তের ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। কোন স্থানে চলাচল করিতে

দেওয়া সঙ্গত নহে। মাটি খাইলে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, ইহাতেও তদ্রূপ করিতে হইবে। তাহাতেও যদি কোন প্রকার আরোগ্য লক্ষণ দেখা না যায়, তবে সাবানের জল দ্বারা হাতীর গুহ্য দ্বারে পিচকারী দেওয়া আবশ্যক। এতদ্দ্বারা যদি মল নির্গত না হয়, তবে হস্তীর পদ উপযুক্ত রূপ রজ্জু দ্বারা ভাল রকম বন্ধন করিয়া, মাটিতে ফেড়ে দিয়া শোয়াইতে হইবে, এবং মাহুত দ্বারা হস্তীর গুহ্য দ্বারে হস্ত প্রবেশ করাইয়া হাতীর মল ভাণ্ডস্থ সঞ্চিত শুষ্ক বিষ্ঠা (যাহা কিছু থাকে) সমস্ত বহির্গত করিয়া ফেলিতে হয়। হাতীর গুহ্য দ্বার দিয়া মাহুত হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক মল ভাণ্ডস্থ সঞ্চিত শুষ্ক বিষ্ঠা রাশি বাহির করিয়া ফেলিলে, হাতীর কোনরূপ অনিষ্ট না হইয়া সহজে আরাম হইবে।

পথ্য।

কেবল তাল চোবা।

কুপথ্য।

অন্যান্য যাবতীয় চার।

মিটখোরা অর্থাৎ মাটি খাওয়া ব্যাধি।

কারণ। হস্তীকে সময় সময় রীতি মত জোলাপ না দিলে, মাহুত দিগের অসতর্কতা বশতঃ মৃত্তিকাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ সঞ্জাত ক্রিমি প্রভৃতি রোগের যন্ত্রণা আশু নিবারণ করিবার জন্য প্রায়শঃ অল্প কি অধিক পরিমাণ মাটি খাইয়া থাকে। সুতরাং দিন দিন হাতীর অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও দুর্ব্বলতা ইত্যাদি উৎকট রোগ জন্মে অত্যন্ত যত্ন করিলেও শরীরের পুষ্টি হয় না। ইহাতে উপযুক্ত মত চিকিৎসাদি না করিতে পারিলে, ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া হাতী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ। মনুষ্যের শরীরে যেরূপ মর্জ্জাগত কি বিষম জ্বর প্রভৃতি পীড়া হইলে, উত্তমরূপ আহারাদি করা সত্ত্বেও উত্তরোত্তর শীর্ণ ও জীর্ণ হইতে

পারে, তদ্রূপ হস্তী মিটখোরা রোগাক্রান্ত হইলে, উপযুক্ত আহারাদি করিতে পারিবে না, ক্রমশঃ শীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া যায়। স্ফূর্ত্তি থাকে না, ক্রমে ক্রমে চলচ্ছক্তি রহিত হয়, [illegible] উপযুক্ত চিকিৎসাদি না করিলে, হয় ত সত্বর মরিয়াও যাইতে পারে। অতএব মিটখোরা রোগ হইলে, হস্তী স্বামী গণের বিশেষ সাবধান হইয়া যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসাদি করান উচিত। হস্তীর পক্ষে মিট-খোরা রোগ অতি মারাত্মক। প্রথমাবস্থায় চিকিৎসাদি উচিত মত করিতে না পারিলে, শেষে ইহা অসাধ্য ব্যাধি রূপে পরিণত হয়।

চিকিৎসা

ঝিনুকের চূণ (শুষ্ক)	/১ এক সের।
জয়ন্তির পাতা	/॥ আধ সের।
	একুনে দুই পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ ঝিনুকের চূণ চারি পাঁচ সের পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া; ঐ জলের উপর জয়ন্তীর পাতা দিয়া ৬। ৭ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরে খুলনীর জলে ভিজান জয়ন্তীর পাতা প্রতিবারে আধ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ বৈকালে খাওয়াইতে হইবে।

জাওন	/॥০ আধ সের।
চিরতা	/৶০ আধ পোয়া।
কটুকী	/৶০ আধ পোয়া।
আদার শুঁট	/৶০ আধ পোয়া।
বহেরা	/৶০ আধ পোয়া

ইন্দ্রযব	/৶০ আধ পোয়া।
কালা বিছুয়া	/৶০ আধ পোয়া।
লাল চিত্রক	/৶০ আধ পোয়া।
[illegible]	/৶০ আধ পোয়া।
[illegible]	/৶০ আধ পোয়া।
বির গোড়া	/৶০ আধ পোয়া।
লবঙ্গ	১ এক তোলা।
গুজরাটী এলাচী	১ এক তোলা।
কস্তুর	৵৶ আধ পোয়া।
কাফুর	॥০ আধ তোলা।
জায়ফল গোটা	৵৶ আট পোয়া।
ব্রাণ্ডি সরাপ	১ দফা।

মোট সত্তর পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ষোল পদ ঔষধ ভাল রকম চূর্ণ করতঃ ঐ ব্রাণ্ডি সারাপে পাক করিয়া প্রতি দিন দানার সঙ্গে এক তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করাইবেক।

মলবাংশী	৵৶ আধ পোয়া।
গুড়ুচ	৵৶ আধ পোয়া।
ঝিনুকের পোড়া খুলশী	৵৶ আধ পোয়া।
কয়েতীর পাতার চূর্ণ	৵৶ আধ পোয়া।
লালী গুড়	৵৶ আধ পোয়া।
মুশব্বর	৴০ আধ ছটাক।

ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধের ভালরূপ চূর্ণ, ঐ গুড় সহ মিশ্রিত করতঃ অর্দ্ধ তোলা পরিমিত এক এক বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। এবং প্রতি দিবস একটী মাত্র বড়ী খাওয়াইতে হইবে।

হিঙ্গ	[illegible]
মুসব্বর	[illegible]
আদা	[illegible]
সিংরীপ	[illegible]
হরিতাল	[illegible]
আফিম	[illegible]
রসুন	[illegible]
নারিকেলের পোড়া খুলশী	[illegible]
জয়ন্তীর পাতা	১ [illegible]
লালী গুড়	[illegible] ছটাক।
	মোট [illegible]

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই দশ পদ ঔষধ একত্রে মারিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রতি দিন এক এক বড়ী খাওয়াইতে হইবে।

কাল লবণ	৴॥ আধ সের।
গুড়বচ	৴।৴ পাঁচ ছটাক।
তুতীয়া	১ এক তোলা।
নিশাদল	১ এক তোলা।

সোহাগার খৈ	।/। পাঁচ ছটাক।
গোলমরিচ	/। এক পোয়া।
কটকী	/। এক পোয়া।
মুশকর	/। এক পোয়া।
কাল জিরা	/। এক পোয়া।
হিঙ্গ	।।০ আধ তোলা।
	মোট দশ পদ।

বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত।।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দশ পদ ঔষধ একত্রে বাটিয়া, অর্দ্ধ তোলা পরিমান বড়ী প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যহ এক এক বড়ী সেবন করাইতে হইবে।

ভুঁই কুমড়া	।০ এক পোয়া।
ডাঁইটের আগা	/৵০ আধ পোয়া।
জয়ন্তীর পাতা	/৵০ আধ পোয়া।
আকন্দের কচি পাতা বা আগা	/৵০ আধ পোয়া।
নিমের পাত	/০ এক ছটাক।
নিমের ছাল	/৵০ আধ পোয়া।
রসুন	/০ এক ছটাক।
ছোট পীঁয়াজ	/০ এক ছটাক।
আদা	/০ এক ছটাক।
কাঁচা হরিদ্রা	/০ এক ছটাক।
লবণ	/০ এক ছটাক।
কাল লবণ	/০ এক ছটাক।

হিঙ্গ	/১০ এক ছটাক।
মুশব্বর	/১০ এক ছটাক।
চিরতা	/১০ এক ছটাক।
গোলমরিচ	/১০ এক ছটাক।
কট্‌কী	/১০ এক ছটাক।
ঝিনুকের খুলশী	/১০ এক ছটাক।
জাওন	।৵০ আধ পোয়া।
দানা গুড়	।৵০ আধ পোয়া।
ব্রাণ্ডি সারাপ	৷৷০ আধ সের।
	একুনে একুশ পদ।

(পরীক্ষিত এবং আশু ফলপ্রদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই একুশ পদ ঔষধের ভাল চূর্ণ, দানা গুড় ও ব্রাণ্ডি সারাপে মাখিয়া প্রত্যহ বৈকালে দুই তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হাতী মাটী খাইলে, যেমন কোনরূপ পরিশ্রম করান উচিত নয় এব্যাধিতেও তদ্রূপ স্নান করাইতে হইবে না। স্নান করাইলে উদর স্ফীত হইয়া নানারূপ উৎকট ব্যাধি হইয়া থাকে। সকল প্রকার দানা খাওবান বন্ধ করিতে হইবে। কেবল ডাল চারা খাইতে দেওয়া উচিত; এবং হাতীকে সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। কোন প্রকারে যাহাতে উহার শরীরে বৃষ্টির জল বা ঠাণ্ডা না লাগে; তজ্জন্য সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যদিও হাতীরা পাহাড়ে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে, বৃষ্টি জলে ভিজে, কিন্তু মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় তাহারা স্বকীয় বুদ্ধিতে বড় বড় বৃক্ষের বা পর্ব্বত গহ্বরের স্থান বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ

করতঃ গমন করিতে চেষ্টা পায়। পর্ব্বত জাত ঔষধি ও প্রস্রবণাদির স্বাস্থ্যকর জল খাইয়াও আরোগ্য লাভ করে। বিশেষতঃ পার্ব্বতীয় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া এবং স্বাধীন ভাবে স্বদল বলে ফূর্ত্তির সহিত বেড়াইতে পারায় সহজে সামান্য কদাচারে ব্যারাম জন্মিতেও পারে না।

পথ্য।

ঢোল চারা, যথা অশ্বত্থ ও খোক্সা গাছের ডাল। সময় সময় দল ঘাস ও অপরিপক্ক ধানের গাছ দেওয়া উচিত।

কুপথ্য।

কলার গাছ প্রভৃতি স্নিগ্ধ বস্তু দেওয়া অসঙ্গত।

বাও ঠেকা অর্থাৎ হঠাৎ পেট বেদনা।

কারণ। হাতীর যদি কৃমি জন্মে এবং তজ্জন্য মাটি খাইলে, কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া উদরে বেদনা এবং উদর স্ফীত হয়। সুতরাং ঐ যন্ত্রণায় হাতী ছট্‌ফট্ অর্থাৎ উঠা বসা আরম্ভ করে।

লক্ষণ। মল মূত্র পরিষ্কাররূপ হয় না, এমন কি রোগ প্রবল হইলে, নিঃসরণ ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বদা হাতী উঠা বসা করিতে থাকে কিছুই আহার করিতে পারে না।

চিকিৎসা।

আদা	।০ এক পোয়া।
জাওন	✓০ এক ছটাক।
কাল লবণ	✓০ এক ছটাক।
লবণ	✓০ এক ছটাক।
	চারি পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবাহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ একত্র করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

আদা	।০ এক পোয়া।
লবণ	।০ এক পোয়া।
	দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই দুই পদ ঔষধ একত্র করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

মাটি খাওয়া রোগের শুশ্রূসার ন্যায়।

পথ্য।

মাটি খাইলে যে পথ্য ব্যবস্থা তাহা দিতে হইবে

কুপথ্য।

মাটি খাইলে যাহা নিষেধ এস্থলেও তাহাই।

চৌরঙ্গ ব্যাধি।

কারণ। মনুষ্যের জ্বর হইলে, কোনরূপ অনিয়ম বশতঃ যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ হস্তী মাটি খাইলে, যদি প্রথমতঃ উপযুক্ত রূপ শুশ্রূষা ও চিকিৎসা না করা যায়, অর্থাৎ মাটি খাওয়া স্থলেও গুরুতর ভার বহন কি পরিশ্রম করিলে, নদী পার করাইলে, অথবা বৃষ্টির জলে ভিজাইলে, কিম্বা স্নান করাইলে, অথবা দানাও কোন প্রকার গুরুপাক বস্তু খাওয়াইলে চৌরঙ্গ ব্যারামের উৎপত্তি হয়।

এইটাই হাতীর পক্ষে বিশেষ মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যারামের প্রথমাবস্থাতেই বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসাদি করিতে না পারিলে, হাতীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

লক্ষণ। হাতীর পেট স্ফীত এবং পেটের অত্যন্ত বেদনা হয়; তজ্জন্য হাতী সর্ব্বদা ছটফট করিতে থাকে। কিছুই খায় না। মনুষ্যের যেমন বাত শ্লেষ্মক বিকার হইলে, ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করে, হস্তীরও চৌরাঙ্গ ব্যাধি জন্মিলে তদ্রূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় জ্ঞান শূন্য হয়। উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অতি শান্ত প্রকৃতির হাতীও অশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। এমন কি, শৃঙ্খলাদির দৃঢ় বন্ধন ও মোচন করিতে চেষ্টার ক্রুটী করে না। এবং সে সময় পরিচিত মনুষ্য মাহুতকেও মারিতে চাহে। হাতী চৌরঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইলে, কম্প জ্বরের রোগীর মত কাঁপিতে থাকে, এবং রোগ প্রবল হইলে, হিক্কা জন্মে। গুরুতর বাত শ্লেষ্মা গ্রস্ত রোগীর যেরূপ শরীরের কোন অঙ্গ অবশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ হাতীরও চৌরঙ্গ ব্যাধি প্রবল হইলে, অর্দ্ধাঙ্গ বা যে কোন অঙ্গ অবশ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

কটকী	।৴ এক ছটাক।
জয়ন্তী	১ এক তোলা।
জায়ফল	১ এক তোলা।
গুজরাতী এলাচী	২ দুই তোলা।
বড় এলাচী	৴১০ আধ ছটাক।
রস সিন্দুর	২॥০ আড়াই মাসা।
শিঙ্গরীপ	২॥০ আড়াই মাসা।
রস মাণিক্য	২॥০ আড়াই মাসা।
মুশরী গন্ধক	৴১০ আধ ছটাক।
জাওন (চারি প্রকার)	৴।০ এক পোয়া।
মুশব্বর	৴১০ আধ ছটাক।
	এগার পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এগার পদ ঔষধ ভাল রকম চূর্ণ করতঃ গব্য ঘৃতে পাক করিয়া ॥ আধ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া চারি পাঁচ দিন খাওয়াইতে হইবে।

কটকী	॥০ আধ সের।
গন্ধক	৵০ আধ পোয়া।
মুশব্বর	।০ এক পোয়া।
আতপ চাউল	৵০ আধ পোয়া।
গব্য ঘৃত	॥০ আধ সের।
	একুনে পাঁচ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধি একত্র ভাল করিয়া মিশাইয়া জল দিয়া ।০ আ তোলা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রতি দিন ২। ৩ টা খাওয়াইতে হইবে।

কাগজী লেবুর রস	। এক পোয়া।
কাল জিড়া	॥ আধ সের।
সরিষার বীজ	॥ আধ সের।
মুশব্বর	॥ আধ সের।
আদার শুঁট	॥ আধ সের।
ডালিম বীজ	॥ আধ সের।
জামাল গোটা	॥ আধ সের।
কলমী সোরা	॥ আধ সের।
কত (খয়ের)	॥ আধ সের।
মেথী	॥ আধ সের।
রস মাণিক্য	॥ আধ সের।
রস সিন্দুর	॥ আধ সের।
জাওন	১ সের।
ঘোর জাওন	✓১ সের।
বকুচি	। এক পোয়া
ভেলার গোটা	। এক পোয়া।
জায়ফল	। এক পোয়া।
জয়ত্রী	✓। এক পোয়া।
হরিদ্রা শুঁট	✓। এক পোয়া
নেপালী চিরতা	✓। এক পোয়া।
ময়নার গোটা	✓। এক পোয়া।

বহেরা	৴৷ এক পোয়া
ছোট হরিতকি	৴৷ এক পোয়া।
বড় হরিতকি	৴৷ এক পোয়া।
সাপ্টী	৴৷ এক পোয়া।
মুশার ফল	৴৷ এক পোয়া।
এলচী	৴৷ এক পোয়া।
পটলের পাত	৴৷ এক পোয়া।
পুরাণা গুড়	৴৷ এক পোয়া।
ভাল হিঙ্গ	৴ এক ছটাক।
চারি জাতীয় লবণ	৴১ এক সের।
রসুন	৴২ দুই সের।
ভুঁই কুমড়া	৴॥ আধ সের।
মুদ্রা শঙ্খ	৴ এক ছটাক॥
শিমল খার	৴ এক ছটাক।
দারুচিনি	৴ এক ছটাক।
লবঙ্গ	৴৵ আধ পোয়া।
রস কর্পূর	৴১ এক সের।

আটত্রিশ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই আটত্রিশ পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ চূর্ণ করতঃ মাড়িয়া লইয়া প্রত্যহ ১ এক তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

মাটি খাইলে, হস্তীকে যেরূপ সতর্ক ভাবে রাখিতে হয়, চৌরঙ্গ ব্যাধি হইলেও ঠিক সেই ভাবে রাখা উচিত। কোন রকমে যেন উহার শরীরে জলস্পর্শ না হয়, কি শীতল বায়ু না লাগে। কলার গাছ, ঘাঁস ও দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। এই রোগাক্রান্ত হইলে সর্ব্বপ্রকারে হাতীকে গরম রাখিতে হইবে। কিন্তু রৌদ্রোত্তাপ ভোগ কি পরিশ্রম না করে। গরম জল খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য; যে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগ অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

পথ্য।

বাঁশ পাতা বট ও অশ্বথের ডাল চারা প্রভৃতি গরম দ্রব্য।

কুপথ্য।

স্নিগ্ধকর চারা।

পাক্‌কর ব্যাধি।

প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিলেই ইহা হয়। চৌরঙ্গ

পাকর রোগ কহে। বিশেষ এই, এই রোগ

ীত হয়, মানুষের যেরূপ ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি জন্মে

এ ব্যাধিতে হস্তীর ঐ প্রকার হইয়া থাকে। এমনকি ইহাতে হাতীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া শেষে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা।

রস মাণিক্য	২ দুই তোলা।
রস সিন্দুর	২ দুই তোলা।
সিদ্ধ গ্রিক্	২ দুই তোলা।
আকর করা	২ দুই তোলা।
ইস্কল	২ দুই তোলা।
এক কোষ বিশিষ্ট রসুন অভাবে	
সাধারণ রসুন	⁄। এক পোয়া।
আদা	⁄। এক পোয়া।
	মোট সাত পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঔষধির পূর্ব্ব ৫ পদ ঔষধ উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ ঐ বক্রি দুই পদ রসুন ও আদার রসে মাড়িয়া বুটের মত এক একটি বড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে দুই বড়ী খাওয়াইবে। তাহাতে ব্যাধি কিঞ্চিৎ না কমিলে দুই ঘণ্টা অন্তর দুই বড়ী করিয়া খাওয়াইবে।

শুশ্রূষা।

চৌরঙ্গ ব্যাধি হইলে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, ইহাতেও কঠি সেই

প্রকার শুশ্রূষা করিতে হইবে। ফল, হাতীকে কোন প্রকারে হিম না লাগে। মানুষের জ্বর বিকার হইলে যেমন গরম ভাবে রাখিতে হয়, সেইরূপ হাতীকেও সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখা উচিত।

পথ্য।

বাঁশ পাতা অশ্বথ ডাল চারা ইত্যাদি গরম দ্রব্য।

লর্জ্জা বা সন্যাস রোগ।

কারণ। হস্তী অতিরিক্ত পরিশ্রমে গরম হইলে যদি হঠাৎ কোন প্রকারে স্নিগ্ধ হয়, তবে হাতীর আভ্যন্তরিক তাপ সহসা শীতল হইয়া সর্দ্দি গরমী উপস্থিত হয়। ইহাতে হাতীর শরীরের রক্ত জল হয় এবং হঠাৎ মরিয়া যায় ফল ইহাকে সান্নিপাত বিকার বলা যায়।

লক্ষণ। অকস্মাৎ কাঁপিতে আরম্ভ করে, আহার ত্যাগ করে, এবং মুখ হইতে অজস্র জল ধারা পড়িতে থাকে। এই সময় সতর্কতার সহিত চিকিৎসাদি করিতে পারিলে আরাম হইতে পারে। কিন্তু এই রোগে হাতী পড়িয়া গেলে আর কোনরূপ চিকিৎসাই চলে না। সাধারণতঃ প্রবাদ যে; হাতী ছয় মাসের রাস্তা ব্যবধানে জ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, কাঁপিতে আরম্ভ করে. পরে ক্রমে জ্বর যত নিকটে আইসে ততই হাতীর উপসর্গ বৃদ্ধি পাইয়া স্পন্দন রহিত হয় এবং ত্বরায় মৃত্তিকা মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। বাস্তবিক উক্ত প্রবাদ অমূলক নহে।

হাতী সন্যাস বা সর্দ্দি গরমী রোগে আক্রান্ত হইলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসাদির সময় পাওয়া যায় না। এমন কি মানুষের সন্যাস রোগ হইলে যেমন আহার করিতে করিতে কি ভ্রমণ কালে কিম্বা

নিদ্রায়, অথবা বসিয়া আলাপ করিতে করিতে হঠাৎ মৃত্যু হয় তদ্রূপ হাতীও চলিতে চলিতে কি পীলখানায় ভাল অবস্থায় চারাদি খাইতে খাইতে হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গিয়া মরিয়া যায়। হাতী পড়িয়া গেলে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মনুষ্য আর সে মুখ খুলিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে পারে না।

চিকিৎসা

নর সিংহ অথবা নিসিন্দা পাতার রস দ্বারায় হস্তীকে নস্য গ্রহণ করাইবে। এই রোগ হইলে, সর্ব্বদা হস্তীকে ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবে। এবং মাথায় সর্ব্বদা জল ঢালিবে। এই রোগে হস্তী প্রায়শই বাঁচে না। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

পথ্য।

স্নিগ্ধকর যাবতীয় চারা।

অতিসার রোগ।

কারণ। হস্তী অতিরিক্ত মাটী খাইলেই দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। এমন কি মানুষের অতিসারের ন্যায় দাস্ত হইতে হইতেই হাতী এই রোগে মরিয়া যায়।

লক্ষণ। অনবরত জলবৎ তরল অধিক পরিমাণে দাস্ত হইতে থাকে পেটের বেদনায় হাতী উঠা/বসা আরম্ভ করে, এবং কাঁপিতে থাকে। কিছুই খায় না, স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া যায়। আর এত দুর্ব্বল হয় যে, সে আপন শরীরের ভার বহন করিতেও সক্ষম হয় না, অথবা কষ্ট জ্ঞান করে। এই

রোগের প্রথমাবস্থায় ভালরূপ চিকিৎসাদি করিতে না পারিলে, হয়ত চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল মধ্যে জীব লীলা সম্বরণ করিতে পারে। এটি বড় মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা

ব্রাণ্ডি সারাপ	৵ আধ পোয়া।
চিড়া	⁄। এক পোয়া।
	এই দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ ব্রাণ্ডি সারাপ দ্বারা চিড়া ভিজাইয়া ঐ চিড়া দানা খাওয়ানের ন্যায় ঘাঁসের কুচরাতে ভরিয়া হাতীকে খাওয়াইতে হইবে। যদি একবারে আরাম না হয়, তবে বিবেচনা পূর্ব্বক আবশ্যক মতে আরও ২।৩ বার ঐ পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। সারাপ অতিরিক্ত সেবনের জন্য হস্তীর অত্যন্ত মত্ততা না হয় ইহা বিবেচনায় খাওয়ান কর্ত্তব্য।

পুরাণা ভাঙ্গের পাত	৴১০ আধ ছটাক।
দানা গুড়	⁄০ এক ছটাক।
হরিদ্রা চূর্ণ	৴১০ আধ ছটাক।
	একুনে তিন পদ।

(বিশেষ পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মিশাইয়া দুই বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রথম এক

বড়ী খাওয়াইতে হইবে। তাহাতে দাস্ত বন্ধ না হইলে, দুই ঘণ্টা পরে আরও বড়ী খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হাতীকে সর্ব্বদা গরম ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। চলাচল করিতে দেওয়া অনুচিত। অতি সার রোগ সত্বে হাতী চলাচল করিলে, মলভাণ্ড আলোড়িত হয়, ও ক্রমশঃ দাস্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ রোগাক্রান্ত হস্তীকে কোন প্রকারে ত্যক্ত করা অন্যায়। স্নিগ্ধকর আহারীয় ভিন্ন গরম জনক আহার্য্য বস্তু মধ্যে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যাহা খাইতে চায়, তাহাই দেওয়া আবশ্যক। ঔষধাদিও রীতিমত উপযুক্ত সময়ে সেবন করান কর্ত্তব্য।

পথ্য।

অশ্বত্থ ডাল, খোকসা ডাল, ও বাঁশ পাতা প্রভৃতি যাবতীয় ডাল চারা।

কুপথ্য।

স্নিগ্ধকর চারা।

আকাসিয়া রোগ।

কারণ। হস্তী গুরুতর ভার গ্রহণ ও পরিশ্রম বশতঃ ক্লান্ত হইলে, কি কোন প্রকারে অত্যন্ত ভয় পাইলে, কিম্বা আহ্লাদিত হইলে, মনুষ্যের যেরূপ বাত ব্যাধি অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ বা পক্ষাঘাত রোগ হয়, তন্ন্যায় আকাসিয়া রোগ জন্মে এবং হাতীর যে কোন অঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ অবশ করিয়া ফেলে।

লক্ষণ। হস্তীর যে অঙ্গে আকাসিয়া ব্যাধি উপস্থিত হয়, সে অঙ্গ অবশ হইয়া যায়, সে স্থানে কোনরূপ আঘাত করিলে বা ক্ষত করিলেও কোনও প্রকার ক্লেশানুভব করিতে পারে না। ঐ স্থানের রক্ত চলাচল ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পড়ে। সে অঙ্গ দ্বারা কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই রোগ প্রবল হইলে হাতী একেবারেই অকর্ম্মন্য হইয়া যায়, এবং ক্রমে দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। এ রোগ প্রায় হাতীর পায়ে হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা

বড় বাঁশের করুল	।/। এক পোয়া।
লজ্জাবতী লতা	/ এক ছটাক।
উত্তর বাহিনী নদরী জল	।/। এক পোয়া।
	মোট তিন পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্র ভালরূপ বাটীয়া খাওয়াইতে হইবে।

গবরী চাঁপার ছাল	/০ এক ছটাক।
সোনাইলের কুঁশী	১ এক তোলা।
কাল লবণ	২ দুই তোলা।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে।

[illegible]	।০ এক পোয়া।
[illegible]	/০ এক ছটাক।
হিঙ্গ	।০ এক পোয়া।
[illegible] পাত	/০ এক ছটাক।
গুড়	/০ এক ছটাক।
সৈন্ধব লবণ	/০ এক ছটাক।
পায়খানার মাটী	/০ এক ছটাক।
	মোট সাত পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই সাত পদ ঔষধ একত্রে বাটিয়া হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

অতিরিক্ত শ্রম ও গুরুভার বহন করান কর্ত্তব্য নহে। স্নান করাইবার সময়, অধিক পরিমাণ শীতল জলে হাতীকে সন্তরণ করান বিধেয়। কারণ সন্তরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালিত হইলে অবশ অঙ্গও সবশ হইবার সম্ভাবনা। রুক্ষ কি অত্যন্ত স্নিগ্ধ জনক আহার্য্য দেওয়া অসঙ্গত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকিলে সেদ দিতে হইবে।

দল ঘাস, অপরিপক্ক ধানের গাছ, খোকসার ডাল, ও চা গুয়ার পাতা ইত্যাদি বল কারক দ্রব্য।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা।

কারণ। হস্তী অত্যন্ত পরিশ্রম, ও গুরুভার বহন, কি, একাদি ক্রমে

দূর পথ গমনাগমন করিলে, রক্তরস সঞ্চিত হইয়া শরীরে বেদনা হইয়া থাকে।

লক্ষণ। হাতীর শরীরে বেদনা হইলে যে স্থানে বেদনা হয় সে স্থানে কিঞ্চিৎ বা অধিক পরিমাণ স্ফীত হয়। স্ফূর্ত্তি থাকে না। অধিক পরিমাণ বেদনা হইলে চলিতে কষ্টানুভব করে। স্ফীত স্থান টিপিলেও ক্লেশ অনুভব করে।

চিকিৎসা।

লবণ	/০ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	/০ এক ছটাক।
হরিদ্রা চূর্ণ	/০ এক ছটাক।
	এই তিন পদ।

(পরীক্ষিত ও আশু ফলপ্রদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই সমস্ত দ্রব্য আট সের জল মধ্যে অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে (অর্থাৎ যে পরিমাণ গরম সহ্য করিতে পারে) তাহা বেদনা স্থানে তাড়াতাড়ি অনবরত ধারা দিতে হইবে। এইরূপ প্রাতে ও বৈকালে দুই বেলায় দিতে হইবে।

নিমের পাত	/০ এক ছটাক।
বিষ মানু	/০ এক ছটাক।
বিষ কচু	/০ এক ছটাক।
চাক্‌ধাপ অথবা বাঁক্‌নাদ্‌ } শাকের গাছ ও মূল }	/০ এক ছটাক।
বিষ কাঁটালী	/০ এক ছটাক।

হাড় জোড়া	/০ এক ছটাক।
হরিদ্রা চূর্ণ	/০ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	/০ এক ছটাক।
লবণ	/০ এক ছটাক।
	মোট নয় পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই নয় পদ ঔষধ আট সের জল মধ্যে অত্যন্ত গরম করিয়া সহ্য হয় এরূপ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বেদনা স্থানে প্রাতে ও বৈকালে ধারা দিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

১

মহিষের গোবর দুই সের জল /১ সের সহ মিশ্রিত করতঃ গরম করিয়া সহনীয় উষ্ণতা থাকিতে সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রলেপ দিতে হইবে।

২

অগ্রে একটি পিতলা বাটি গরম করতঃ তাহাতে কেরাচিন তৈল গরম হইলে ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে স্ফীত স্থানে দিনে দুইবার মালিশ করিয়া দিবে।

শুশ্রূষা।

হাতীকে কোন প্রকারে শ্রম করিতে দেওয়া, কিম্বা গুরু ভার বহন

করান অবিধেয়; এবং প্রত্যহ একবার সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ জল দ্বারা তাতার দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য।

স্বাভাবিক আহারীয় দ্রব্য অর্থাৎ ডাল চারা।

কুপথ্য।

কদলী বৃক্ষাদি স্নিগ্ধকর দ্রব্য।

পৃষ্ঠ বেদনা।

কারণ। হাতীর পৃষ্ঠে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে, কি গদী ও ডাল চারা বহন জনিত ঘর্ষণে, অথবা মাহুতের অনবধানতা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ভার অধিকক্ষণ বহনে পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে।

অনেকের বিশ্বাস যে, হস্তী প্রকাণ্ড জন্তু, অনায়াসে বিশ ত্রিশ মণ বোঝা বহন করিতে পারে। সে বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক! কারণ হাতীর পৃষ্ঠেও রক্ত মাংস আছে। তাহাতে যদিও ভার চাপান যাইতে পারে, কিন্তু হাতীর চলন সময়ে পৃষ্ঠ দেশ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়জন্য, ঐ গুরুতর ভারের ঘর্ষণ লাগিয়া পৃষ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয়। ঐ বেদনা সত্বেও ভার বহন করাইলে, কিম্বা উপযুক্ত চিকিৎসাদি না করাইলে, বেদনা স্থানে ঘা হইয়া থাকে এবং একবার ঘা হইলে সে ঘা প্রায়ই নির্দ্দোষরূপে সারে না। চিকিৎসাদি করিলে উপরে শুষ্ক হইয়া যায় কিন্তু ভিতরে কিছু কিছু ঘা থাকে, কোন প্রকারে তাহাতে আঘাত লাগিলেই ঘা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং হস্তী ঐ রোগাক্রান্ত হইলে অকর্ম্মণ্য হয়। এটী ও হস্তীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাধি। হাতীর পীঠের অল্প স্থানে, যাহাতে টাকা পয়সা বা অন্য কোন প্রকার ধাতু

দ্রব্য কিম্বা গুরু ভারবিশিষ্ট পদার্থ না উঠে এবং পিঠের অধিক স্থান দাবিয়া অল্পক্ষণ থাকিতে পারে তজ্জন্য হস্তীরক্ষক ও মাহুতগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। অধিক টাকা পয়সা লোহা ইত্যাদি কোনরূপ ধাতু দ্রব্য হাতীর পৃষ্ঠে উঠানই অসঙ্গত।

লক্ষণ।

যে স্থানে বেদনা হয়, সে স্থানে গরম হয় ও ফুলে এবং তাহাতে হাত দিলে যাতনা অনুভব করে।

চিকিৎসা।

নিমের পাতা	/০ এক পোয়া।
বিষমালা	/১০ আধ পোয়া।
চাল ধানের কুড়া	/১০ আধ পোয়া।
ওড় হরিদ্রা	/০ এক ছটাক।
লবণ	/০ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	/০ এক ছটাক।
বিষ কচু	/১০ আধ পোয়া।
	মোট সাত পদ।

পরীক্ষিত।

তৈল প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই সাত পদ ঔষধ একত্র করিয়া নয় সের চর্ব্বির একটা বড় হাঁড়িতে সিদ্ধ করিবে; ঐ ঔষধগুলির জাল দিবার সময় পাঁচ ছয় সের জল থাকে তাহার নিম্নগুলি ফেলাইয়া, হাতীর শরীরে সহ্য হইতে পারে এরূপ গরম

কাপ দ্বারা অল্প পরিমাণে দুই বেলায় বেদনা স্থানে ধারা দিতে হইবে। ইহাকেই ডাক্তার দেওয়া বলে।

মুষ্টিযোগ।

গোমের ভূষী /১ এক সের পরিমাণ অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া দলা করতঃ উষ্ণ থাকিতে কাপড়ে জড়াইয়া বারম্বার বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে।

মহিষের গোবর দুই সের /২ সের জলে মিশাইয়া গরম করতঃ সহ্য হয় এরূপ উষ্ণ থাকিতে সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেদনা স্থানে স্বেদ দিতে হইবে।

কেরোসিন তৈল কিম্বা টার্পিণ তৈল, গরম পীতলা বাটিতে ঢালিলে যখন উষ্ণ হইবে, তখন ঈষৎ উষ্ণ সত্ত্বে বেদনা স্থানে মালীষ করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।

লবণ ও হরিদ্রা চূর্ণ, বাটি খোলায় ভাজিয়া লইয়া শরীরে সহ্য হয় এরূপ গরম থাকিতে কাপড়ে পোটলা করতঃ পুনঃ পুনঃ বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে।

হাতীর কাঁচা নিদা অর্থাৎ বিচালি খড় জ্বালাইয়া তন্মধ্যে প্রক্ষেপ করতঃ গরম করিয়া লইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে বেদনা স্থানে প্রত্যহ চারি পাঁচ বার স্বেদ দিবে।

ঔষধ।

সমুদ্র ফেনা	১ এক তোলা।
রসসিন্দুর	১ এক তোলা।
রস মাণিক্য	১ এক তোলা।
আফিম	১ এক তোলা।

ইষ্টক চূর্ণ	১ এক তোলা।
গোলমরিচ চূর্ণ	।০ এক ছটাক।
	মোট ছয় পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ঔষধ ছয় পদ কাঁচা জলে গাঢ় করিয়া মিশ্রিত পূর্ব্বক ঈষৎ উষ্ণ করতঃ বেদনা স্থানে প্রত্যহ দুইবার প্রলেপ দিবেক।

শুশ্রূষা।

বেদনা স্থানে সহ্য হয়, এরূপ গরম জল দ্বারা প্রত্যহ ২।৩ বার বেদনা স্থানে তাতার দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন প্রকার ভার বহন করান উচিত নয়, এবং বেদনা স্থলে ও কোন প্রকার আঘাত না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য।

স্বাভাবিক আহার্য্য দ্রব্য সমস্ত।

পৃষ্ঠাঘাত।

কারণ। যে যে কারণ বশতঃ হস্তীর পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে, সেই বেদনা স্থানে সত্বর চিকিৎসা করিতে না পারিলে, বা বেদনা স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, ঘা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই ঘায়ের রীতিমত চিকিৎ-

সাদি না করিলে উহা মেরুদণ্ডের অস্থিমধ্যে (মজ্জায়) প্রবেশ করে। তাহাতে হাতী ও মরিয়া গিয়া থাকে। উহা হাতীর পক্ষে উৎকট ব্যাধি।

লক্ষণ।

হাতীর পৃষ্ঠে যে স্থানে পৃষ্ঠাঘাত ব্যাধি হয় সে স্থান স্ফীত হয় এবং হাতী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে। ঐ স্ফীত স্থানের ভিতর পাকিয়া পূঁজ জন্মে; অঙ্গুলি দ্বারা তথায় কোন প্রকার আঘাত করিলে পাকা কাঁঠালের মত ঢপ ঢপ শব্দ করে ও ঐ স্থানের বাহ্যিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ।

পৃষ্ঠে বেদনা স্থানে সাবান জল দিয়া ঘসিতে হইবে।

আলক লতা ও লবণ একত্রে বাটীয়া কলার পাতার টোপলায় ভরিয়া তাহা পোড়াইয়া লইয়া স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিবে।

শ্বেত কাঞ্চশীযার রস লবণ সহ মিশ্রিত করতঃ স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিবেক।

উক্ত মুষ্টিযোগ দ্বারা কোন উপকার না হইলে।

ঐ স্ফীত স্থানের ভিতরের সমস্ত পূঁজ নির্গত হইতে পারে, এরূপভাবে অতি সুতীক্ষ্ণ ধারাবিশিষ্ট অস্ত্র দ্বারা স্ফীত স্থান ফাড়িয়া দিতে হইবে। এবং ঘা আস্তে আস্তে ধোওয়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে ও নিম্নলিখিত ঔষধি ক্ষত স্থানে দিবেক।

সঁ মণী	১ এক তোলা।
বড় দরায় শিকড়	১ এক তোলা।

গব্য ঘৃত	১ এক তোলা।
পাথর কএলার চূর্ণ	/: এক ছটাক।
	একুনে চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতমধ্যে, প্রত্যহ দুই বেলায় দিতে হইবে।

অশ্বথ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল ভস্ম	/০ এক ছটাক।
বড় হরিতকী	১ এক তোলা।
জাঙ্গী হরিতকী	১ এক তোলা।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই সমুদয় ঔষধের চূর্ণ করতঃ তাহা কাপড়ে ছাকিয় লইতে হইবেক। ঐ সকল চূর্ণ একত্র করতঃ, ঘা উত্তমরূপে ধোওয়াইয়া তাহাতে প্রত্যহ দু-বেলায় দিতে হইবে।

কার্ব্বলিক অয়েল কানিতে করিয়া ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিতে হইবে।

নিমের পাতা বাটীয়া ক্ষত স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে হবে।

ক্ষত স্থানে পোকা হইলে।

আম্লাল চূর্ণ, ঘা উত্তমরূপে গরম জলে ধোওয়াইয়া এমন ভাবে ক্ষতমধ্যে দিতে হইবে যে, ঘার কোন অংশ এই ঔষধ দ্বারা আচ্ছাদন করিতে ত্রুটী না হয়। এইরূপ প্রত্যহ ২।৩ বার ঔষধ দিলে পোকা মরিয়া যাইবে। পোকা মরিয়া গেলে কেবল অশ্বথের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া তাহার চূর্ণ দিলে ঘা শীঘ্র আরাম হইবে।

হাতীর শরীরের কোন স্থানের ঘা'তে যদি পোকা জন্মে, "তবে তাহাতে টার্পিণ তৈল ঢালিয়া দিলে পোকা মরিয়া যাইবে।"

(২) পোকা বিশিষ্ট ঘা'তে ছাপ চিনী দিলে পোকা মরিয়া যাইবে।

(৩) আম পক্ক হইবার পূর্ব্বে তাহার বোটা ভাঙ্গিলে যে আটা বাহির হইবে, ঐ আটা ভাল পান সহ ভক্ষ্য তামাক পাতা ঘা'র মধ্যে দিলে পোকা মরিবে।

বৃহৎ ঘায়ের ঔষধ।

পারা	১ এক তোলা।
মধু	৪ চার তোলা।
শুকরের চরবি	।৴৹ এক পোয়া।
	(মোট তিন পদ।)

(উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে, খলমধ্যে ৪।৫ ঘণ্টা কাল ভালরূপে মাড়িয়া উত্তম মিশ্রিত হইলে অর্থাৎ পারা সম্যক্ প্রকারে মিশাইয়া গেলে, গরম জলে উত্তমরূপে ক্ষত স্থান ধোয়াইয়া, ছাপ কানিতে ঐ ঔষধ মাখিয়া লইয়া ঘাতে এমতভাবে পটী দিতে হইবে যে, সকল ঘা'য়ে যেন ঔষধ লাগে।

ঘায় নালী ধরিলে।

পারা	২ দুই তোলা।

হস্তা তত্ত্ব।

রস-মাণিক্য	১ এক তোলা।
মুদ্রা শঙ্খ	১ এক তোলা।
বটের আটা	১ এক তোলা।
হিঙ্গুল	১ এক তোলা।
গব্য-ঘৃত	✓।৹ আধ সের।
	(ছয় পদ।)

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহা মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত জীবের ব্যবহার্য্য।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপে পীতলা বগুনাতে রাখিয়া পীতলা বাটী দ্বারা পারার সহিত বিশেষরূপে মিশিয়া গেলে, ঘা'র ভিতর পর্য্যন্ত ভালরূপে গরম জলে ধোয়াইয়া, ঘাদের কিছি পরিমাণ ভিতরে ও ঘায়ের উপরে চতুঃপার্শ্বে প্রত্যহ ৩।৪ বার মালিষ করিয়া দিতে হইবে।

নালী ঘা।

গব্য-ঘৃত	✓১ এক সের।
পারা	✓৹ আধ পোয়া।
হিঙ্গুল	১ এক তোলা।
গিরিমাটী	২ দুই তোলা।
	এই চারি পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

প্রথমতঃ ঘৃতমধ্যে পারা দিয়া একটা পীতলা বগুনাতে রাখিয়া, পীতলা

বাটী দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঘৃতে পারা ভালরূপে মিশিয়া গেলে, হিঙ্গুল ও গিরিমাটী মিশ্রিত করতঃ প্রত্যহ ২ দুই বেলায় ক্ষত স্থানে উত্তমরূপে মালিষ করিতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হস্তী পৃষ্ঠের স্ফীত স্থানে পৃষ্ঠাঘাত হইয়াছে অনুভব করিলে, তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা সুবিবেচক ও অস্ত্র চীকিৎসাজ্ঞ সুদক্ষ মাহুত দ্বারা ঐ স্ফীত স্থান ফাড়িয়া লইয়া স্ফীত স্থানের মধ্যস্থ রক্ত পুঁজাদি যাহা দূষিত পদার্থ জন্মে, তাহা বাহির করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। ইহা পৃষ্ঠাঘাতের পূর্ব্ব লক্ষণেই করিতে পারিলে, সহজে ঘা আরাম হইয়া যায়, বিলম্বে নালী হওয়ার নিতান্ত সম্ভব।

যেমন মনুষ্যের পৃষ্ঠাঘাত, কিম্বা বাঘি হইলে সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণ, তাহা কাঁচা থাকিতে ও ফাঁড়িয়া দেয় ও দূষিত রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া সহজে আরাম করে, সেইরূপ, হাতীর পৃষ্টাঘাত বা কোন স্থানে স্ফীত হইয়া পাকিবার পূর্ব্বে কাঁচা থাকিতে উহা ফাড়িয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ বেদনাযুক্ত স্ফীত স্থানের ভিতর পুঁজাদি দূষিত পদার্থ অধিককাল স্থায়ী হইলে ঐ স্থানের মাংস দূষিত পদার্থের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়, এবং নালী ঘা হইয়া অসাধ্য ব্যাধিরূপে পরিণত হয়। প্রথমতঃ স্ফীত স্থানে প্রলেপ ইত্যাদি ব্যবহারে বিফল হইলে ঐ স্থান বিবেচনামত কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য।

যাবতীয় বলকারক আহার্য্য দ্রব্য।

কুপথ্য।

যাহাতে শরীরের বৃদ্ধি হয়, এরূপ আহার্য্য দেওয়া অবৈধ।

বিষফোট ব্যাধি।

কারণ। যে কারণবশতঃ হস্তীর পৃষ্ঠে স্ফীত হইয়া শেষে পৃষ্ঠাঘাত জন্মে, সেই সেই কারণে হাতীর অন্য স্থানে স্ফীত হয়। তাহাকে বিষফোট বলে। কোন স্থানের রক্ত দূষিত হইয়া আবদ্ধ থাকিলে ঐ স্থানেও বিস্ফোট হয়।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরের যে কোন স্থানে আঘাতাদি দ্বারা স্ফীত হইয়া অত্যন্ত গরম হয়, ঐ স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হয় এবং যন্ত্রণা অনুভব করে।

চিকিৎসা।

পৃষ্ঠ স্ফীত রোগের চীকিৎসা রন্যায় ইহার চীকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

শুশ্রূষা।

পৃষ্ঠ স্ফীত রোগে যাহা কর্ত্তব্য।

পথ্য।

পৃষ্ঠাঘাতে যে পথ্য ব্যবহার করা যায় তাহা।

চাঁড্ডা বা কুষ্ঠ ব্যাধি।

কারণ। যে কোন কারণবশতঃই হউক, হস্তী শরীরে আভ্যন্তরিক তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ।

মনুষ্যের যেরূপ কুষ্ঠ ও শিত্রী রোগ হয়, তদ্রূপ হাতীর শরীরে কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বারা ক্ষত না হইয়াও বিনা কারণে চামড়া শ্বেতবর্ণ, স্থানে সর্ব্বদা ঘর্ম্মের ন্যায় এক রকম পদার্থ দ্বারা ভিজা থাকে। দিন দিন রোগ এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, প্রথম দিন যত টুকু স্থানে দৃষ্ট হয়, ২।৩ দিন পর দেখিলে দেখা যায় যে, তদপেক্ষা আট গুণ অধিক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ কাঁচা জল দ্বারা কুষ্ঠাক্রান্ত স্থান ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া তুতিয়া কালী চূণ ও রশুণ, একত্রে বাটীয়া লইয়া ঐ স্থানে দিতে হয়। ইহা দিলে, সে স্থানে ঘা হইবে, এবং দূষিত চামড়া উঠিয়া যাইবে। তৎপর আটাল মাটী, মাটিয়া তৈল /০ এক ছটাক, টার্পিণ /০ এক ছটাক, ছাপ ধূনা /০ এক ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘায় প্রত্যহ দুই বেলায় দিতে হইবে। তবেই উক্ত রোগ আরাম হইবে।

শুশ্রূষা।

রোগাক্রান্ত স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে, ও হস্তীকে কোন

প্রকার পরিশ্রম করান, (রৌদ্রোত্তাপ) ভোগান উচিত নহে। যেহেতু উহাতে আভ্যন্তরিক তাপের প্রবলতা হয়, তজ্জন্য ঘা, না সারিয়া বরং বৃদ্ধি হইতে হইতে থাকে। অতএব উক্ত রোগে হাতীকে সর্ব্বদা সুশীতল স্থানে, স্নিগ্ধকর আহারীয় দিয়া ঠাণ্ডাভাবে বান্ধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই রোগে অধিক পরিমাণ স্নান করাইতে হয়।

পথ্য।

স্নিগ্ধকর যাবতীয় দ্রব্য। বিশেষতঃ কদলী বৃক্ষ।

কুপথ্য।

যাবতীয় উষ্ণ এবং রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ ব্যবহার নিষেধ।

ধাত-রোগ।

কারণ। অতিরিক্ত রুক্ষতাই এই রোগের মূল কারণ। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হাতীকে স্নিগ্ধভাবে রাখিতে না পারিলে প্রায়ই এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ।

রীতিমত প্রস্রাব না হইয়া, পূঁজের ন্যায় ঘোলা রঙ্গের প্রস্রাব সর্ব্বদা কিছু কিছু পড়িতে থাকে এবং প্রস্রাবের দ্বারের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় কারণ লেজ দ্বারা তথায় মুহুঃর্মুহু আঘাত করে। কখন কখন ভাতের ফেনের ন্যায় প্রস্রাব করিতে দেখা যায়। এই সময়ে উপযুক্ত চীকিৎসাদি না হইলে শেষে রক্ত প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করে। ইহা নিতান্ত গুরুতর ব্যাধি।— ইহাতে অতি সত্বর হাতি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা

অম্ল দধি	/১ এক সের।
হৈমন্তিক চিড়া	/১ এক সের।
ছাপ চিনী	/।০ এক পোয়া।

(এই তিন পদ)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত সমস্ত দ্রব্য একত্র মাখিয়া প্রত্যহ দুই বেলায় কুচয়ার ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে।

আধ পোয়া পরিমাণ কুচ্‌লা ৮।১০ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রতিদিন ২ দুই বেলা খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

প্রত্যহ ৩।৪ বার হাতীকে জল খাওয়াইতে হয় এবং স্নিগ্ধভাবে রাখিতে হয় ও রৌদ্রোত্তাপ না লাগে।

পথ্য।

কদলী বৃক্ষই ইহাতে উপযুক্ত পথ্য। দল ঘাস বা অপরিপক্ক ধানের গাছ ও দেওয়া যাইতে পারে।

কুপথ্য।

রুক্ষ বস্তু সেবন ও ব্যবহার অপকারক।

জহর বাত রোগ।

কারণ।—মনুষ্যের “সান্নিক” সান্নিপাতের দোষে যেমন গলাহার, বক্ষ

বেদানা ও মস্তকের ফুলা প্রভৃতি রোগ জন্মে, হস্তীরও ঠিক সেই সেই কারণে উক্ত ব্যাধি হইলে তাহাকে জহর বাত বলে।

লক্ষণ।

সান্নিকের দোষে শ্লেষ্মা জমিয়া, বক্ষে গলদেশে ও মস্তক প্রভৃতির নানা স্থানে আবদ্ধ হয় এবং স্ফীত হয়। ঐ রোগ গলায় হইলে, হস্তী পান ভোজন করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি রোগ প্রবল হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগের বিলক্ষণ যাতনানুভব করে এবং অচিকিৎসায় মৃত্যুও অসম্ভব নহে।

চিকিৎসা।

ব্রাণ্ডি সরাপ	।০ এক পোয়া।
নিমের পাতার রস	।০ এক পোয়া।
চিরতা	⁄৹ আধ পোয়া।
হুকার জল	।০ এক পোয়া।
	(এই চারি পদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত চারিপদ ঔষধ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ স্ফীত স্থানের উপর প্রলেপ দিবে।

শুষ্ক বিষকচু	১ এক তোলা

হিঙ্গ	১ এক তোলা।
গুড়	২ দুই তোলা।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে বাটীয়া খাওয়াইতে হইবে।

(উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

টার্পিণ	⁄।॰ এক পোয়া।
বিষগানা	⁄।॰ এক পোয়া।
বিষ কচু	⁄।॰ এক পোয়া।
হাড় জোড়া	⁄।॰ এক পোয়া।
বিষ কাঁটালী	⁄।॰ এক পোয়া।
রশুন	⁄।॰ এক পোয়া।
ছোট পিঁয়াইজ	⁄।॰ এক পোয়া।
ধানুয়া মরিচ	⁄।॰ এক পোয়া।
বারুত	⁄।॰ এক পোয়া।
ব্রাণ্ডি মদ	⁄॥॰ আধ সের।
	এই দশ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যাবাহার প্রণালী।

এই দশ পদ ঔষধ একত্রে উত্তমরূপ বাটীয়া, পাতিলে করিয়া ৪ ঘণ্টা কাল রৌদ্রত্তাপে রাখিলে, যখন একটু পচা পচা মত হইবে তখন উঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, এবং প্রত্যহ ৩।৪ বার প্রলেপ দিবে।

শুশ্রূষা।

হাতীর শরীরে কোন প্রকার ঠাণ্ডা না লাগে এজন্য ঘরে বান্ধিয়া রাখা উচিত। স্নান বন্ধ করিতে হইবে। খাইবার জন্য গরম জল দেওয়া কর্ত্তব্য কোন রকমে পরিশ্রম করাইতে হইবে না।

পথ্য।

বাঁশ পাতা, বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি শ্লেষ্মা নাশক চারা।

কুপথ্য।

স্নিগ্ধকর যাবতীয় শ্লেষ্মা বর্দ্ধক দ্রব্য।

শুষ্ক জহর বাতব্যাধি।

কারণ। ভয়ে বিহ্বল হইলে অথবা অনভ্যাসিক শ্রম ও গুরুতর পরিশ্রম করাইলে, কি রীতিমত স্নান আহারাদীর বন্দোবস্ত না থাকিলে, কিম্বা অধিকক্ষণ রৌদ্রতাপ ভোগ করিলে, হস্তী দিন দিন দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে থাকে। অথচ মাটী খাওয়া প্রভৃতি ব্যারামও হস্তী শরীরে লক্ষিত হয় না। তাহাই শুষ্ক জহর বাতের কারণ।

লক্ষণ।

হস্তী উল্লিখিত কারণ বশতঃ শুষ্ক জহর বাত রোগাক্রান্ত হইলে শেষে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইতে আরম্ভ করিলেও দিন দিন শীর্ণ ও জীর্ণ হইতে থাকে। অন্য কোন প্রকার ব্যাধি হইয়াছে বলিয়াও অনুভব হয় না। নব ধৃত হস্তীরাই প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

যেখানে আয়োজন আছে, যত্ন ও পরিচর্য্যাদির সুব্যবস্থা নাই, সেখানে পালিত হস্তী প্রায় এই রোগে পঞ্চত্ব পায়।

চিকিৎসা।

গব্যঘৃত	।/।॰ এক পোয়া।
খেজুরে লালী গুড়	।/।॰ এক পোয়া।
কাল লবণ	।/॰ এক ছটাক।
গুড় বচ	।/॰ এক ছটাক।
জয়ন্তী পাতা	।/॰ এক ছটাক।
ফিট্‌কারী	।/॰ এক ছটাক।
আগুন	।/॰ এক ছটাক।
কলী চুণ	।/॰ এক ছটাক।
	মোট আট পদ।

(পরীক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই আট পদ ঔষধ একত্র ভালরূপ মিশ্রিত করতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে। রোগ প্রবল হইলে প্রাতঃকালেও এক তোলা খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হস্তীকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধভাবে রাখা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার

উপস্থিত না থাকিলে হাতীকে প্রত্যহ পরিষ্কার শীতল জলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্নান করাইবে। কিন্তু সর্দ্দিগর্ম্মি না জন্মে তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন প্রকার পরিশ্রম করাইবে না। কোন রকমে ভয় না পায়। সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিতে রাখিবার চেষ্টা ও স্নিগ্ধকর প্রচুর আহার্য্য সর্ব্বদা দিতে হইবে।

পথ্য।

অপরিপক্ক ধানের গাছ, কদলী বৃক্ষ ও শিশির সিক্ত পান্তা ভাত ১২ ছটাক সের প্রত্যহ প্রাতে কুচরায় করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

কুপথ্য।

অতিশয় রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

রস বাতব্যাধি।

কারণ। গুরু ভার বহন, অধিক পরিশ্রম কি অপরিশ্রম ও দূরপথ গমন প্রভৃতি কারণবশতঃ রুক্ষতার সময় সুবিশ্রাম না করিতেই যদি হাতীকে স্নিগ্ধকর দ্রব্য কলা গাছ ও কদর্য্য জল খাওয়ান যায় কি স্নান করান যায়, তবে মানুষের বাত ব্যাধির ন্যায় হস্তী শরীরে রসবাত জন্মে।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরে স্থানে স্থানে স্ফীত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনায় স্পর্শ করিলেই বেদনা স্থানে কষ্টানুভব করে। পায়ে ঐ ব্যারাম হইলে হাতীর চলাচল শক্তি রহিত হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

রসমাণিক্য ১ এক তোলা।

রস সিন্দুর	১ এক তোলা।
ধানুয়া মরিচ	৴১০ এক ছটাক।
সমুদ্র ফেণা	১ এক তোলা।
গোলমরিচ	১ এক তোলা।
ঘৃতকুমারী পাতার শাঁস	৴।৵০ আধ পোয়া।
	একুনে ছয় পদ।

(পরীক্ষিত ও উৎকৃষ্ট)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ছয় পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপে মিশাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রতিদিন রৌদ্রের সময় প্রলেপ দিবে।

কর্পূর	১ এক তোলা।
সজারুর ছাল	১ এক তোলা।
নাটার বিচি	২ দুই টা।
হিঙ্গ	১ এক তোলা।
রস মাণিক্য	৪ চারি রত্তি।
কুচিলা পোড়া	১ একটা।
	ছয় পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

মহিষের গোবর	৴।০ এক পোয়া।

লবণ	।০ এক পোয়া
আকন্দের পাতা	।০ এক পোয়া
	তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ৩।৪ সের জলে জাল দিয়া নামাইয়া, শরীরে সহ্য হয়, এমন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে স্ফীত স্থানে স্বেদ দিতে হয়।

শিমুল খার	। এক সিকি
বাল মশলা	১ এক তোলা।
হলঞ্চ	১ এক তোলা।
আদা	১ এক তোলা।
লবণ	/ এক ছটাক।
	এই পাঁচ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত পাঁচ পদ ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

স্ফীত কি বেদনা স্থানে গরম জলের তাতার দিতে হইবে, এবং হাতীর কাঁচা নাদা (বিষ্ঠা) ঝলসাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিতে হইবে। দিন দিন রোগের বৃদ্ধি দেখিলে স্নান ও স্নিগ্ধাহার বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

পথ্য।

বাঁশ পাতা, যাবতীয় আহার্য্য বৃক্ষের ডাল চারা।

কুপথ্য

কদলী বৃক্ষ

কনট বাতব্যাধি।

কারণ। চিকিৎসাদির ত্রুটীতে রসবাত একেবারে সারিয়া না গিয়া, হস্তী শরীরে যে কোন অংশে আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা দায়ক হয়, এবং সে স্থান ফুলিয়া উঠে। এমতাবস্থাতেও যদি সুচিকিৎসা না হয় তবে কণট বাতরোগ রূপে পরিগণিত হয়।

লক্ষণ।

দৈবাৎ হাতীর যে কোন অঙ্গ স্ফীত হয় ও সেই স্ফীত স্থানের বেদনায় ম্লান হইয়া যায়। গমনাগমন করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

চিকিৎসা।

সোরা	১ এক তোলা।
পানপাতা আলোয়া	১ এক তোলা
গোগর কাটী	১ এক তোলা।
শিমুল খার	১ এক রতি।
	মোট চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত চারি পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মিশাইয়া খাওয়াইবে।

শুশ্রূষা।

রস বাতব্যাধির শুশ্রূষার ন্যায়।

পথ্য।

রস বাতব্যাধির অনুরূপ।

কুপথ্য।

রস বাতব্যাধির অনুরূপ।

গিরা বাতব্যাধি।

কারণ। কর্ণ্ট বাত হস্তী শরীরের যে কোন সন্ধি স্থানে সংস্থাপিত হয়, এবং উহা দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিলে সে স্থানের রক্ত মাংস দূষিত করে ইহাতে পরিণামে নালী ঘা হওয়াও অসম্ভব নহে।

লক্ষণ।

রোগাক্রান্ত স্থান ফুলে এবং সর্ব্বদা ঐ ফুলা স্থানের ক্লেশে হাতী স্ফূর্ত্তি বিহীন হয়, চলাচল করিতে নিতান্ত কষ্টানুভব করে। আহারেও তত রুচি থাকে না।

চিকিৎসা।

মাকাল (মহাকালের শীকড়)	১ এক তোলা।
ভাঁইটের শীকড়	১ এক তোলা।
গুজরাটী	১ এক তোলা।
পান	১ এক তোলা।
চোরমুরাকী	১ এক তোলা।

পুরাতন ছিমের শিকড়	১ এক তোলা।
লবণ	১ এক তোলা।
	সাত পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এক সের চিড়া ও এক সের দধির সহ উক্ত সাত পদ ঔষধের উত্তম চূর্ণ করতঃ একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

শুশ্রূষা।

রস বাতব্যাধির ন্যায়।

পথ্য।

রস বাতব্যাধিতে যে যে পথ্য ব্যবস্থা হইয়াছে।

কুপথ্য।

রস বাতব্যাধির অনুরূপ।

গরমী ঘা

কারণ। প্রখর রৌদ্রোত্তাপে হস্তীর শরীরের রক্ত গরম হইলে, সেই

তেজ অসহনীয় হইয়া চর্ম্মের উপর ফোস্কা পড়ে। ক্রমে ঐ ফোস্কা পাকিয়া ঘা হইয়া উঠে। এই ঘা, শুণ্ড, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলেই অগ্রে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তখন সুচিকিৎসা না হইলে, চক্ষুতে ঘা হইয়া হাতীর চক্ষু পর্য্যন্ত নষ্ট করে। শুণ্ড, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলে যে শ্বেতবর্ণ ছীট্ (দাগ) দেখা যায, তাঁহা গরমী ঘায়ের চিহ্ন।

লক্ষণ।

শুণ্ড, কর্ণ ও বক্ষঃস্থলে, অগ্নি দগ্ধ ফোস্কার ন্যায় ফোস্কা উঠিতে আরম্ভ হয়। এই যন্ত্রণায় হাতী ছটফট করে। সর্ব্বদা শুণ্ড দ্বারা মুখ হইতে জল লইয়া পুনঃ পুনঃ বক্ষঃস্থলে ও কর্ণে সিঞ্চন করিতে থাকে। রোগ প্রবল হইলে ঐ ফোস্কা পাকিয়া পুঁজ বাহির হয়।

চিকিৎসা।

ইসব গুল	১ এক তোলা।
কুতিলা	১ এক তোলা।
সাঁচীচিনী	১ এক তোলা।
আত মোড়া	১ এক তোলা।

মোট চারি পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত চারি পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

বাওবিরিঙ্গ	১ এক তোলা।
সাবান	।০ এক ছটাক।
হুঁকার জল	।১ এক সের।
	তিন পদ।

(অতি উৎকৃষ্ট)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মিশাইয়া, তদ্দ্বারা ঘা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

চিকিৎসা।

জারক লবণ	।০ এক ছটাক।
চিকিণা মাটী	।১ এক সের।
	এই দুই পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ দুই পদ ঔষধ একত্র করিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিতে হইবে।

লালী গুড়	।০ এক ছটাক।
পাপড়ী খয়ের	।০ এক ছটাক।
ঘসীর ছাই	।০ এক ছটাক।
খয়ের	১ এক তোলা।
চুণ	১ এক তোলা।
	এই পাঁচ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত পাঁচ পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘাতে প্রলেপ দিবে।

লজ্জাবতী লতা	৴০ এক ছটাক।
আলক লতা	৴০ এক ছটাক।
মালভোগ কলা	৴০ এক ছটাক।
গব্য ঘৃত	৴০ এক ছটাক।
কবুতরের রক্ত	৴০ এক ছটাক।
	পাঁচ পদ।

(পরীক্ষিত ও আশু ফলপ্রদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ একত্র মিশাইয়া, ঠাণ্ডা জল দ্বারা ঘা পরিষ্কার করতঃ প্রত্যহ ২ বেলায় ঘাতে এই ঔষধের প্রলেপ দিতে হইবে।

এক ছটাক কুতলা, ৮।১০ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা খাওয়াইতে হইবেক।

শুশ্রূষা।

হাতীকে সর্ব্বদা সুশীতল স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ৩।৪ বার গভীর জলাশয়ের শীতল জলে অবগাহন করাইয়া তৃণমুষ্টি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঘঁসিয়া দিতে হইবে এবং পরিশ্রম করাইবে না।

পথ্য।

কেবল কদলী বৃক্ষ, দল ঘাস ও অপরিপক ধানের গাছ।

কুপথ্য।

রুক্ষ চারা।

রশার দাগের ঘা।

কারণ। হস্তীকে বিশ্রাম স্থানে বন্ধন করিবার সময়, হস্তীস্বামীর অনবধানতাপ্রযুক্ত মাহুতগণের শৈথল্যে হাতীর পায়ের ঠিক এক স্থানে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া অধিকক্ষণ রাখিলে, কি হাওদা, চারজমা, ও গদি কসিয়া অধিককাল রাখিলে হস্তীর শরীরের চামড়া কাটিয়া ঘা হয়।

নব ধৃত হস্তীর এইরূপ ঘা অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া থাকে। এমন কি গলায় বিশেষতঃ ঘাড়ে ৫।৬ ইঞ্চি ও পায়ে ৩।৪ ফুট বিস্তৃত ঘা হয়। ঐ ঘায়ের গভীরতাও ৩।৪ ইঞ্চি হইতে দেখা গিয়াছে।

লক্ষণ।

পুরাণা হাতীর মাহুতের দোষে এবং নূতন হাতীর বৃথা পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টায় আবদ্ধ রজ্জু টানাটানি করিলে, পায়ে, পৃষ্ঠে, পঞ্জরে, বক্ষে গলায় ও ঘাড়ে ঘা হয়। প্রথমতঃ রস, ক্রমে পূঁজ নির্গত হয় এবং দুর্গন্ধ বিস্তার করে। উপযুক্ত চিকিৎসাদি না হইলে, ঐ ঘায়ে পোকা জন্মে।

চিকিৎসা।

ভাল চিক্কণ মাটী	৴২ দুই সের।
তার্পিণ তৈল	৴।০ এক পোয়া।
মাটীয়া তৈল	৴।০ এক পোয়া।
	তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

প্রথমতঃ ঐ ভাল চিক্কণ মাটীর কাপড় ছেকা চূর্ণ দুই সের, /৪ চারি সের পরিষ্কার জলে গুলিয়া লইয়া, হাঁড়ীতে করিয়া জ্বাল দিতে হইবে। যখন জ্বাল দেওয়াতে ঘন হইয়া আসিবে তখন অগ্ন্যুত্তাপ হইতে নামাইয়া তাহাতে উক্ত টার্পিণ ও ম্যাটীয়া তৈল মিশ্রিত করতঃ কোষ্টার তুলিকা দ্বারা ঈষৎ উষ্ণতা থাকিতে প্রত্যহ ২.৩ বার ঘায়ে প্রলেপ দিবে।

শুশ্রূষা।

গরম জলের পীচকারী দ্বারা প্রত্যহ ২।৩ বার ঘা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঘাতে রসা, কি, শৃঙ্খলাদির ঘর্ষণ কিম্বা আঘাত না লাগে এরূপে কৌশলে ঐ ক্ষত স্থানের পার্শ্বে বন্ধন করিতে হইবে।

পথ্য।

আহার্য্য দ্রব্য মাত্রই।

ক্ষত ঘা।

কারণ। মাহুতগণের অসতর্কতাবশতঃ অস্ত্র দ্বারা, কিম্বা জঙ্গল ভাঙ্গাইতে সুতীক্ষ্ন বৃক্ষ শাখার আঘাতে হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

ক্ষতস্থানে রক্তপাত হয়, ক্রমে তাহাতে বায়ু সংস্পর্শে পাকিয়া বেদনা হয়। সদ্য প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে, ঐ ঘা বৃহৎ ঘা রূপে পরিণত হইতে থাকে।

চিকিৎসা

দূর্ব্বা ঘাস — এক তোলা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঘাস মানুষের দ্বারা উত্তমরূপে চিবাইয়া ক্ষত হইবা মাত্র তথায় পটী দিলে বেদনা কমিবে এবং ঘা হইতে দিবে না। কিন্তু ঐ ক্ষত স্থানে কোন প্রকারে জল স্পর্শ হইতে না পারে তৎপক্ষে সাবধান হইতে হইবে।

ক্ষত স্থানের সীমানুরূপ একখানি কানিতে কিঞ্চিৎ আফিং পটী মাখাইয়া প্রস্তুত করতঃ লাগাইলে ঘা শুষ্ক ও ক্ষত স্থান জোড়া লাগিবে এবং আফিঙ্গের পটী আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান যেন ক্ষত স্থানে জলস্পর্শ না হয়।

শুশ্রূষা।

নিমের পাত সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা প্রত্যহ দিনে ৩।৪ বার ঘা পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং ক্ষত স্থানে কোন প্রকার আঘাত না লাগে।

পথ্য।

সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য।

কাঁড়ী ঘা।

সাত প্রকার।

যথা—কণকা ঘা, কুচীয়া কোর, ঘুগড়িয়া, পদ্মনাল, চেঁচুড়া পায়ের তলার ঘা।

কারণ। হস্তীর পা সর্ব্বদা জল, পঙ্কিল, মল ও মুত্রাদি দ্বারা অপরিষ্কার ভিজা থাকিলেই পায়ের রক্ত দূষিত হইয়া এই সকল ঘায়ের উৎপত্তি হয় এবং কোন কোন হাতী শুষ্ক পদে থাকিলেও তাহার পা ঘামিয়া ঐ সমস্ত ঘা জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।

পায়ের তলার চামড়ার উপরে যে ঘা হয়, তাহাকে ক্ষণকা ঘা বলে। ইহাতে হাতী চলাচল করিতে অত্যন্ত কষ্ট প্রকাশ করে।

পায়ের নখের ফাঁকের মধ্যে মধ্যে যে ঘা হয়, তাহাকে চালনীয়া বা ছান্দন ঘা বলে। এই ঘা হাতীর পা নষ্ট করিয়া ফেলে।

পায়ের তলায় চামড়ার নীচে নীচে, ঘুরঘুরিয়া কীটের মাটীর নীচ দিয়া যাওয়া পথের ন্যায় ক্রমে ঘা বিস্তৃত হইয়া পড়াকে ঘুগরীয়া ঘা বলে। এই ঘার রীতিমত চিকিৎসাদি না হইলে পায়ের তলার চামড়া খসিয়া পড়ে, এবং হস্তী অকর্ম্মন্য হইয়া যায়। ঐ ঘা হইলে চর্ম্মের তলে তলে খাইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে হস্তীর জীবনকেও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

ঘুগরীয়া ঘা চামড়ার নীচে নীচে রক্ত মাংস নষ্ট করিয়া গভীরতার সহিত পায়ের উপর পর্য্যন্ত বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে কুটীয়া কোর ঘা বলে। ইহাতেও হস্তী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই সকল চামড়ার নিম্নগামী ঘা হইলে যে স্থানে ঘা হয় সে স্থানের চামড়ার উপর স্ফীত হয়, এবং হস্তী চলিতে অক্ষম হয়। মানুষে সে স্থান টিপিলে নীচে ঘা আছে বলিয়া বিলক্ষণ অনুমান হয়।

হস্তীর পায়ের নীচে পদ্মের খোচা বা বোলতার চাকের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত একপ্রকার ঘা চামড়ার উপরে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ মানুষের পায়ে কাদায় খাইলে কি বয়ড়া নামক ব্যাধি হইলে যেমন ঘা হয়, তদ্রূপ ঘা হইলে তাহাকে পদ্মনাল ঘা বলে। ইহাতেও হাতী চলাচল করিতে পারে না, এবং করানও উচিত নহে।

পায়ের নখের উপরে ও নখচন্দ্রের ভিতরে যে ঘা হয় তাহাকে চেঁচুড়া ঘা বলে। ইহাতে হাতী চলাচল করিতে পারে কিন্তু কোন প্রকার কঠিন বস্তুর আঘাত বা ঠোক্কর লাগিলে অধিক ক্লেশানুভব করে। তখন চলিতে ইচ্ছা করে না।

পায়ের তলার চামড়ার উপরে প্রায় এক প্রকার সামান্য ক্ষুদ্র ঘা হইয়া থাকে তাহাকে পায়ের তলার ঘা বলে। ইহারও চিকিৎসা না করিলে নালী হইতে পারে।

ক্ষণিকা ঘায়ের চিকিৎসা

গুঁইয়া মৎস্য	এক তোলা।
জোঁকের মাথা	এক তোলা।
কাঁচা অর্থাৎ জীবিত শামুক ভস্ম	১ এক তোলা।
লবঙ্গ ভস্ম	১ এক তোলা।
	এই চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ চারি পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া, ঘা পরিষ্কার করিয়া দিবে, এবং ঔষধ দেওয়ার পর হস্তীকে কোন স্থানে চলাচল করিতে দিবে না।

চালনীয়া ঘা চিকিৎসা।

ময়দা	এক ছটাক।

মাখা তামাক	।/• এক ছটাক।
ইংরেজী বারুদ	।/• এক ছটাক।
	মোট তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঘা ধৌত পূর্ব্বক তিন পদ ঔষধ একত্রে উত্তমরূপ মিশাইয়া ঘাতে পটী দিবে। ঔষধ দেওয়ার পর হাতীকে কোন স্থানে চলাচল করিতে দিবে না।

ঘুপরীয়া ঘা চিকিৎসা।

সাবান, জলে ঘসা ফেণা	।/• এক ছটাক।
ঘোড়ার বিষ্ঠা	।/• এক ছটাক।
হুঁকার জল	।/• এক ছটাক।
পুরাণা বস্ত্র ভস্ম	।/• এক ছটাক।
	চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ একত্র মিশাইয়া ঘায় লাগাইয়া দিবে।

কুচিয়াকোর ঘার চিকিৎসা।

গোল মরিচ	।।• এক পোয়া।

টাকি মাছের মাথা	১ এক তোলা।
নারিকেলের পুরাণা হুকা ভস্ম	১ এক তোলা।
ক্ষারক লবণ	১ এক তোলা।
লবঙ্গ ভস্ম	১ এক তোলা।
হরিণের লোম ভস্ম	১ এক তোলা।
	ছয় পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘায়ে পটী দিবে।

পদ্মনাল ঘা চিকিৎসা।

ছুরার খাপ্‌রি	১০ এক ছটাক।
খরগোশের মাংস	১০ এক ছটাক।
হুঁকার কাই	১ এক তোলা।
ভেরেণ্ডার (জোমাল গোটা) আঠা	১ এক তোলা।
	এই চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ চারি পদ ঔষধ একত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে প্রত্যহ ৩।৪ বার ঘায়ে ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে তাতার দিবে।

চেঁচুড়া ঘা চিকিৎসা।

হরিদ্রা চূর্ণ এক তোলা ও বাও বিরিঙ্গ চূর্ণ ১ এক তোলা, পুরাণা কাপড়ে পল্‌তার ন্যায় জড়াইয়া ঐ পলতার আগায় আগুণ ধরাইয়া ঐ অগ্নি দ্বারা ঘা পুনঃ পুনঃ পোড়াইয়া দিতে হইবে।

পায়ের তলার ঘা চিকিৎসা।

শঁঠির পুরাণা আবির	।৶০ আধ পোয়া।
সৈন্ধব লবণ	।৶০ আধ পোয়া।
ইংরেজী বারুদ	।৶০ আধ পোয়া।
গব্য ঘৃত	।।০ এক পোয়া।
খাসীর তৈল	।।০ এক পোয়া।
কর্পূর	৵০ আধ ছটাক।
	ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ঔষধি একত্রে মিলাইয়া ঘায়ে দিয়া লোহা গরম করতঃ তাহার উপরে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র আঘাত দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। কিন্তু ঔষধ দিবার পূর্ব্বে ঘা ভালরূপে ধোয়াইয়া জল পুছিয়া উঠাইবে।

এই ঔষধ সকল প্রকার কাঁড়ী ঘায় দিবে।

বিছাতীর কুশী ভস্ম	১ এক তোলা।
কণক ধুতুরার কুশী	১ এক তোলা।

ভেলার আঠা　　　　১ এক তোলা ॥

এই তিন পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত তিন পদ ঔষধ ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া ঘায়ে দিবে।

কুচিলা	/॥০ আধ সের।
গুড়	/॥০ আধ সের।
আলকাতরা	/১ সের।
তার্পিণ	/।০ এক পোয়া।
	চারি পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ /১ সের সরিষার তৈলে জ্বাল দিয়া /১ এক সের থাকিতে নামাইয়া প্রথমতঃ ঘা ধোয়াইয়া তাহাতে কাঁচা লঙ্কা মরিচ বাটীয়া লাগাইয়া ১ ঘণ্টা পরিমাণ রাখিয়া তৎপরে উহা ভালরূপ পুঁছিয়া ঐ তৈল দিতে হইবে

নালী ঘা।

কারণ। যে কোন কারণবশতঃ হস্তী শরীরের কোন স্থানে ঘা হইয়া অধিক কাল সেই ঘা স্থায়ী হইলে, সে স্থানের রক্ত মাংস দূষিত পুঁজের দ্বারা ক্রমে নষ্ট হইতে থাকে এবং চর্ম্মের উপর ঘায়ের মুখ প্রায় বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু মাংসের নীচে নীচে খাইয়া পরিশেষে অস্থিমধ্যেও প্রবেশ করে।

লক্ষণ।

চর্ম্মের নীচ দিয়া মাংস নষ্ট করিতে করিতে ক্রমে বিস্তৃত হয়। চর্ম্মের উপরে সামান্য ছিদ্র দ্বারা সর্ব্বদা কিছু কিছু পূঁজ নির্গত হয়। মানুষে হাত দিয়া টিপিলে কষ্টানুভব করে। ভিতরে ঘা হইয়াছে টের পাওয়া যায়। কখন কখন, ঘা আছে বলিয়াও বোধ হয় না।—তাহার কারণ এই যে, ক্লেদে একবারে ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মনোযোগের সহিত দেখিলে চর্ম্মের নীচে ফাঁকা অনুমান হয়।

চিকিৎসা।

পারা	২ দুই তোলা।
রস মাণিক্য	১ এক তোলা।
মুদ্রা শঙ্খ	১ এক তোলা।
বটের আঠা	১ এক তোলা।
হিঙ্গুল	১ এক তোলা।
গব্য ঘৃত	।৷৹ আধ সের।
	এই ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

উক্ত ছয় পদ ঔষধ পীতলা বগুনায় রাখিয়া অপর একটা ছোট পীতলা বাটী দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া অর্থাৎ পারার সমস্ত দানা ভাঙ্গিয়া লইয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার ঘা পরিষ্কার রূপে ধোয়াইয়া ক্ষত স্থানের উপরে মালিষ করিতে হইবে। এবং ঘায়ের সিকি পরিমাণ ভিতরে ঔষধ পুরিয়া পটী দিতে হইবে।

ঘায়ের শুশ্রূষা।

ইষ্টক নির্ম্মিত পরিষ্কার, শুষ্ক, শীতলও সমতল স্থানে হস্তীকে রাখিতে হইবে এবং সে স্থানে মল মূত্রাদি স্থায়ী হইতে না পারে। তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা দিবসে ২।৩ বার ঘা পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পরিশ্রম কম করাইতে হইবে, ও উচিত নিয়মে ঔষধাদি প্রস্তুত করতঃ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করাইবে।

পথ্য।

কদলী বৃক্ষ ভিন্ন সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য।

বসন্ত রোগ।

কারণ। এই রোগে সংক্রামক ও স্পর্শ ক্রমিক উভয়বিধ ধর্ম্মই ইহাতে বিদ্যমান আছে মনুষ্য ও গবাদি অন্যান্য জন্তুর যে কারণবশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে, হস্তিরও ঠিক সেই কারণবশতঃ বসন্ত রোগ জন্মে। কিন্তু সচরাচর হস্তীকে, এই রোগাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

লক্ষণ।

আলস্য, কম্প, লোমাঞ্চ, মুখ গরম, কাশ ও কাণ জড়সড় হয় এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচী, পিপাসা, হাই, পৃষ্ঠও স্কন্ধের বেদনা শ্লেষ্মা লেপিত মল নির্গত হয়। কখন শীত ও কখন গ্রীষ্মানুভব করে, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে থাকে। চক্ষু পেঁচুলায়। রোগ বৃদ্ধি হইলে কম্প বৃদ্ধি, আহার বন্ধ, ঢোক গিলিতে কষ্ট জ্ঞান করে।

চিকিৎসা।

কর্পূর	১॥০ দেড় তোলা।
সোরা	১॥০ দেড় তোলা।

ধুতুরার বিচ	৫ সিকি কাঁচ্চা।
চিরতা	১৷৹ দেড় তোলা।
ব্রাণ্ডি সরাপ	⁄৵৹ আধ পোয়া।
	এই পাঁচ পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

ঐ পাঁচ পদ ঔষধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় হাতীকে খাওয়াতে হইবে। রোগের প্রথমাবস্থায় ঐ ঔষধ দিতে না পারিলে, রোগ প্রবল হইয়া উঠিলে, দেড় তোলা মাজু ফলের কাপড় ছেঁকা চূর্ণ মিশ্রিত পূর্ব্বক উক্ত ঔষধ প্রতি বার ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে দাস্ত বন্ধ হইবে।

চা-খড়ির চূর্ণ	৭৷৹ সাড়ে তোলা।
পলাশ গোঁদ	১৷৹ দেড় তোলা।
আফিম	৸৹ বার আনা।
চিরতার চূর্ণ	২৷৹ আড়াই তোলা।
	একুনে চারি পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধের কাপড় ছাকা চূর্ণ করিয়া তাহাতে দুই ছটাক সরাপ মিশ্রিত করিয়া, ভাতের মাড় ⁄২ দুই সের সহ মিশাইয়া খাওয়াইলে ধারক ও অম্ল নাশক হইবে। হাতীর আমের পীড়াতে আফিং খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

শুশ্রূষা।

রোগের প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ মল নিঃসারণ না হয় ততক্ষণ জল খাইতে দেওয়া যায়। দাস্ত হইলে পিপাসার সময়, ভাতের ঠাণ্ডা ফেণ অল্প পরিমাণে ক্রমশঃ দিতে হইবে। দাস্ত বন্ধ হইলে আর ঔষধ খাওয়াইতে হইবে না। রোগের প্রথমাবস্থায় হস্তীর আভ্যন্তরীক তাপাদি বহির্গত করিবার জন্য ঈষদুষ্ণ জল ও তৈল একত্র করিয়া তদ্দ্বারা দিনে ২।৩ বার গুহ্য দ্বারে পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তরল মল বাহির হইলে পিচকারী দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

পথ্য।

অপরিপক্ক ধান্য বৃক্ষ, সদ্য কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করাইবে। অশ্বত্থ শাখা ও ভাতের মাড় দেওয়া যাইতে পারে।

ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরের দংশন।

কারণ। তদন্ত রহিত অনাবৃত ও অপরিষ্কার স্থানে বান্ধিয়া রাখিলে, কিম্বা অসতর্ক মাহুত কর্ত্তৃক চলাচল অবস্থাতেও দংশন করে।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরে ভালরূপ পরিদর্শন করিলে, শুণ্ড, পুচ্ছে ও পদে যেখানে হউক ক্ষত চিহ্নের সহ রক্ত দৃষ্ট হয়। নিষ্কারণে হস্তী শরীরে রক্তপাত দৃষ্ট করিলে, শৃগাল কি কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছে অনুভব করিতে হইবে উহা অনুভব করিতে না পারিলে ত্রিপক্ষ মধ্যে বা অন্তে হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহা হইলে অসাধ্য ব্যাধি বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।

১। (ক) হাটের খোলা (চাড়া) বাড়ুনের কাটী বা শলা তিনটা পোড়াইয়া উক্ত খোলার সহিত মিশ্রিত করিয়া খুদিমণী বা টাকিমণীর পাতার সহিত বাটীয়া ক্ষত স্থানে লাগাইতে হইবে। আপন হইতে ক্ষত আঁটীয়া গেলে আর ঔষধ তুলিয়া ফেলাইতে নাই।

(খ) বনের শিকড় (দেশ বিশেষে ইকড় বা মধুয়া বলে) আদার রসে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হইবে।

২। রক্ত দ্রোণ পুষ্পের পাতা পরিষ্কার চিনির সহিত বাটীয়া সেবন করাইবে। আধ তোলা পরিমাণ।

৩। ধুতুরার পাতার রস পরিষ্কার চিনি সহযোগে ১ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইবে এবং নাকে নস্য লওয়াইবে, মত্ততা অর্থাৎ নেশাপ্রযুক্ত মুখে গোললা উঠিলে আর ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ। তখন জানা যায় উপকারের আশা আছে। গোললা না উঠিলে আরক্ত মত্ততা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৪। কুকুর বা শৃগাল কর্ত্তৃক ক্ষত স্থানে আকন্দের আটা শিমুল তুলা দ্বারা খুব চাপিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিতে হইবে।

সর্পাঘাত।

কারণ। হস্তীকে শৃগাল ও কুকুরে যে প্রকারে দংশন করে, সেইরূপ সর্পও বৃশ্চিকাদি ও দংশন করিতে পারে। অধিকন্তু মূঢ় কি স্বেচ্ছাচারী মাহুত দ্বারা জঙ্গলে ঘাঁস পাতাদি ও বিলে দল চারাদি হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া পৃষ্ঠোপরি শয়ন করতঃ বিভোর নিদ্রা গেলেও সর্পাদি কর্ত্তৃক হস্তী শরীরের কোমল স্থান, শুণ্ডে, পেটে কাণে, গণ্ডে ও চক্ষে দংশিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

হস্তী শরীরের যে কোন স্থানে ক্ষত ও রক্তপাত দৃষ্ট হয়, হাতীর স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায় এবং কতক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতে করিতে করিতে হাতী ভূতলশায়ী হয়। পরিশেষে মল মূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফুলিতে থাকে, আর নাকে মুখে ফেণা পড়িতে আরম্ভ হয়। কাণ হেলিয়া পড়ে। শুঁড় গুটাইয়া লয়। ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

সর্পাঘাত চিকিৎসা।

জয়পালের বীজের শাঁস (কাঁচা) বাটীয়া চন্দনের মত করিয়া জলে গুলিয়া পরে ঐ পিষিত জয়পাল কাজলের মত করিয়া হস্তীর চক্ষে দিতে হইবে। দুই তিন বার এরূপ দিলেই হস্তী আরাম হইবে। এই ঔষধ নিতান্ত শেষ অবস্থায় ব্যবহার করান যায়।

(অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ও পরীক্ষিত)

শিবশক্তি নামক গাছের (এই গাছ প্রায়ই পাহাড় এবং জঙ্গলময় স্থানে হইয়া থাকে) ফলের মধ্যস্থিত শাঁশ বাঁটীয়া হস্তীকে খাওয়াইবে এবং দংশিত স্থানে লাগাইবে ইহাতে সকল প্রকার সাপের বিষই নষ্ট হইয়া থাকে।

এক তোলা পরিমাণ শ্বেত চিতার মূল লইয়া আধখানি পিপুলের সহিত ঠাণ্ডা জলে বাটীয়া হস্তীকে খাওয়াইবে এবং ক্ষত মুখে লাগাইয়া দিবে। গুক্ষুরা সাপে কামড়াইলে ইহাতে বিশেষ উপকার করে।

সজিনার বীজ, শিরীষের রসে বাটীয়া দৃষ্টি স্থানে প্রলেপ দিলে হস্তী আরাম হয়।

অফুলা বেল গাছের শিকড় বার রতি, কাঁটানটের শিকড় বা পাতা

চারি আনা, অশোক ছাল ॥৵০ আনা কণক ধুতুরার শিকড় ॥৵০ আনা এবং অহিফেণ চারি আনা, সমুদয় দ্রব্য একত্রে লইয়া উত্তমরূপে বাটীবে, পরে ঐ পেষিত বস্তু চারি ভাগ করিয়া প্রতিক্ষত মুখে এক এক ভাগ লাগাইবে। ইহাতে সর্পদষ্ট হস্তী শীঘ্রই আরাম হয়।

বেড়েলার ৩।৪ খানি শিকড় পানের সহিত চিবাইয়া দংশিত স্থানে শিঠীগুলি পুলটিসের মত লাগাইয়া দিবে। এরূপ করিলে দংশিত স্থান হইতে বিষ নির্গত হইয়া যাইবে। অপর লোক চিবাইয়া দিবে। যে চিবাইবে তাহার কোন অপকারই হইবে না।

হস্তীর পায়ে কাঁটা কিম্বা খোঁচা লাগিলে তাহার চিকিৎসা এবং দাঁত ও নখ বেশী হইলে তাহা কাটিবার উপায়।

হাতী রাস্তা চলিতে কিম্বা কণ্টকময় স্থানে গমনাগমন করিতে যদি পায়ে কাঁটা লাগে, তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা অথবা সন্না দ্বারা কিম্বা কোনরূপ চিমটা দ্বারা সে কাঁটা বাহির করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। যদি ঐ কাঁটা ধরিবার কোনরূপ উপায় না হয়, তবে ঐ স্থানে ছুরী দ্বারা চিরিয়া কণ্টক বা খোঁচা নির্গত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ অধিক দিবস ঐ স্থানে কাঁটা আবদ্ধ থাকা হেতুক ঐ স্থানের রক্ত আবদ্ধ হইয়া পায়ে ঘা হওয়া অসম্ভব নহে।

হস্তীর পায়ের নখ অপরিমিত বৃদ্ধি হইলে ঘোড়ার পায়ের খুর কাটার অস্ত্র দ্বারা অথবা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা নখের বৃদ্ধি ভগ্নাংশ কাটিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ রক্ত চলাচলের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

হস্তীর দাঁত অপরীমিত বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ মৃত্তিকার নিকটবর্ত্তী কিম্বা

উভয় দন্তের অগ্রভাগ একত্র সংযোগ হইয়া হস্তীর শুণ্ড উত্তোলনের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। হস্তীর দন্ত অসমান (উচ্চ নীচু) হইলে সম্ভবতঃ এবং বিবেচনা মত কাটিয়া সমান এবং যাহাতে দেখিতে সুশ্রী হয়, এরূপ করিয়া দেওয়া উচিত। হাতীর দাঁত সাধারণতঃ তিন ভাগের দুই ভাগ রাখিয়া অগ্রভাগ কাটা যাইতে পারে। চোব্‌সা কিম্বা পালঙ্গ দাঁতাল প্রভৃতির যে সকল দাঁত অধিক লম্বা হয় না, ঐ সকল দাঁত প্রায়শই এ নিয়মে কাটা অসম্ভব। কারণ এস্থলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ সকল হস্তীর দাঁত কাটা উচিত। নচেৎ দন্তের ফাঁকা স্থান কাটা যাইয়া দন্তের মধ্যস্থিত মজ্জা বহির্গত হইলে অনবরত রক্তস্রাব হইয়া এমন কি ঐ দন্তে ঘা পর্য্যন্ত হইয়া হস্তী মারাপড়াও বিচিত্র নহে। এই জন্য একেবারেঅধিকদূর লম্বা করিয়া দাঁত না কাটিয়া ক্রমান্বয়ে ২।৩ খণ্ড করতঃ দাঁত কাটান উচিত। মনুষ্যের যেরূপ হস্ত পদাদির অঙ্গুলীর নখ বৃদ্ধি হইলে, বৃদ্ধি অংশ সহজেই অনুভব করা যায়, তদ্রূপ বহুদর্শী হস্তীপালক ও মাহুতগণ অনায়াসে দন্তের বৃদ্ধি অনুভব করিতে পারে।

ফল কথা, দন্তের ফোঁপা অংশ না কাটিয়া দন্তের নীরেট অগ্রভাগ যতদূর থাকে তাহা কাটিলে ক্ষতি হয় না।

হস্তীর দন্ত কাটিতে হইলে, যাহাতে উহারা সুশ্রীর ব্যাঘাত না হয়, এরূপভাবে কাটিবে। এককালে ছোট করিয়া কাটিলে কোন কোন হস্তী কদাকার দেখায়। পশ্চিম প্রদেশে প্রায়শই হস্তীর দন্ত কর্ত্তন করতঃ ধনাঢ্য বিবেচনায় কেহ কেহ কাংস দ্বারা পিত্তল দ্বারা কিম্বা রৌপ্য দ্বারা দাঁতের অগ্রভাগ বান্ধাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম সুশ্রী অপেক্ষা অকৃত্রিম ঈশ্বরদত্ত কেবলমাত্র দন্তই পরিমাণমত থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখাইয়া থাকে।

হস্তীর দন্ত ভাল মন্দ এবং ছোট বড় তারতম্যানুসারে ৫৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হইতে দেখা যায়। যে সকল দন্ত অধিকাংশ নীরেট লম্বা এবং মোটা হয়, উহাই অধিক মূল্যে বিক্রী হইতে দেখা যায়।

কোন কোন হস্তীর দন্ত এরূপ বৃহৎ হয় যে, দন্ত ॥০ আধ মোণ ত্রিশ

সের হইতে ১ মোণ পর্য্যন্ত ওজনে দেখা যাইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে হস্তী দন্তের দ্বারা মূল্যবান এবং অতি সুশ্রী পাটী এবং পাখা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলেও দন্তের দ্বারা বহুবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। রাজারা হস্তী দন্ত দ্বারা সিংহাসন এবং পালঙ্ক ইত্যাদি নানাবিধ আবশ্যকীয় মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সমাপ্ত

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বহু দিনের চেষ্টা ও আয়াসে এই হস্তী তত্ত্বের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হইল। ইহার অনেক স্থানে অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখা যাইবে; সম্ভবতঃ তাহার প্রায়ই শুদ্ধি পত্র দ্বারায় দেখাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে সাধারণতঃ কতকগুলি প্রচলিত কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা অভিধানাদিতে পাওয়া যায় না, কেবল বিষয় বিশেষে এই হস্তীর সম্বন্ধেই ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই সকল শব্দ অনেকে হয়ত ভুল বা কাল্পনিক বলিয়া মনে করিবেন কিন্তু তাহা নহে। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকল শব্দের অর্থ যত সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইব। এবং এই মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের সময়ের সংগৃহীত বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া ও এতৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় চিত্র দ্বারায় বিশেষ সহজরূপে বুঝাইয়া পুস্তকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিবার আশা থাকিল। অনেক স্থান হইতে অনেকে হস্তীতত্ত্ব পাইবার জন্য আগ্রহ সহকারে পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং এই অবস্থায়ই হস্তীতত্ত্ব প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। এইক্ষণে পাঠকগণ সমীপে সানুনয় নিবেদন, ভ্রমাদি দৃষ্টে কেহ উপেক্ষা না করিয়া পুস্তক-খণ্ড একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উদ্দেশ্য বিষয়ের কতকাংশ পূরণ হইয়াছে মনে করিলেই শ্রম সফল এবং যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিব। ভ্রমাদি সংশোধন কি হস্তীতত্ত্বের সংগ্রহ বিষয়ে কেহ আমাকে কোন বিষয় লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিব। ইতি সন ১৩০১ সাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ শর্ম্মণ রায় চৌধুরী।

রংপুর—পীরগাছা।

শুদ্ধি পত্র।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	[illegible]	আটার	অাঠার
২	২১	উপওকার	উপত্যকার
২	২৩	বাচ্ছাকে	বাচ্চাকে
৩	১৮	কোরাইতে	পোড়াইতে
৪	২০	দাঁভাল	দাঁতাল
৫	১৫	মাথমা	মাথনা
৫	১৮	বিহিন	বিহীন
৬	৫	এম কি	এমন কি
,,	৮	বিক্রয়	ক্রয়
,,	,,	মূল্যে কেহ	মূল্যে
,,	১০	বাচ্ছা	বাচ্চা
,,	১১	বাচ্ছা	বাচ্চা
,,	,,	চুই	ঢুই
,,	১৫	সার্ব্বভোমাঃ	সার্ব্বভৌমঃ
,,	,,	সুপ্রতিকশ্চ	সুপ্রতীকশ্চ
,,	১৬	প্রসৃতত্তাৎ	প্রসৃতত্বাত্
,,	১৭	পাণ্ডুরা	পাণ্ডুর
,,	১৮	অগ্ন	অল্প
,,	,,	প্রমাণ	প্রমাণা
,,	২২	স্পাশক্তি	স্পৃশক্তি
,,	,,	মধমেতে	মধ্যমেতে
,,	২৩	যুদ্ধারঙ্গে	যুদ্ধরঙ্গে
,,	২৪	পাণ্ডুরবর্ণ	পাণ্ডুবর্ণ

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২	বহুভুজি	বহুভোজী
,,	৭	মপ্রিয়াঃ	মরপ্রিয়াঃ
,,	৯	বিসৃজস্তিং	বিসৃজন্তি
,,	,,	বমথুঃ	বমথুঃ
,,	১৮	সর্ব্বদেহাঃ	থর্ব্বদেহাঃ
,,	১৯	গমনোন্মাদশ্চ	গলন্মদাশ্চ
৮	,,	দানশ্চ	দানঞ্চ
,,	২০	দানুপদেশ	দানুপদেশে
৯	২	সুকর্ক	সুকক্ষ
,,	৪	পাদাদিযুচাভি	পানাদিযুচাতি
,,	৬	ফলনা	ফলানা
,,	৯	ক্ষণে	ক্ষীণ
১০	৫	[illegible]	যুক্ত
,,	৮	সুলক্ষণ	স্থূলক্ষণ
,,	১১	দুর্দ্দান্ত	উদ্দান্ত
,,	১২	রণেকদা	রণের্কধা
,,	১৬	সুরা	শূরা
,,	২২	হস্তি	হস্তী
১১	১২	পাহাড়ে	পাহাড়
,,	১৫	হকল	সকল
১২	১০	কয়ে	করে
,,	২৭	হহুতর	বহুতর
,,	২৮	মহোদয়গাণর	মহোদয়গণের

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	২	গারোহিলে	গারোহিলে
,,	৩	১৫৫২১	১৫৫০
,,	২২	বিশেষতঃ	বিশেষতঃ
১৪	,,	ঐ স্থানে	ঐস্থান
১৫	১২	হস্তী	হস্তী
,,	১৪	বৃহত শগুণ	বৃহৎ শেগুণ
,,	২৬	হস্তী	হস্তী
১৬	৮	কেমন	কেবল
১৭	৮	শান্তি	শান্তি
,,	২৩	আহার্য্যাভাবে	আহা-র্য্যাভাবে
১৯	১১	হউয়া	হইয়া
,,	১৭	গ্রহস্ত	গ্রন্থ
২০	২১	মাগুর	মাগুর
২৩	১২	গড়ের	গড়ের
,,	১৬	কপিলে	করিলে
,,	২৫	বাণ্ড	বাণ্ডা
২৪	১	অরোহণের	অবরোহণের
,,	৫	বাহির বাহির	বাহির করিয়া
,,	২৬	সহলা	সহসা
২৬	৯	হিকটবর্ত্তী	নিকটবর্ত্তী
২৭	৭	সাবধামে	সাবধানে
,,	১২	কুমকীরদুইটা	কুমকী দুইটার
২৯	৮	আশু	যাশু
,,	২০	আশু	বাশু
৩২	১১	হীকে	হস্তীকে
৩৫	১২	অগ্নী	অগ্নি
৩৬	৮	গাছে	গাছ
৩৭	২৭	সাযেস্ত	সায়েস্তা
৪১	২০	ধীর	ধীরো
,,	২১	স্থির	স্থিরা
,,	২৩	সপ্তমা	সপ্তমঃ
৪৯	৮	নল্লে	নাল্ল
,,	,,	যুগো	যুগে
৫১	৭	ঝাড়ুতুম	ঝাড়ুতুম
৫৩	৭	চিহ্ন	চিহ্ন
৫৪	৬	ঘাট	খাট
৫৫	১২	গাঁড়খালী	গাড়াখালা
৫৭	৪	সাত আট হাজার	সাত আট শত
৫৯	৯	যাতনাব	যাতনার
৬০	১১	নড়িতে হয়	নড়িতে হয় না
৬১	৫	আঝে	আছে
,,	১১	চিবাই	চিবাইয়া
৬৭	২১	জলঙ্গ	জঙ্গল
৭৬	২	আসান	আসাম
৮০	২৮	হার	তাহার
৮২	৫	জল	নল
৮৩	১৪	ষধ	ঔষধ
৯১	১৬	দ্বার	দ্বারা
৯৩	১০	যীর	ধীর

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৪	৩	অকন্দের	আকন্দের
"	১০	কলালবণ	কালালবণ
১২০	৬	এলচী	এলাচী
১২২	৬	সিঙ্গগ্রিক	সিঙ্গরিপ
"	২০	কঠি	ঠিক

পত্রাঙ্ক	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৭	[illegible]	টপিন	টাপিন
১৪০	[illegible]	তুতিয়	তুঁতিয়া
"	"	কালীচূর্ণ	কলীচূর্ণ
১৪৫	৭	টাপিন	টাপিন
১৭০	৩১৩	আরক্ত	আরম্ভ

সম্পূর্ণ